বাজুস

সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার

উপদেষ্টা সম্পাদক
রুহুল আমিন রাসেল

সম্পাদনা পর্ষদ
ডাঃ দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন
মোঃ লিটন হাওলাদার
মিজানুর রহমান মানিক
মোঃ সেলিম
সজল মাহমুদ
মোঃ রোকন উদ্দিন
উত্তম কুমার পাল
রনজিৎ পাল
রাহুল সাহা
মোঃ নাজমুল হুদা লতিফ
বিদ্যুৎ কুমার ঘোষ

শিল্প নির্দেশক
মাসুদুজ্জামান

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি-২০২৩
মূল্য: ৩০০ টাকা

সম্পাদকীয়

হাতে তৈরি সোনার গহনার কদর বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। বাংলাদেশের স্বর্ণ শিল্পীদের হাতে তৈরি গহনা অতুলনীয়। ফলে রপ্তানির বিশাল সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। জুয়েলারি শিল্পে কারখানা স্থাপনে আসছে দেশি-বিদেশি নতুন বিনিয়োগ। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডার মতো উন্নত দেশে বাংলাদেশি গহনা রপ্তানির ব্যাপক চাহিদাও আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের ভিশন ম্যানুফ্যাকচারিং। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের জুয়েলারি ব্যবসা দিন দিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে জুয়েলারি খাত অবদান রাখছে। বাংলাদেশের জিডিপি যেটুকু উন্নতি করছে, তার পেছনে জুয়েলারি ব্যবসা সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

দেশের জুয়েলারি শিল্পের বিকাশে প্রধান অন্তরায় মূল কাঁচামাল স্বর্ণ প্রাপ্তি বিড়ম্বনা। আন্তর্জাতিক বাজার দরে স্বর্ণ প্রাপ্তি এবং সরকারি সাহায্য সহযোগিতায় এ খাত দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে।

BANGLADESH JEWELLER'S ASSOCIATION
বাজুস বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন

প্রধান কার্যালয়:
লেভেল- ১৯, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫১০১২, হটলাইন: +৮৮ ০৯৬১২১২০২০২
ইমেইল: info@bajus.org, ওয়েবসাইট: www.bajus.org

সুচিপত্র

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১- ২০২৩ | ০৩

সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ | ০৮

সোনার বাংলায় জুয়েলারি শিল্পে বিনিয়োগে স্বাগতম | ১১

বাংলাদেশের সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার | ১৪

জুয়েলারি শিল্পে বাজার, ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও করণীয় | ১৮

৪০ হাজার জুয়েলারী ব্যবসায়ীর এক পরিবার বাজুস | ২১

ঐক্যবদ্ধ বাজুসের রূপকার সায়েম সোবহান আনভীর | ২২

সোনার বাজারে শৃঙ্খলা চাই | ২৩

সোনালী ভবিষ্যত মেড ইন বাংলাদেশ | ২৫

জুয়েলারী শিল্প এগিয়ে নিতে চাই কর প্রনোদনা | ২৭

নারী যখন কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট নয় | ২৯

বাংলাদেশের স্বর্ণ শিল্পের ইতিহাস | ৩১

জুয়েলারী শিল্প কোন পথে | ৩৩

নব উদ্যমে নব জাগরণে বাজুস | ৩৫

সায়েম সোবহান আনভীর

প্রেসিডেন্ট

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২০২৩

গুলজার আহমেদ
সহ সভাপতি

আনোয়ার হোসেন
সহ সভাপতি

এম এ হান্নান আজাদ
সহ সভাপতি

বাদল চন্দ্র রায়
সহ সভাপতি

দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন
সহ সভাপতি

মোঃ আনিছুর রহমান
সহ সভাপতি

কাজি নাজনিন ইসলাম
সহ সভাপতি

দিলিপ কুমার আগারওয়ালা
সাধারন সম্পাদক

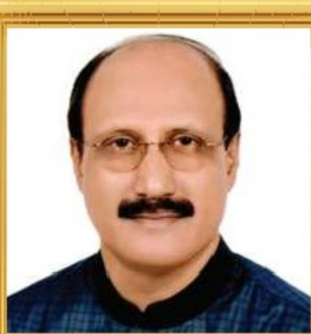

মাসুদুর রহমান
সহ সম্পাদক

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২০২৩

সমিত ঘোষ অপু
সহ সম্পাদক

বিধান মালাকার
সহ সম্পাদক

মোঃ জয়নাল আবেদীন খোকন
সহ সম্পাদক

মোঃ লিটন হাওলাদার
সহ সম্পাদক

নারায়ন চন্দ্র দে
সহ সম্পাদক

মোঃ তাজুল ইসলাম লাভলু
সহ সম্পাদক

এনামুল হক ভুইয়া (লিটন)
সহ সম্পাদক

মুক্তা ঘোষ
সহ সম্পাদক

উত্তম বনিক
কোষাধ্যাক্ষ

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২০২৩

ডা. দিলীপ কুমার রায়
কার্যকরী সদস্য

এনামুল হক খান
কার্যকরী সদস্য

মোহাম্মদ বাবুল মিয়া
কার্যকরী সদস্য

মোঃ ইমরান চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য

পবিত্র চন্দ্র ঘোষ
কার্যকরী সদস্য

মোঃ রিপনুল হাসান
কার্যকরী সদস্য

আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান খান
কার্যকরী সদস্য

বাবলু দত্ত
কার্যকরী সদস্য

শহিদুল ইসলাম এমডি
কার্যকরী সদস্য

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২০২৩

জয়দেব সাহা
কার্যকরী সদস্য

ইকবাল উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য

কার্তিক কর্মকার
কার্যকরী সদস্য

উত্তম ঘোষ
কার্যকরী সদস্য

মোঃ ফেরদৌস আলম শাহীন
কার্যকরী সদস্য

কাজি নাজনীন হোসেন
কার্যকরী সদস্য

মোঃ আসলাম খান
কার্যকরী সদস্য

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সভাপতি বৃন্দ

এ জেড এম ছানাউল্ল্যা
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

সৈয়দ শামসুল আলম হাসু

এম. এ. ওয়াদুদ খান

ডা. দিলীপ কুমার রায়

কাজী সিরাজুল ইসলাম

গঙ্গা চরন মালাকার

এনামুল হক খান

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ

শামসুল আলম

এম এ হান্নান আজাদ

দিলদার আহমেদ সেলিম

এনামুল হক খান

দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন

এনামুল হক খান

দিলিপ কুমার আগারওয়ালা

বাজুসের সহ-সভাপতি

জনাব আনিসুর রহমান দুলালের

মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত

জন্ম: ২৫.১২.১৯৫৪

মৃত্যু: ২১.০১.২০২৩

সোনার বাংলায় জুয়েলারি শিল্পে বিনিয়োগে স্বাগত

সায়েম সোবহান আনভীর
প্রেসিডেন্ট, বাজুস

মাটি আর সোনা কখনো পচে না। দামও কখনো কমে না। বরং সবসময় দাম বাড়ে। দেশে দীর্ঘদিন যাঁরা জুয়েলারি শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। তবে এ অভিজ্ঞতা জুয়েলারি খাতের ট্রেডিংয়ের মধ্যেই বেশির ভাগ সীমাবদ্ধ। তাঁরা জুয়েলারি খাতকে শিল্পায়নের দিকে বেশি এগিয়ে নিয়ে যাননি। অথচ বিশ্ববাজারে হাতে তৈরি সোনার অলংকার বা গহনার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা আশির দশকের প্রথম দিকে যখন রপ্তানি শুরু করেছিলেন, তখন হয়তো অনেকে কল্পনাও করেননি পোশাকপণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে। পোশাকশিল্পের এ অর্জনকে সাধুবাদ জানাই। পাশাপাশি এও দৃঢ়চিত্তে বলতে চাই, দেশের জুয়েলারি শিল্পের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। এ খাতের রপ্তানি পোশাকশিল্পকেও ছাড়িয়ে যাবে এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের সামনে জুয়েলারি খাতে যেমন বৃহৎ বিশ্ববাজার রয়েছে, তেমনি অভ্যন্তরীণ বা দেশি বাজারও আছে। সম্ভাবনার এ বাজার আগামীতে বড় হওয়া ছাড়া ছোট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

সারা দেশে প্রায় ৪০ হাজার জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের প্রতি বলতে চাই, বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পে পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগের জন্য এখনই সুবর্ণ সময়। পাশাপাশি অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের যেসব অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা রয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার আহ্বান- আসুন জুয়েলারি খাতের প্রায় শতবর্ষের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে রপ্তানিতে নতুন খাতের উন্মোচন করি।

বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের জুয়েলারি খাতে রপ্তানিমুখী কারখানা স্থাপনে ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করছে। ইতোমধ্যে বিশ্বখ্যাত জুয়েলারি ব্র্যান্ড 'মালাবার' বাংলাদেশে তাদের কারখানা স্থাপনের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে। এ সম্ভাবনা উপলব্ধি করার অনুরোধ রইল বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের প্রতি।

দেশের ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস জুয়েলারি খাতে কারখানা স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আমরা জুয়েলারি খাতে আরও উন্নতি করতে চাই। কিন্তু জুয়েলারি শিল্পে অনেক প্রতিবন্ধকতাও আছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করছি।

আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনার মধ্য দিয়ে জুয়েলারি খাতের যত সমস্যা আছে তা সমাধান হবে। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিনা এ খাতের উন্নতি হবে না। পাশাপাশি সারা দেশের জুয়েলার্সদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই জুয়েলারি কারখানা স্থাপনে নজর দিন। আপনারা যাঁরা এতদিন ট্রেডিং করেছেন, তাঁদের এখন শিল্পায়নে মনোযোগ দেওয়ার সময় এসেছে।

আমরা এখন রপ্তানির দিকে যেতে চাই। সবাই একটা একটা করে কারখানা গড়ে তুলুন। আসুন রপ্তানি করে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করি। এ শিল্পকে আরও উন্নত করি। দেশে জুয়েলারি শিল্পের আরও প্রসার ও রপ্তানি ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটাতে হবে। মূলত আমার লক্ষ্যটা থাকবে জুয়েলারি শিল্পের প্রসার। এ ক্ষেত্রে ভ্যাট ও কর সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করব। জুয়েলারি শিল্পে বাংলাদেশকে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করবই। জুয়েলারি পণ্য রপ্তানির মধ্য দিয়ে দেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাশিত সোনার বাংলা গড়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বাংলাদেশ।

আমি ২৮ জুন ভারতের গোয়ায় বাংলাদেশি জুয়েলার্সদের সম্মানে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী 'সোনার বাংলা' শীর্ষক জুয়েলারি এক্সপোয় যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছি, বাংলাদেশের আছে দক্ষ স্বর্ণশিল্পী আর ভারতের আছে দক্ষ ডিজাইনার। দুই দেশের এ দুই ধরনের সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে যৌথভাবে মার্কেটিং করতে পারব। প্রতিবেশী দুই দেশ সম্মিলিতভাবে কাজ করলে বিশ্বে জুয়েলারি শিল্পে সবার ওপরে থাকব। আমাদের কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।

আমার সঙ্গে একাধিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ভারতের শীর্ষ জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে অলংকার বা গহনা তৈরির নতুন কারখানা স্থাপনে যৌথভাবে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বাংলাদেশি কারিগরদের হাতে তৈরি গহনার প্রশংসাও করেছেন। ভারতের ব্যবসায়ীরা কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা দিয়ে এগিয়ে আসতে চান। জুয়েলারি খাতে বাংলাদেশ থেকে ভারত অনেক এগিয়ে। বাংলাদেশ এখন মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আমার প্রত্যাশা ভারত আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুক। ভারতের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। বাংলাদেশ-ভারত একসঙ্গে কাজ করলে উভয় দেশের ব্যবসায় উন্নতি ঘটবে। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা আমাদের ব্যবসা আরও প্রসারিত করতে পারব।

আশার কথা হলো, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে জুয়েলারি পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে ২৯ জুলাই বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা স্থাপন করেছে বিশ্বখ্যাত জুয়েলারি ব্র্যান্ড মালাবার। আরও অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান অচিরেই বাংলাদেশে জুয়েলারি শিল্পে বিনিয়োগ করবে বলে আমি যথেষ্ট আশাবাদী।

দেশে বিপুলসংখ্যক আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ স্বর্ণ কারিগর রয়েছেন। দেশজুড়ে প্রায় ৪০ হাজার জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে; যার সঙ্গে প্রায় ৫০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা পেলে আগামী পাঁচ বছরে বদলে যেতে পারে দেশের অর্থনীতি।

দেশের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। জুয়েলারি শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অগ্রযাত্রাকে আরও এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র অপবাদ পাওয়া বাংলাদেশ আজ উন্নত দেশের কাতারে।

দেশের জুয়েলারি শিল্পের অনেক শ্রমিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। তাঁদের কাজের প্রশংসা করছে বিশ্ব। এই শ্রমিকরা জুয়েলারি শিল্পে তাঁদের শ্রম ও মেধা দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এজন্য দেশে জুয়েলারি কারখানা করতে হবে। এখন দেশে যদি এ ধরনের কারখানা হয়, তাহলে বিদেশে কর্মরত স্বর্ণশিল্পীরা আবার দেশে ফিরবেন। দেশের কারখানায় কাজ করবেন। তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে বাংলাদেশ।

আমাদের পাশের দেশ ভারত প্রতি বছর প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জুয়েলারি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে। এটি সে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখে। বাংলাদেশেও সেটি সম্ভব। কারণ বাংলাদেশে যে ধরনের দক্ষ কারিগর আছে, তা পৃথিবীর অনেক দেশে বিরল।

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রি সরেজমিন দেখেছি, অনেক দক্ষ কারিগরের সঙ্গে কথা বলেছি। বাংলাদেশে কাজের ভালো সুযোগ ও পরিবেশ না পেয়ে অন্য দেশে গিয়ে অনেকে সেখানে কাজ করে বিশ্বমানের অলংকার তৈরি করছেন। বিশেষ করে সনাতন ধর্মের অনেক কারিগর বাংলাদেশ থেকে গিয়ে কাজ করছেন ভারত ও দুবাইয়ে। যদি দেশে এ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলে দেশি কারিগরদের সুদিন ফিরবে। পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করা স্বর্ণশিল্পীরা দেশে এসে কাজ করতে পারবেন। স্বর্ণশিল্পের দক্ষ কারিগররা এখন কাজ না পেয়ে অনেকেই পূর্বসূরিদের এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। অনেকেই পরিবার নিয়ে অমানবিক জীবনযাপন করছেন।

স্বাধীনতার ৫০ বছরেও সোনা চোরাচালান থামেনি। গণমাধ্যমের তথ্যানুয়ায়ী সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আন্তরিক তৎপরতা সত্ত্বেও প্রতিদিন সোনা চোরাচালান হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ৯০ ভাগ সোনা আসছে চোরাই পথে। এতে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সোনা চোরাচালান প্রতিরোধের সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সব সংস্থা, বিশেষ করে কাস্টমস, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাবসহ অন্যান্য সংস্থার সদস্যরা ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের এ কর্মকাণ্ড আরও জোরদারকরণের অনুরোধ করছি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সক্রিয় ভূমিকার মধ্য দিয়ে চোরাচালান বন্ধ হবে। দেশের টাকা পাচার বন্ধ হবে।

বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের বড় অপবাদ হলো, পাইকারি পর্যায়ে সোনা কেনাবেচায় বৈধ কাগজপত্র বিনিময় হয় না। অর্থাৎ কেনাবেচার পুরো প্রক্রিয়াটি অবৈধ। এটা বিরাট সমস্যা। জুয়েলারি শিল্পের সমস্যা সমাধানে সারা দেশের মালিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। দেশের সব জুয়েলারি ব্যবসায়ী বাজুসের সদস্য হলে এ খাতে শৃঙ্খলা আসবে। বাজুসকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি এবং সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান বাজুস নেতৃত্ব কাজ করছেন।

দেশের একজন জুয়েলারি ব্যবসায়ীর সমস্যা মানে আমাদের সবার সমস্যা। জুয়েলারি খাতে ভ্যাটের সমস্যা সমাধান করতে হবে। হয়রানি বন্ধ করতে হবে। জুয়েলারি খাতের সমস্যা সমাধানে বাজুসকে শক্তিশালী করতে হবে। সারা দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

বাংলাদেশের সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার

রাজু আহমেদ
সিনিয়র সাংবাদিক

স্বর্ণশিল্প বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিল্পগুলোর একটি। এ দেশে স্বর্ণ আর স্বর্ণালংকারের প্রচলন শুরু হয় প্রাচীনকালে। জানা যায়, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গরু, ঘোড়া, হাতি ও অলংকারের সংখ্যা বা পরিমাণ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের আর্থিক অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বিবেচনা করা হতো।

বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে সোনা বা স্বর্ণের ব্যবহার কত আগে শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত পুরাকীর্তি থেকে পাওয়া স্বর্ণালংকার থেকে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের জালিপুরে পাওয়া গেছে সবচেয়ে প্রাচীন স্বর্ণালংকার। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ সালে এটি তৈরি বলে ধারণা করা হয়। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতেও স্বর্ণালংকারের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে অলংকারের সবচেয়ে প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায় মহাস্থানগড়ে; যার সময় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতক। নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরেও খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ থেকে ৩৭০ সালের অলংকারের নমুনা পাওয়া গেছে। ইতিহাস ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে স্বর্ণ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বর্ণে বিনিয়োগ কেন জনপ্রিয়?

পৃথিবীজুড়েই স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য সম্পদ এবং আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। সহজেই নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্য হওয়ায় অলংকার ব্যবহারের পাশাপাশি আপৎকালীন সঞ্চয় হিসেবেও সব শ্রেণির মানুষের কাছে স্বর্ণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রবণতা দেখা যায়। বাজারমূল্যের ইতিবাচক পরিবর্তনের কারণে নগদ অর্থের চেয়ে সঞ্চয় হিসেবে স্বর্ণ বেশি লাভজনক।

বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বর্ণে বিনিয়োগ খুবই জনপ্রিয়। সাধারণভাবে স্বর্ণের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় এ বিনিয়োগ লাভজনক। কখনো কখনো দাম কমলেও তার মাত্রা খুব বেশি হয় না। ফলে এ খাতে বিনিয়োগ অনেকটা ঝুঁকিমুক্ত। পাশাপাশি স্বর্ণের ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকায় সব শ্রেণির মানুষের কাছেই এর আকর্ষণ বিনিয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি। বিশেষ করে বেশ কয়েকবার বড় ধরনের ধসের কারণে দেশের শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের আস্থাহীনতা রয়েছে। অধিকাংশ মানুষই বিনিয়োগ হিসেবে স্বর্ণ সংরক্ষণকে নিরাপদ মনে করে।

বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্প

দেশের প্রাচীনতম শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে দেশে এ শিল্পের সামগ্রিক বিকাশ ঘটেনি। প্রযুক্তির ব্যবহার, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উদ্ভাবনী ক্ষেত্রেও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অগ্রগতি হয়নি। চাহিদা ও প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বর্ণের অনুপলব্ধতা, বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতাসক্ষম বৃহৎ বিনিয়োগের অভাব এবং

উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে স্থানীয় বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকায় এ শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা কাজে লাগানো যায়নি।

সঠিক নীতিমালার অভাবে স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘকাল দেশে বৈধ পথে স্বর্ণ আমদানি হয়নি। ফলে দেশের স্বর্ণশিল্পে মৌলিক কাঁচামালের মূল উৎস ছিল পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পুরনো স্বর্ণ এবং ব্যাগেজ রুলসের আওতায় ব্যক্তিপর্যায়ে বিদেশ থেকে আনা স্বর্ণ। তবে এ প্রক্রিয়ায় দেশে স্বর্ণের মোট চাহিদার মাত্র ১০ শতাংশ পূরণ করা সম্ভব হতো।

দেশে স্বর্ণের চাহিদা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কয়েক বছর আগে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, দেশে স্বর্ণের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৪৩ মেট্রিক টন। অন্যদিকে ২০১৮ সালের স্বর্ণ নীতিমালার (সংশোধিত ২০২১) প্রস্তাবনায় দেশে স্বর্ণের বার্ষিক চাহিদা ২০ থেকে ৪০ মেট্রিক টন উল্লেখ করা হয়েছে। চাহিদার মাত্র ১০ শতাংশ পুরনো বা তেজাবি স্বর্ণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়– এমন তথ্য উল্লেখ করে নীতিমালায় মন্তব্য করা হয়েছে, 'প্রতি বছর দেশে নতুন স্বর্ণের চাহিদা প্রায় ১৮ থেকে ৩৬ মেট্রিক টন, যার সিংহভাগ বৈধভাবে আমদানিকৃত স্বর্ণের মাধ্যমে পূরণ হয় না।'

অর্থাৎ দেশে মোট স্বর্ণের চাহিদার বড় অংশ অবৈধ উপায় বা চোরাচালানের মাধ্যমে জোগান দেওয়া হয় বলে সরকারের এ নীতিমালায়ই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় স্বর্ণের বাজারে স্বচ্ছতা আনতে ২০১৮ সালে স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালার আওতায় ১৯টি প্রতিষ্ঠান স্বর্ণ আমদানির ডিলার লাইসেন্স গ্রহণ করে।

স্বর্ণালংকারের বিশ্ববাজার সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাজার গবেষণা (মার্কেট রিসার্চ) প্রতিষ্ঠান গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারা বিশ্বে ২০২১ সালে সব রকম অলংকারের বাজারের মোট আকার ছিল ২৪৯ দশমিক ০২ বিলিয়ন ডলার; যার ৪০ শতাংশই স্বর্ণালংকার। ২০২২ সালে এ খাতে বাণিজ্যের পরিমাণ ২৬৯ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে। আর প্রতি বছর গড়ে সাড়ে ৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি ধরে ২০৩০ সালে বিশ্বে অলংকার শিল্পের মোট বাজার হবে ৫১৮ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলার।

চীন ও ভারতের মতো জনসংখ্যাবহুল দেশে ব্যাপক চাহিদার কারণে অলংকারের বিশ্ববাজারের প্রায় ৬০ শতাংশ অংশীদার এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল। এসব দেশে চাহিদার শীর্ষে রয়েছে স্বর্ণালংকার।

অলংকার উৎপাদক ও রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বেলজিয়ামসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, চীন ও ভারত। আর আমদানিতে শীর্ষে আছে সুইজারল্যান্ড, চীন, যুক্তরাজ্য, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, আরব আমিরাত, বেলজিয়াম, জার্মানি ও সিঙ্গাপুর।

বিশ্বে হাতে তৈরি ও মেশিনে প্রস্তুত উভয় ধরনের অলংকারের চাহিদা রয়েছে। হাতে তৈরি অলংকার শিল্প বেশ শ্রমঘন এবং এতে মূল্য সংযোজন অনেক বেশি। এ ধরনের অলংকারের প্রায় ৮০ শতাংশ বাংলাদেশ ও ভারতে উৎপাদিত হয়। কিন্তু বিশ্ববাজারে হাতে তৈরি অলংকার রপ্তানিতে বাংলাদেশ খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারছে না। ফলে চাহিদার প্রায় পুরোটাই রপ্তানি করছে ভারত। ২০২১-২২ অর্থবছরে অলংকার রপ্তানি থেকে ভারতের আয় ছিল ৩৯.৩১ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে শুধু স্বর্ণালংকার থেকে রপ্তানি আয় ছিল ৯ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলার।

২০২০ সালে এ খাতে ভারতের আয় ছিল ৭.৮৩ বিলিয়ন ডলার। ওই বছর শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে চীন

১০.২৬ বিলিয়ন, সুইজারল্যান্ড ৮.২৩ বিলিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ৬ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ও আরব আমিরাত ৬ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার আয় করে।

বর্তমান বৈশ্বিক বাণিজ্যের এ পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করলে স্বর্ণ আমদানির দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৩তম। ২০২০ সালে বাংলাদেশ ৩৯ কোটি ৭০ লাখ ডলারের স্বর্ণ আমদানি করে। রপ্তানির মতো বাংলাদেশে স্বর্ণ আমদানির উৎসের তালিকায়ও শীর্ষে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটি থেকে মোট ৩৭ কোটি ডলারের স্বর্ণ আমদানি করা হয়। এ ছাড়া ওই বছর সিঙ্গাপুর থেকে ১ কোটি ৪৯ লাখ ডলার, মালয়েশিয়া থেকে ৯৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার ও থাইল্যান্ড থেকে ২২ লাখ ৬০ হাজার ডলারের স্বর্ণ আমদানি করা হয়।

বর্তমান অবস্থান থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ কোথায় যেতে পারে বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্প- এ নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিউওয়াই রিসার্চ। তাদের প্রতিবেদন বলছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে ২৮৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার মূল্যের স্বর্ণালংকার, স্বর্ণের বার ও রুপার অলংকার বিক্রি হয়েছে। ওই প্রতিবেদনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২২ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত এসব পণ্যের বাজার প্রতি বছর গড়ে ১২ দশমিক ১ শতাংশ হারে বাড়বে। ফলে ২০৩০ সালে বাংলাদেশে স্বর্ণালংকার, স্বর্ণের বার ও রুপা মিলিয়ে মোট বিক্রির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ হাজার ১০৯ কোটি ৬০ লাখ ডলারে।

ওই প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে শুধু স্বর্ণালংকার বিক্রি হয়েছে ২৩৭ কোটি ৯০ লাখ ডলারের। প্রতি বছর সাড়ে ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালে স্বর্ণালংকার বিক্রির এ অঙ্ক ১ হাজার ৭০৬ কোটি ২০ লাখ ডলারে উন্নীত হবে।

অন্যদিকে ২০২০ সালে বাংলাদেশে শুধু স্বর্ণের বার বিক্রি হয়েছে ৪২ কোটি ৮২ লাখ টাকার। ২০২২ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর স্বর্ণের বারের বাজার ১১ শতাংশ হারে বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে কিউওয়াই রিসার্চ। এতে ২০৩০ সালে বিক্রির পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৮৭ কোটি ২৫ লাখ ডলারে।

২০২১ সালে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে স্বর্ণ বা রুপা পরিশোধনাগার (রিফাইনারি) সংক্রান্ত নীতিমালা কার্যকর হওয়ার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই স্বর্ণ পরিশোধন শুরু হতে পারে। আর দেশি পরিশোধনাগারে একবার উৎপাদন শুরু হলে চীন, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপে বাংলাদেশি স্বর্ণের বিশাল বাজার তৈরি হতে পারে।'

বর্তমানে বিদেশ থেকে স্বর্ণের বার আমদানি করে দেশের স্বর্ণশিল্পে অলংকার তৈরি করা হয়। দেশে রিফাইনারি চালু হলে একদিকে স্বর্ণের বার আমদানিতে ব্যয় হওয়া বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে বিদেশে বাংলাদেশের পরিশোধিত স্বর্ণের বাজার তৈরি হবে।

পরিশোধনাগার বা রিফাইনারিতে উৎপাদন শুরু হলে বাংলাদেশে স্বর্ণশিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। বিদেশ থেকে অপরিশোধিত বা আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ এনে দেশে শোধন করা হলে এ খাতের আমদানি ব্যয় অনেক কমে আসবে। পাশাপাশি দেশে পরিশোধন করা স্বর্ণ থেকে স্বর্ণের বার, কয়েন ও অলংকার তৈরি করা হলে তাতে মূল্য সংযোজন (ভ্যালু অ্যাডিশন) অনেক বেশি হবে।

দেশে পরিশোধিত স্বর্ণ বাজারজাত শুরু হলে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী স্বর্ণালংকার শিল্পের কাঁচামাল সহজলভ্য হবে।

স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের আর চোরাচালানে আসা স্বর্ণের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না। বড় বিনিয়োগের মাধ্যমে অলংকার শিল্পে রপ্তানিমুখী কারখানা গড়ে উঠবে। দীর্ঘকাল কুটিরশিল্প হয়ে থাকা স্বর্ণশিল্প দ্রুতই বৃহৎ শিল্পে রূপ নেবে।

সাধারণভাবে স্বর্ণালংকার শিল্পে মূল্য সংযোজন অন্যান্য খাতের তুলনায় অনেক বেশি। অন্যদিকে সারা বিশ্বেই হাতে তৈরি স্বর্ণালংকারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ ও ভারতের স্বর্ণশিল্পীদের হাতের কাজের বিশ্বজোড়া সুনাম রয়েছে। এ ধরনের স্বর্ণালংকার রপ্তানি করে ভারত প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করলেও এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান উল্লেখ করার মতো নয়। বৃহৎ বিনিয়োগের মাধ্যমে এ খাতে নবজাগরণ সৃষ্টি করা গেলে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান করে নিতে পারে। নতুন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় বাজারের বিকাশ এবং রপ্তানি থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে স্বর্ণশিল্প খুলে দিতে পারে সোনালি দুয়ার।

১. রিদওয়ান আক্রাম, বিডিনিউজ২৪.কম, ১৪ এপ্রিল, ২০১৫
২. দৈনিক যুগান্তর, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
৩. 'স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১', বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জুন, ২০২১
৪. Global Jewelry Market Size & Share Report, 2022-2030, www.grandviewresearch.com
৫. জেমস জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল, ভারত
৬. Leading exporting countries of gold, silverware, and jewelry worldwide in 2020, www.statista.com
৭. Gold in Bangladesh, The Observatory of Economic Complexity (OEC), www.oec.world
৮. The Observatory of Economic Complexity (OEC), www. oec.world
৯. Bangladesh Gold Jewelry, Gold Bar & Silver Market Insights, Forecast to 2030, www.Qzresearch.com

জুয়েলারি শিল্পের বাজার, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও করণীয়

ড. মাহফুজ কবীর
গবেষণা পরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ

বাংলাদেশে জুয়েলারি ব্যবসার প্রসার ঘটছে। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতমানের স্বর্ণালংকারের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে অনেক। এ দেশের স্বর্ণশিল্পের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। বহু মানুষের ব্যবসায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান জড়িয়ে আছে এ শিল্পের সঙ্গে। পুরুষানুক্রমে স্বর্ণালংকার উৎপাদনের পাশাপাশি এ শিল্পে নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে প্রচুর। এ দেশে নিখুঁত ও মানসম্পন্ন স্বর্ণালংকার তৈরি হয়। এ দেশের স্বর্ণালংকার অপেক্ষাকৃত কম ওজনের, যার ফলে অল্প পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী স্বর্ণালংকার তৈরি করা যায়। ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, উপহার ও পারিবারিক বিনিয়োগ হিসেবে স্বর্ণালংকার একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম।

বাংলাদেশে ২০১৮ সালের আগ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের আইন অনুযায়ী স্বর্ণ ব্যবসা চলছিল। দেশে জুয়েলারি শিল্পের বিকাশ, স্বর্ণালংকার রপ্তানি, অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান তৈরি এবং এ খাত থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বর্ণ নীতিমালা ২০১৮ সালে প্রণয়ন করা হয় এবং একে ২০২১ সালে সংশোধন করা হয়। কিন্তু এ নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় বিশ্বব্যাপী কোভিড মহামারি। বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম হুহু করে বাড়তে থাকে। এ অবস্থায় অনেক পরিবার তাদের স্বর্ণালংকার জুয়েলারি দোকানে বিক্রি করে দেয়।

অন্যদিকে বাজারে চাহিদা হ্রাস ও বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম বাড়ার কারণে মালিকরা ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। এ বছর গোড়ার দিকে অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ব অর্থনীতি যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিকে অনেকটা চাপের মধ্যে ফেলে দেয়। মন্দা আসতে শুরু করে। স্বর্ণের বিশ্ববাজার টালমাটাল হয়ে ওঠে, যে পরিস্থিতি এখনো চলছে।

বাংলাদেশে বার্ষিক স্বর্ণালংকার ও স্বর্ণপিণ্ড বিক্রির নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন। একটি হিসাবমতে, ২০২০ সালে স্বর্ণালংকার, স্বর্ণপিণ্ড ও রৌপ্য বিক্রি ছিল ২৮৫ দশমিক ৪ কোটি মার্কিন ডলারের। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির গড় হার অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ স্বর্ণের এসব মূল্যবান ধাতুর মোট বিক্রি হবে ২,১০৯ দশমিক ৬ কোটি মার্কিন ডলার। স্বর্ণপিণ্ড ২০২০ সালে বিক্রি ছিল ৪২ দশমিক ৮২ কোটি মার্কিন ডলারের এবং ২০৩০-এর মধ্যে এটি ৩৮৭ দশমিক ২৫ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে মনে করা হচ্ছে। আরেকটি হিসাবমতে, এ দেশে প্রতি বছর স্বর্ণের চাহিদা ১৫ থেকে ২০ টন। বার্ষিক স্বর্ণের বাজার ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি। স্বর্ণ নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২১ অনুযায়ী বছরে স্বর্ণের চাহিদা ২০ থেকে ৪০ টন।

বর্তমানে বিদেশ থেকে আসা স্বর্ণের বার দিয়ে স্বর্ণালংকার প্রস্তুত করা হয়। এ বিশাল আকারের বাজারের চাহিদা পূরণ করার জন্য যে পরিমাণ স্বর্ণ আমদানি হয় তার বিকল্প হিসেবে স্বর্ণ শোধনাগার দেশি বাজারের চাহিদা পূরণ এবং কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে বড় আকারের বিনিয়োগের মাধ্যমে বসুন্ধরা গ্রুপ বাংলাদেশে প্রথম স্বর্ণ শোধনাগার প্লান্ট স্থাপন করছে। স্বর্ণ পরিশোধনাগার চালু হলে দেশের বিপুল পরিমাণ স্বর্ণের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব

হবে। স্বর্ণালংকারের পাশাপাশি আগামী দিনগুলোয় স্বর্ণ রপ্তানিতে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। চীন, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপে স্বর্ণপিণ্ড ও স্বর্ণালংকার রপ্তানিতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। 'মেড ইন বাংলাদেশ' খোদাই করা স্বর্ণের বার দেশের ব্র্যান্ডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্যোগ দেশের স্বর্ণ ও জুয়েলারি শিল্পে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ রিফাইনারি পুরো দেশে স্বর্ণ ও জুয়েলারি শিল্পের খোলনলচে বদলে দেবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেশি-বিদেশি অনেক উদ্যোক্তাই বিদেশে রপ্তানির জন্য স্বর্ণালংকার প্রস্তুতের কারখানা গড়ে তুলবেন, যা বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশে এখন বিশ্বমানের স্বর্ণালংকার তৈরি হচ্ছে। বাঙালি হাতে স্বর্ণালংকার তৈরিতে বিশেষভাবে পারদর্শী এবং এতে তাদের বিশ্বব্যাপী সুনাম রয়েছে। তবে তাদের প্রয়োজন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজস্ব নীতির মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে উৎসাহ প্রদান। এতে বাংলাদেশ বিশ্বমানের স্বর্ণালংকার রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। তরুণ উদ্যোক্তা এবং শিক্ষিত ও দক্ষ কারিগর এ শিল্পের চেহারা পাল্টে দিতে পারে। স্বর্ণালংকারে দরকার নতুন ও আকর্ষণীয় ডিজাইন, কম ওজন এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে ভালো মানের স্বর্ণ দিয়ে তৈরি অলংকার। মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি জুয়েলারি পণ্য যাতে ইমিটেশন গহনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্যই এ খাতে তারুণ্যের মেধা, উদ্যোগ ও নেতৃত্ব প্রয়োজন। যত বেশি শিক্ষিত তরুণ আসবে ততই এ খাত এগিয়ে যাবে। নতুন নতুন ডিজাইনের এবং বিশ্ববাজারের চাহিদা অনুযায়ী সবরকমের ক্রেতার জন্য জুয়েলারি পণ্য তৈরি ও বিপণন বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নধর্মী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

নিম্নমানের অলংকার জুয়েলারি পণ্য যাঁরা বিক্রি করছেন তাঁদের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারি বাড়াতে হবে। তাদের জিরো টলারেন্স নীতির মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। যে-কোনো মূল্যে জুয়েলারি পণ্যের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে হবে। তা হলেই দেশি ও বিদেশি ক্রেতারা আস্থার সঙ্গে জুয়েলারি পণ্য এ দেশ থেকে কিনতে পারবেন। যদি মানের ক্ষেত্রে একবার সুনাম অর্জন করা যায়, তাহলে বিদেশে স্বর্ণালংকার অর্ডার পেতে কোনো সমস্যা হবে না। মনে রাখতে হবে, জুয়েলারি পণ্যের ক্ষেত্রে সুনাম সবচাইতে বেশি জরুরি।

স্বর্ণালংকারের মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ল্যাবের আধুনিকায়ন। দেশের স্বর্ণের মান যাচাই করার জন্য যে ল্যাব সুবিধা রয়েছে তা বাড়াতে হবে। ল্যাবের আধুনিকায়ন করতে হবে। হলমার্ক ছাড়া স্বর্ণের গহনা বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে। যাঁরা হলমার্ক ছাড়া গহনা বিক্রি করছেন তাঁদের নজরদারির মাধ্যমে জরিমানাসহ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আর ক্রেতাদের হলমার্ক দেখে স্বর্ণের গহনা কিনতে হবে। টেস্টিং সুবিধা ব্যবহার করে ভালো মানের স্বর্ণালংকার তৈরি ও বিক্রির মাধ্যমে দেশে জুয়েলারি শিল্পের যথাযথ বিকাশ ঘটাতে হবে। এতে এ শিল্পের সুনাম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপ্তি লাভ করবে। সে বিষয়ে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রয়োজনে সম্পূর্ণ বিদেশি মালিকানাধীন ও যৌথ বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে, যাতে বাংলাদেশের সস্তা শ্রম ও কম উৎপাদন খরচের সুবিধা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো লাভজনক বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। এতে দেশের ভিতরে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিস্তার এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সৃষ্টি হবে, দেশ থেকে স্বর্ণালংকার বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে, আর আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আকর্ষণ করা সহজ হবে। এ ধরনের বিনিয়োগে দেশের অভ্যন্তরীণ জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা তাঁদের পণ্যের মানোন্নয়নে বিনিয়োগ ও যথাযথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। এতে সার্বিকভাবে দেশের জুয়েলারি শিল্পের মানোন্নয়ন ঘটবে এবং আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করবে। দেশে স্বর্ণের মান যাচাই করার জন্য ল্যাব সুবিধার আধুনিকায়নে বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা অর্জন করতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস ও

সরকারের সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।

জুয়েলারির মতো উচ্চমূল্যের বিলাসপণ্য কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতাদের সবচাইতে বড় বিবেচ্য বিষয় এর গুণগত মান। যাঁরা জুয়েলারি পণ্য কেনেন তাঁরা শুধু এর উপহার ও ব্যবহারের দিকটাই চিন্তা করেন না, বরং এগুলোর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্যের কথা চিন্তা করে একে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করেন। সুতরাং এ পণ্যের গুণগত মান কীভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখা যায় সে বিষয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্বর্ণালংকার তৈরির কারিগরদের আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান না করলে এ দেশের কারিগররা বিশ্বমান অর্জন করতে পারবেন না।

সুতরাং তাঁদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ডিজাইন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আধুনিক জ্ঞান প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার জুয়েলারি ব্যবসা নিবন্ধিত আছে। এ ছাড়া অনানুষ্ঠানিকভাবে হাজার হাজার স্বর্ণের দোকান রয়েছে। তাদের মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। তারা যাতে গুণগত মানসম্পন্ন এবং নান্দনিক ডিজাইনে স্বল্পমূল্যের ও সব ধরনের ক্রেতার জন্য স্বর্ণালংকার প্রস্তুত করতে পারে সেদিকে নজর রেখে বাজুসের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের নীতিসহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

স্বর্ণালংকার তৈরিতে বাংলাদেশের স্বর্ণের অনেক অপচয় হয়, যা আমাদের কমিয়ে আনতে হবে। এতে স্বর্ণালংকারের উৎপাদন খরচ কমবে এবং এগুলো সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। অসম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে দেশি জুয়েলারি শিল্পকে সুরক্ষা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে রেডিমেড জুয়েলারি পণ্য আমদানি দেশি শিল্পের জন্য বড় হুমকি। তাই বিদেশি জুয়েলারি আমদানি নিরুৎসাহে এর ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ করতে হবে যাতে বিশ্বে দেশি জুয়েলারি শিল্প পর্যাপ্ত সুরক্ষা পায়।

স্বর্ণশিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবসায় হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য 'গোল্ড এক্সচেঞ্জ' ও 'গোল্ড ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আগে স্বর্ণ বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া যেত। কিন্তু ১৯৮০-এর দশক থেকে বিভিন্ন জটিলতার কারণে এটি বন্ধ হয়ে গেছে। এ ব্যবস্থা পুনরায় চালুর জন্য নতুন নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি গোল্ড ব্যাংক ও গোল্ড এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার জন্য আইন ও নীতিগত দিক পর্যালোচনা করে সে বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগ ও নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ যাতে স্বর্ণ চোরাচালানের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে ভিজিলেন্স টিম গঠন করতে হবে এবং কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে স্বর্ণ পাচার ও চোরাচালান বন্ধ করতে হবে।

আগামী দিনগুলোয় অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে স্বর্ণালংকারের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। সেইসঙ্গে জুয়েলারি শিল্প নিয়ে ভালো পরিকল্পনা থাকলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে এ খাতের বিকাশের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন, প্রবৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ, রপ্তানি, মনিটরিং, আন্তর্জাতিক বাজারের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং রপ্তানি ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। কিন্তু চ্যালেঞ্জও কম নয়। এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে এ খাতের সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তা হলেই ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে স্বর্ণ খাত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

৪০ হাজার জুয়েলারি ব্যবসায়ীর এক পরিবার বাজুস

এম এ ওয়াদুদ খান
সাবেক সভাপতি, বাজুস
চেয়ারম্যান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপ

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের সম্মানিত সদস্য হিসেবে আমরা গৌরবান্বিত ও সৌভাগ্যবান। বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের পথচলার ভিত হচ্ছে অনেক মজবুত, পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসছে অবহেলিত এই সেক্টরের মূল ভিতে। বাংলাদেশে জুয়েলার্সদের আজ জয়জয়কার ধ্বনি সমস্ত জুয়েলারি ব্যবসায়ীর মনকে উদ্বেলিত করে একই ছাতার নিচে জড়ো হতে সাহায্য করছে। এটা শুধুই সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর সফল ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের সুদৃঢ় ও গতিশীল নেতৃত্বের কারণে।

তাঁর হাত ধরেই আজ সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের এই সম্ভাবনাময় সেক্টর এবং দেখছেন আলোর পথ এ দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। আজ আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ধাপ উপনীত হয়েছে এবং আসছে স্বর্ণালংকার রপ্তানির সুযোগ; যা আমাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের প্রধান আলোচ্যসূচি। তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে, দিয়েছেন সাহস ও শক্তি, আহ্বান জানিয়েছেন জেলায় জেলায় গড়ে তুলতে স্বর্ণশিল্প কারখানা যাতে একদিকে হতে পারি নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্যদিকে পারি রপ্তানিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে। তা হলেই হবে আমাদের উন্নতি এবং দেশ এগিয়ে যাবে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মহোদয় ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটি ঘোষণার পর আমাকে সম্মানিত করেছেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের দায়িত্ব দিয়ে। আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতে বলেছিলেন, পারবেন তো আপনারা এই কঠিন কাজ করতে? আমরা বলেছিলাম আপনি আহ্বান জানান দেশের সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে বাজুসের সদস্য হতে এবং আমরা যদি সবার সহযোগিতা পাই তবে নিশ্চয়ই আপনাকে উপহার দেব এক নতুন বাজুস যার স্বপ্ন আপনি দেখছেন। সেদিন থেকে আমাদের পথচলা এবং এ পথচলা শুরু হয় ৪৪৬ জন সক্রিয় সদস্য নিয়ে।

আমাদের মূল লক্ষ্য সদস্য সংগ্রহের পর্যায়কে ৪০ হাজারে পৌঁছানোর। ইনশা আল্লাহ সবার সহযোগিতা নিয়ে এ কঠিন পথ আমরা পাড়ি দিয়ে পৌঁছাব সফলতার গন্তব্যে। উল্লেখ্য, এ কাজে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সব সদস্যের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা বেশ প্রশংসার দাবি রাখে। পরিশেষে সবার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি। চিরজীবী হোক বাজুস।

ঐক্যবদ্ধ বাজুসের রূপকার সায়েম সোবহান আনভীর

ডা. দিলীপ কুমার রায়
সাবেক সভাপতি, বাজুস
চেয়ারম্যান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং

জুয়েলারি শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতে গড়া স্বর্ণালংকার একসময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুনাম কুড়িয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে জুয়েলারি শিল্পের কোনো সরকারি নীতিমালা না থাকায় শিল্পটি তার ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। বাজুসের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা জুয়েলারি শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এবং এ শিল্পের উন্নয়নে একটি যুগোপযোগী স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ওই স্বর্ণ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বাজুসের বর্তমান সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে বাজুসের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা জুয়েলারি শিল্প আর পরনির্ভর থাকবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশে আর বিদেশি অলংকার নয়, আমরা নিজেরাই জুয়েলারি রিফাইন ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করে দেশে অলংকার প্রস্তুত করব আর আমাদের তৈরি গহনা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করব। পাশাপাশি জুয়েলারি শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনব। একই সঙ্গে আমাদের দেশে হারিয়ে যাওয়া হাজার হাজার স্বর্ণশিল্পীকে আবার নতুন করে কর্মমুখী করে তুলব।

এ লক্ষ্যে বাজুস প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীর জুয়েলারি শিল্পে নতুন বিপ্লব ঘটিয়েছেন এবং এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করেছেন। দেশের জুয়েলারি শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে পরিচিতির লক্ষ্যে বাজুস প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে সবাই একতাবদ্ধ।

বাজুসের কার্যক্রম জেলা পর্যায় থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাজুসের সাংগঠনিক কার্যক্রমে জেলা শাখাকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের আট বিভাগসহ ২০টি জেলা সফর করেছি। বাজুসের সেবার পরিধি বৃদ্ধি, স্বর্ণালংকারের মানোন্নয়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা/থানা সদস্যদের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়েছি। যার ফলে আজ প্রায় ৪০ হাজার সদস্য বাজুসের পতাকাতলে এসেছেন।

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং দেশের সব জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সবার সহযোগিতায় আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

সোনার বাজারে শৃঙ্খলা চাই

এনামুল হক খান দোলন
সাবেক সভাপতি, বাজুস
চেয়ারম্যান,
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্ট

সারা দেশের প্রায় ৪০ হাজার জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস। দেশের জুয়েলারি শিল্পের চলমান সংকট ও সমস্যা, দেশি-বিদেশি চোরাকারবারি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য, অর্থ পাচার ও চোরাচালান বন্ধে কাস্টমসসহ আইন প্রয়োগকারী সব সংস্থার জোরালো অভিযানের দাবিতে আমাদের ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য সংগঠন বাজুস প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বাধীন বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে; যা এ শিল্পের জন্য গর্ব। আবার কিছু চলমান সংকট আমাদের ব্যবসার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সোচ্চার ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা ও চোরাচালান সংকট :
সাম্প্রতিক সময়ে অব্যাহতভাবে মার্কিন ডলারের মাত্রাতিরিক্ত দাম, সংকটসহ অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার ঊর্ধ্বমুখী দাম এবং বেপরোয়া চোরাচালানের ফলে বহুমুখী সংকটে পড়েছে দেশের জুয়েলারি শিল্প। দেশে মার্কিন ডলারের দাম ১১৮ টাকা পর্যন্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই সোনার বাজারে অস্থিরতা ছড়িয়ে দিয়েছে চোরাকারবারিদের দেশি-বিদেশি সিন্ডিকেট। কৃত্রিম সংকট তৈরি করে প্রতিনিয়ত স্থানীয় পোদ্দার বা বুলিয়ন বাজারে সোনার দাম বাড়ানো হচ্ছে। পোদ্দারদের সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে সোনার পাইকারি বাজার। পোদ্দারদের সঙ্গে চোরাকারবারিদের সিন্ডিকেটের গভীর সম্পর্ক। মূলত এ চোরাকারবারিদের একাধিক সিন্ডিকেট বিদেশে সোনা পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে মনে করা হয়। দেশে চলমান ডলার সংকট ও অর্থ পাচারের সঙ্গে সোনা চোরাচালানের সিন্ডিকেটসমূহের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেন অনেকে। এমন পরিস্থিতিতে সোনার বাজারে অস্থিরতার নেপথ্যে জড়িত চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে কাস্টমসসহ দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের জোরালো অভিযান ও শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সোনার বাজারে শৃঙ্খলা আনতে কঠোর অভিযানের বিকল্প নেই।

সারা দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও ব্যবসায়িক সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কোনো দুষ্কৃতকারী, চোরাকারবারি যাতে দেশবিরোধী ও অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে সে লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে আসছে। অনেক চোরাকারবারিকে আইনের মুখোমুখি করা হয়েছে। এতে সরকারের রাজস্ব বাড়ছে। অবৈধ উপায়ে কোনো চোরাকারবারি যেন সোনা বা অলংকার দেশে আনতে এবং বিদেশে পাচার করতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সরকারের সব সংস্থাকে প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করছি।

সোনা চোরাচালানে পাচার ৭৩ হাজার কোটি টাকা :
বাজুসের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী প্রবাসী শ্রমিকদের রক্ত-ঘামে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার করে প্রতিদিন সারা

দেশের জল, স্থল ও আকাশ পথে কমপক্ষে প্রায় ২০০ কোটি টাকার অবৈধ সোনার অলংকার ও বার চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসছে। যা ৩৬৫ দিন বা এক বছর শেষে দাঁড়ায় প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা। দেশে চলমান ডলার সংকটে এ ৭৩ হাজার কোটি টাকা পাচার ও চোরাচালান বন্ধে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে বাজুসের প্রস্তাব হলো– সোনা চোরাকারবারিদের চিহ্নিত করতে বাজুসকে সম্পৃক্ত করে পৃথকভাবে সরকারি মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। পাশাপাশি চোরাকারবারিদের দমনে প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে আরও কঠোর আইন করতে হবে। এ ছাড়া ব্যাগেজ রুলের আওতায় সোনার বার ও অলংকার আনার সুবিধা অপব্যবহারের কারণে ডলার সংকট ও চোরাচালানে কী প্রভাব পড়ছে, তা জানতে বাজুসকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআরকে সমীক্ষা পরিচালনার প্রস্তাব করছি।

চোরাচালানে জব্দ সোনার ২৫ শতাংশ পুরস্কারের প্রস্তাব :

আমাদের ধারণা, দেশে অবৈধভাবে আসা সোনার সিকিভাগও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের নজরে আসছে না। ফলে নিরাপদে দেশে আসছে চোরাচালানের বিপুল পরিমাণ সোনার চালান। আবার একইভাবে পাচার হচ্ছে। বাংলাদেশ যে সোনা চোরাচালানের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এটা কথার কথা নয়, প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ পরিস্থিতি উত্তরণে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নিয়মিত কড়া নজরদারি প্রয়োজন। পাশাপাশি বাজুসকে সম্পৃক্ত করে আইন প্রয়োগকারী সব দপ্তরের সমন্বয়ে সোনা চোরাচালানবিরোধী সেল গঠন করতে হবে।

এ ছাড়া চোরাচালান প্রতিরোধ করতে গিয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সদস্যদের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া সোনার মোট পরিমাণের ২৫ শতাংশ সংস্থাসমূহের সদস্যদের পুরস্কার হিসেবে প্রদানের অনুরোধ করছি। মূলত চোরাচালান প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সদস্যদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাজুসের এ প্রস্তাব। বাজুসের এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে সোনা চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম আরও বেগবান হবে। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় কমবে।

জুয়েলারি শিল্পের চলমান সংকট মোকাবিলায় করণীয় :

গহনার মান উন্নয়নে হলমার্ক নীতিমালা ও ডায়মন্ড নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছে বাজুস। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্ট। আমরা বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্টের পক্ষ থেকে সোনা ও ডায়মন্ডের অবৈধ এবং অসাধু জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের মালিকদের উদ্দেশে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই–

হলমার্ক ছাড়া কোনো অলংকার বিক্রি করা যাবে না। যদি কোনো জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে হলমার্ককৃত অলংকার নিম্নমানের পাওয়া যায় তাহলে যে প্রতিষ্ঠান ওই অলংকার হলমার্ক করেছে সে প্রতিষ্ঠানকে অভিযুক্ত করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে অবহিত করবে বাজুস।

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশে স্বর্ণের চারটি মান রয়েছে যথাক্রমে ১৮, ২১, ২২ ও ২৪ (৯৯ দশমিক ৫)। এ মানের নিচে কোনো স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার বিক্রি করা যাবে না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তেজাবি (পাকা সোনা বা পিওর গোল্ড) স্বর্ণের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থায়ই ৯৯ দশমিক ৫-এর নিচে মান গ্রহণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে সব হলমার্কিং কোম্পানিকে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী স্বর্ণ পরীক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সোনালি ভবিষ্যৎ মেড ইন বাংলাদেশ

দিলীপ কুমার আগরওয়ালা
সাধারণ সম্পাদক, বাজুস

প্রাচীনকাল থেকেই স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মানুষের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ এবং আভিজাত্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্য হওয়ায় স্বর্ণালংকার ব্যবহারের পাশাপাশি উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এমনকি নিম্ন আয়ের মানুষ আপৎকালীন সঞ্চয় হিসেবে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার কিনে ও মজুদ করে থাকে। এ ছাড়া উদ্বৃত্ত অর্থ, স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার কেনার মাধ্যমে সঞ্চিত রাখার প্রবণতাও মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য কারণে বিদেশ ভ্রমণে গেলেও স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার কেনার ক্ষেত্রে মানুষের বেশ আগ্রহ রয়েছে। বংশানুক্রমিকভাবে স্বর্ণের মালিক/অধিকারী হওয়ার সংস্কৃতিও প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় স্বর্ণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্ব প্রায় একই।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশি স্বর্ণশিল্পের প্রসার ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছিল, তবে এটি বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ১৯৮৪ সালের ১২ মে বৃহস্পতিবার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা, দেশি স্বর্ণশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা। এ লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় বাজুসের জেলা কমিটি রয়েছে, যাদের প্রতিনিধিত্ব করে কেন্দ্রীয় কমিটি। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৪০ হাজার জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ জড়িত।

স্বর্ণের মানোন্নয়ন :

বাংলাদেশে তৈরি অলংকার বিশেষ করে স্বর্ণালংকারের মানোন্নয়নে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ২০০৭ সালের ৭ মার্চ এ দেশে সর্বত্র ক্যাডমিয়াম অর্থাৎ স্বর্ণালংকারের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে কঠোরভাবে ক্যারেটিং ও হলমার্ক পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। এতে বাংলাদেশে তৈরি জুয়েলারির মান বিশ্বমানে উন্নীত হয়, নিশ্চিত হয় গ্রাহকসেবা, বন্ধ হয় প্রতারণা। একটি দেশের সামগ্রিক স্বর্ণের মানোন্নয়নে একটি বাণিজ্য সংগঠনের এ ধরনের ভূমিকা পৃথিবীতে বিরল।

পূর্ণাঙ্গ স্বর্ণ নীতিমালা :

যে স্থাপনার ভিত্তি যত মজবুত সে স্থাপনার স্থায়িত্ব তত বেশি, তেমনি যে-কোনো শিল্পের বিকাশে যুগোপযোগী ও কার্যকর নীতিমালা ওই শিল্পের প্রাণ। একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অভাবে এত বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় শিল্প যখন পদে পদে হয়রানির শিকার হচ্ছিল তখনই বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের ফলে সূচিত হয়েছিল 'স্বর্ণ নীতিমালা'।

মূলত বাজুসের জোর দাবি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও নির্দেশনায় স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশের ৩০ লাখ মানুষের প্রাণের দাবি স্বর্ণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুমোদিত

হয়েছিল, রক্ষা পেয়েছিল এ দেশের সুপ্রাচীন জুয়েলারি শিল্প। সৃষ্টি হয়েছে কর্মসংস্থান ও ঐতিহ্যের এক অবারিত সুযোগ। এ ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা যায় তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব তোফায়েল আহমেদ ও তাঁর উত্তরসূরি বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশিকে।

স্বর্ণকর মেলা :

বাংলাদেশের ইতিহাসে 'স্বর্ণকর মেলা, ২০১৯' আরও একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলাদেশে এটাই প্রথম নজির যেখানে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর যৌথ উদ্যোগে নামমাত্র হারে কর নির্ধারণ করে স্বর্ণের ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) ১ হাজার টাকা এবং ডায়মন্ডের (হীরা) ক্যারেটপ্রতি ৬ হাজার টাকা অপ্রদর্শিত স্টক ঘোষণা করার সুযোগ দিয়েছিল। এর ফলে জাতীয় কোষাগারে জমা হয়েছিল প্রায় ৩০০ কোটি টাকা এবং ১৮ হাজার জুয়েলারি ব্যবসায়ী মুক্তি পেয়েছিলেন দীর্ঘদিনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে। এ কাজে বাজুসের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রয়াত জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ হোসেন ভূইয়া। বিনম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁদেরসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি।

গোল্ড ডিলারশিপ :

স্বর্ণ নীতিমালারই ফল গোল্ড ডিলারশিপ লাইসেন্স। এর ফলে এ দেশের সাধারণ জুয়েলার্সদের জুয়েলারি তৈরির কাঁচামাল গোল্ড আমদানির বৈধ ও বাণিজ্যিক দুয়ার উন্মোচিত হয়। দেশে এখন পর্যন্ত ২০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি অনুমোদিত ডিলার। যদিও আমদানি শুল্ক জটিলতার কারণে এ প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক সেবা দিতে পারছে না। তবে আশা করি অদূর ভবিষ্যতে এ জটিলতা কেটে যাবে।

গোল্ড রিফাইনারি :

গোল্ড রিফাইনারি স্থাপনের অনুমোদন বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের ইতিহাসে এক অনন্য মাইলফলক। ২৮ অক্টোবর, ২০২১-এ বাংলাদেশ সরকার স্বর্ণ নীতিমালা, ২০১৮ সংশোধন করে এ দেশে গোল্ড রিফাইনারি স্থাপন ও পরিচালনার অনুসরণীয় পদ্ধতি (ঝঙচ) অনুমোদন দেয়। মূলত গোল্ড রিফাইনারি স্থাপনের ফলে এ দেশে স্বর্ণশিল্প পূর্ণতা পায়। পৃথিবীতে হাতে গোনা কয়েকটি দেশে গোল্ড রিফাইনারি রয়েছে। ফলে এ দেশের স্বর্ণশিল্প এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। গোল্ড রিফাইনারি স্থাপনের ফলে এ দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের স্বর্ণশিল্পীদের হাতে গহনা তৈরির কাঁচামাল অতি সহজে পৌঁছে যাবে। অবসান হবে দাপ্তরিক জটিলতার, সাশ্রয় হবে বৈদেশিক মুদ্রা। উন্মোচিত হবে রপ্তানির আরও একটি সম্মানজনক দুয়ার। আর এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞ নিজ কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারির দিকপাল ও বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরকে।

যদিও স্বর্ণ আমদানিতে দীর্ঘসূত্রতা, অস্থির বিশ্ববাজার, অসম ভ্যাট ব্যবস্থাপনা, স্বর্ণশিল্প উদ্যোক্তাদের ঋণের অপ্রতুলতা ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বর্ণশিল্পের চর্চার অভাব রয়েছে; তবু বর্তমান তারুণ্যের তেজোদীপ্ত ও প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে ব্যবসাবান্ধব প্রধানমন্ত্রীর মমতার আঁচলে এসব যৎসামান্য প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বিশ্ব জুয়েলারি সেক্টরে সমুন্নত হবে বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্প তথা আমাদের প্রাণের বাজুস।

স্বপ্ন দেখি কোনো এক বাসন্তী বিকালে সিসিলি উপত্যকার কোনো এক ঘরে সন্তান তার পিতার আঙুলে পরম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় পরিয়ে দিচ্ছে একটি আংটি; যাতে লেখা– MADE IN BANGLADESH.

জুয়েলারি শিল্প এগিয়ে নিতে চাই কর প্রণোদনা

মো. আনোয়ার হোসেন
চেয়ারম্যান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন

স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার যে শুধু মূল্যবান ধাতু তা নয়, স্বর্ণালংকার আমাদের আনন্দ, উৎসব ও সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; যা সুদীর্ঘকাল থেকেই নারীর সৌন্দর্যবর্ধনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। স্বর্ণালংকার ব্যবহার ও সংরক্ষণ আজ আমাদের জীবনযাপনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, পারিবারিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদায় একটি সুনির্দিষ্ট অংশ। ধনিক শ্রেণি থেকে একটি কৃষক পরিবার পর্যন্ত শ্রেণিবিশেষে স্বর্ণালংকারের প্রয়োজনীয়তা সবার কাছেই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশের স্বর্ণালংকার প্রস্তুত ও বিপণন প্রক্রিয়ার যে আয়োজন তা শুধু স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের বিগত ৫০ বছরের বিস্তার নয়, বরং স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময় থেকেই এ শিল্প পূর্বপ্রজন্মের হাত ধরে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে আজকের পর্যায়ে এসেছে। আজ আমরা বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের নেতৃত্বে এ শিল্পের সঠিক শিল্পায়নের জন্য কাজ করছি। কাজ করছি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্বর্ণালংকার প্রস্তুতের, কারিগরদের জীবনমান ও কারখানার পরিবেশ উন্নয়নের, আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারের সঠিক সমন্বয় ও বিস্তৃতির এবং আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণালংকার রপ্তানির জন্য।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে আজ আমরা আমাদের স্বর্ণশিল্পকে উন্নত, আধুনিক ও বৃহৎ পরিসরে উন্নীত করার প্রয়াসে সচেষ্ট। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট গঠন করেছেন বিভিন্ন বিষয়সংক্রান্ত কয়েকটি স্ট্যান্ডিং কমিটি; যার একটি ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন-সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি। যে কমিটির উদ্দেশ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভ্যাট ও অন্যান্য কর সুবিধা বাড়ানো। আজ দেশি বাজারে আমাদের ব্যবসায়িক বিস্তৃতির মূল অন্তরায় ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে আরোপিত ৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট। এই স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের পর থেকেই আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি, সরকারের কাছে আবেদন করেছি মূল্য সংযোজন কর ৫ শতাংশ থেকে ২ শতাংশ করার জন্য।

আমরা আমাদের অব্যাহত বিভিন্ন প্রচেষ্টায় আশাবাদী হয়েছি এবং সরকারকে আশ্বস্তও করেছি, আমরা জুয়েলারি সেক্টরের পরিধি বাড়িয়ে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হব। আমরা খুব আশাবাদী হয়েছিলাম জাতীয় বাজেটে জুয়েলারির ওপর ভ্যাট ও অন্যান্য কর সহনীয় পর্যায়ে আসবে; কিন্তু বৈশ্বিক বিরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। আমাদের অনেক জোর আবেদনের পরও সরকার অন্যান্য সেক্টরের মতো জুয়েলারি সেক্টরে ভ্যাট কমায়নি। তবু আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা সচেষ্ট রয়েছি, ভ্যাট কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার।

আমরা স্বপ্ন দেখি একটি সুদৃঢ় আগামীর। স্বপ্ন দেখি আমাদের স্বর্ণশিল্পের সঠিক শিল্পায়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থান। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার প্রতিবন্ধকতা অনেক। এ ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে নিয়ে

যেতে হলে প্রথমেই নজর দিতে হবে আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের কারখানাগুলোর দিকে। শ্রমঘন এ কারখানাগুলোর পরিবেশের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং হস্তনির্মিত গহনার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে গহনা নির্মাণে কারিগরদের উদ্বুদ্ধ করা ও প্রশিক্ষিত করা। যাতে আমাদের হস্তনির্মিত ও মেশিনে তৈরি উভয় প্রকার গহনা আন্তর্জাতিক বাজারে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সমাদৃত হয়। আর এজন্য আমাদের প্রয়োজন সরকারি প্রণোদনা ও নীতিসহায়তা; যাতে আমাদের কারখানাগুলো পেতে পারে স্বল্পসুদে সহজ ব্যাংক লোন এবং করমুক্ত সুবিধায় আমদানি করতে পারে অত্যাধুনিক মেশিনপত্র।

স্বর্ণ খাত বাংলাদেশের একটি বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় খাত। আমরা বিশ্বাস করি সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় ও আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্প এগিয়ে যাবে বহুদূর।

নারী যখন কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়...

ব্যারিস্টার সুমাইয়া আজিজ
প্যানেল ল ইয়ার, বাজুস

অলংকার শব্দটির অর্থ ভূষণ বা গয়না। সংস্কৃত শব্দ অলম থেকে অলংকার শব্দটির আবির্ভাব হয়েছে বলে মনে করা হয়। অমরসিংহ রচিত সংস্কৃত অভিধানে 'অলম' শব্দটি পর্যাপ্ত শক্তি, বরণ-বাচকের সঙ্গে ভূষণ অর্থ বহন করে। প্রাচীন যুগের জনৈক ঋষি বলেন, 'নারী যখন কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়, তখন তাকে অলংকার দেওয়া হলো এবং সে বলল– অলম, যার অর্থ আর নয়। অর্থাৎ একমাত্র অলংকারই তাকে সম্পূর্ণ করতে পারে, তার সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দিতে পারে। প্রাচীনতার এ ধারাবাহিকতায় আজ পর্যন্ত অলংকার মানুষের সাজসজ্জায় সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের সম্মিলন ঘটিয়ে চলেছে।

অলংকার ব্যবহারের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। ধারণা করা হয়, ১ লাখ ১৫ হাজার ৯৩ বছর আগে ইউরোপীয়রা হাড়, কাঠ, সামুদ্রিক ঝিনুক, শামুক, পাথর ব্যবহার করে অলংকার তৈরি করতেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৬ হাজার ৫০০ বছর আগের মাদুলি আকৃতির একটি অলংকার পাওয়া গেছে পাকিস্তানের মেহেরগড়ে প্রাক-মৃৎশিল্পের স্তর থেকে। সবচেয়ে পুরনো স্বর্ণের তৈরি অলংকারটি পাওয়া যায় পাকিস্তানের আলিপুরে, খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার ৫০০ সালের। সিন্ধু উপত্যকায় বিশেষ করে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় স্বর্ণালংকারের বহু ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ২৯৬ সালে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুণ্ড্র (বগুড়া) ও ত্রিপুরায় (কুমিল্লা) রুপা ব্যবহারের কথা জানা যায়।

বাংলাদেশে গুপ্ত শাসনামলে (আনুমানিক ৩২০ থেকে ৫৫০ খ্রিস্টপূর্ব) স্বর্ণালংকারের প্রচলন ছিল। সে সময় নারী-পুরুষরা শরীরের ওপরের অংশে কোনো পোশাক পরতেন না। ধনীরা নানারকম অলংকার দিয়ে শরীর ঢেকে রাখতেন। ১৫১৪ সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন পর্তুগিজ পর্যটক দুর্তে বারাবো। তিনি বাংলায় সোনা-রুপার ব্যবসার কথা বলেছেন। মালাক্কার তুলনায় বাংলাদেশে সোনার দাম ছয় ভাগের এক ভাগ বেশি হওয়ায় এবং বাংলা থেকে মালাক্কায় রুপা নিয়ে গেলে তার দাম চার ভাগের এক ভাগ হওয়ায় এখানকার ব্যবসায়ীরা সোনা-রুপার ব্যবসায় বেশি আগ্রহী হতেন।

আমাদের দেশে অলংকারের বহুল প্রচলন রয়েছে। অলংকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৪০ হাজার জুয়েলারি ব্যবসায়ী রয়েছেন। বাজুস স্বর্ণ ব্যবসার মানোন্নয়ন ও তার আন্তর্জাতিকীকরণে ব্যাপক তৎপর রয়েছে।

আমাদের দেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতের কাজের সুনাম বিশ্বজুড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে হাতে তৈরি সোনার গহনার কদর বাড়ছে দিন দিন। এশিয়ার বহু দেশ সোনার গহনা ব্যবসায় নিযুক্ত। ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি গহনার বিপুল চাহিদা রয়েছে। হস্তজাত সোনার গহনার প্রায় ৭০ শতাংশ বাংলাদেশ ও ভারতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই বাস্তবতা যে, সোনার অলংকার বিদেশে রপ্তানিতে বাংলাদেশ পিছিয়ে। ভারত

বিদেশে সোনার অলংকার রপ্তানির মাধ্যমে বেশ ভালো পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে থাকে। বাংলাদেশ এখনো হস্তজাত স্বর্ণের সম্ভাবনা আশানুরূপ কাজে লাগাতে পারেনি। এ সম্ভাবনা কাজে লাগালে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

সাধারণত বহির্বিশ্ব থেকে আসা স্বর্ণ দিয়ে অলংকার তৈরি করা হয়। অদূর ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে স্বর্ণের বার না এনে আমাদের দেশেই গোল্ড রিফাইনারি স্থাপনের মাধ্যমে স্বর্ণের বার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে উৎপাদিত স্বর্ণের বারে 'মেড ইন বাংলাদেশ' খোদাই করা থাকবে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে এ দেশের সোনার ব্র্যান্ডকে সুপরিচিত করতে ভূমিকা রাখবে। এ বৃহত্তর বিনিয়োগটির মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম গোল্ড রিফাইনারি স্থাপন করতে যাচ্ছে বসুন্ধরা গ্রুপ। এতে স্বর্ণ ব্যবসা ও স্বর্ণ প্রস্তুত কারখানার বিকাশ ঘটবে সন্দেহাতীতভাবে। অপরিশোধিত স্বর্ণ/আকরিক/আংটি পরিশোধিত স্বর্ণ নিজস্ব প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পরিশোধন করার ফলে শিল্পায়নের এক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ। রিফাইনারি দেশের তালিকায় যুক্ত হবে বাংলাদেশের নাম। যা একই সঙ্গে দেশের সুনাম, মর্যাদা ও অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। দেশের অনেক স্বর্ণ ব্যবসায়ী জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

আগে আমাদের দেশে স্বর্ণ ব্যবসার নীতিমালা ছিল না। ২০১৮ সালে সরকার স্বর্ণ ব্যবসার সম্ভাবনার গুরুত্ব মাথায় রেখে স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy) প্রণয়ন কওে, যা ২০২১ সালে সংশোধিত হয়ে 'স্বর্ণ নীতিমালা (সংশোধিত), ২০২১' নামে অভিহিত হয়েছে। এ নীতিমালার ফলে স্বর্ণশিল্প বিকাশের পথ অনেকটা সুগম হয়েছে। নীতিমালা অনুসারে, নিবন্ধিত বৈধ স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা স্বর্ণালংকার রপ্তানিকারক সনদ নিতে পারবেন। বৈধভাবে স্বর্ণালংকার রপ্তানিতে উৎসাহিত করতে রপ্তানিকারককে স্বর্ণালংকার তৈরির কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতসহ বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনামূলক বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে।

স্বর্ণ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অনেক দেশেই গোল্ড এক্সচেঞ্জ পলিসি আছে, আছে গোল্ড ব্যাংক। আমাদের দেশেও গোল্ড এক্সচেঞ্জ ও গোল্ড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। দেশে প্রথম গোল্ড রিফাইনারি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে গোল্ড এক্সচেঞ্জ পলিসি ও গোল্ড ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠবে।

জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার স্বর্ণ ব্যবসার সম্ভাবনার গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে যেমন স্বর্ণ নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করেছে তেমনি আর একটি বিষয় সরকারকে বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে। তা হলো, জুয়েলারি শিল্পে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অর্থাৎ মূল্য সংযোজন কর অন্যান্য শিল্পের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। এটা না কমালে এ শিল্পের সম্ভাবনা বাধাগ্রস্ত হবে নিঃসন্দেহে। বর্তমান সরকার দেশে বিভিন্ন বাণিজ্য সম্ভাবনার আন্তর্জাতিকীকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। আশা করি স্বর্ণ ব্যবসায় ভ্যাটের উচ্চহার প্রশমনেও সুবিবেচনাপ্রসূত আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ নিতে সচেষ্ট হবে; যা দেশের স্বর্ণ ব্যবসার সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করবে এবং দেশের স্বর্ণের বাজার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূত্র :
ড. আবদুস সাত্তার, অলংকার, ২০০৬
'বাণিজ্যে বাঙ্গালী : সেকাল ও একাল', সুভাষ সমাজদার

বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পের ইতিহাস

এম এস সিদ্দিকী
লিগ্যাল ইকোনমিস্ট

বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ যা ঐতিহ্যগতভাবে উৎকৃষ্টমানের স্বর্ণের অলংকার ও গহনা উৎপাদনকারী হিসেবে পরিচিত। এ শিল্পের কারিগরদের সর্বোত্তম মানের সোনার অলংকার ও গহনা প্রস্তুতকারী হিসেবে দীর্ঘ খ্যাতি রয়েছে। যদিও এটি দেশের প্রাচীনতম শিল্পগুলোর একটি, তবে ব্যবসায়িক, আর্থিক সহায়তা এবং স্থানীয় বাজারে স্বর্ণের অনুপলব্ধতার সঙ্গে জড়িত কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে এটি তার কাঙ্ক্ষিত সম্ভাবনায় বিকশিত হয়নি। ফলে প্রযুক্ত, উৎপাদন প্রক্রিয়া, গহনা পণ্যের নকশা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এ শিল্পের বিকাশ ঘটেনি।

বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো সোনার সরবরাহ, যা সরকার নীতি প্রণয়ন না করা এবং স্বর্ণ নীতিমালা ২০১৮ জারি না করা পর্যন্ত স্বর্ণের সরবরাহ নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে এ শিল্পটি ব্যাগেজ নীতির অধীনে মধ্যপ্রাচ্যের যাত্রীদের কাছ থেকে সোনার সরবরাহ এবং পেশাদার চোরাকারবারিদের দ্বারা চোরাচালানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত কোনো সোনা আমদানি করেনি। স্বাধীনতার আগে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান সোনা আমদানির জন্য একটি কোটা নির্ধারণ করেছিল; কিন্তু পরে তা বাতিল করা হয়েছিল। তবে স্বাধীনতার পর থেকে শিল্পটি চালু ছিল। অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রধান রুট হিসেবে দেশটি আবির্ভূত হওয়ায় বাংলাদেশে সোনা চোরাচালান রেকর্ড উচ্চতায় রয়েছে।

ইতিহাসের দিকে ফেরে তাকালে দেখা যায়, ১৯৮৬ সালে মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স সোসাইটির (MIDAS) উদ্যোগে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। তার প্রকল্পের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য, বর্তমান অবস্থা নির্ধারণের জন্য এই 'গোল্ড জুয়েলারি' রপ্তানির সম্ভাব্যতা। তারা দেখেছেন যে, স্থানীয় বাজারে সোনার গহনার বৃদ্ধি ও বিকাশের তেমন সম্ভাবনা নেই।

যা হোক, এ সেক্টরে রপ্তানি চ্যানেল খোলার ফলে একটি বৃহত্তর লাভজনক বাজার তৈরির ফলে শিল্পের বৃদ্ধি হতে পারে। স্বর্ণালংকার রপ্তানি বাণিজ্য শুধু দেশের জন্য মূল্যবান বা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে না বরং এ সেক্টরে ইতোমধ্যে নিযুক্ত ২-৩ লাখ কারিগরের চাকরির নিরাপত্তা প্রদান করবে।

১৯৮১ সালের এপ্রিলে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তা এবং স্থানীয় স্বর্ণালংকার ব্যবসার প্রতিনিধিদের একটি দলের সমন্বয়ে দুবাই ও আবুধাবিতে রপ্তানি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দলটি তাদের পরিদর্শনের সময় অনুভব করেছিল যে, মেলায় বাংলাদেশের যে ধরনের গহনা সংশ্লিষ্ট দেশে প্রদর্শিত হয়েছে তার চাহিদা রয়েছে এবং সে বাজারে সোনার গহনা রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের মতো 'গহনা রপ্তানি স্কিম' নামে বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণের গহনা রপ্তানির

জন্য নির্দেশিকা এবং পদ্ধতির রূপরেখা প্রণয়ন করে। ১৯৮৪-৮৫-এর রপ্তানি নীতি গহনাকে উন্নয়নের জন্য একটি নতুন পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, সরকার কর্তৃক স্বর্ণ নীতিমালা, ২০১৮ জারি না হওয়া পর্যন্ত এ প্রচেষ্টাগুলো সেক্টরের উন্নয়ন করতে পারেনি। বাংলাদেশ সরকার সোনার বার ও ফিনিশড জুয়েলারি আকারে ফিনিশড সোনা আমদানির জন্য স্বর্ণ নীতিমালা, ২০১৮ জারি করে কিন্তু সোনার আকরিক আমদানির জন্য নয়। পরে ২০২১ সালে নীতিটি সংশোধন করে এবং অপরিশোধিত ও আংশিকভাবে পরিশোধিত সোনা এবং সোনার আকরিক আমদানির অনুমতি দেয়।

২০১৯ সালে সোনার গহনার বিশ্ববাজার ছিল US$ ২২৯.৩ বিলিয়নের সমান এবং ২০২৫ সালে এটি US$ ২৯১.৭ বিলিয়নে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ হবে, 'মেড ইন বাংলাদেশ' সোনার বার ও অলংকার বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পাবে কারণ বসুন্ধরার প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গহনাশিল্প প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি-সক্ষমতা অর্জন করতে প্রস্তুত।

উচ্চাভিলাষী বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রায় ৮ ২৩০ বিলিয়ন মূল্যের বৈশ্বিক সোনার গহনার বাজার পূরণের লক্ষ্যে স্বর্ণ পরিশোধনের বাণিজ্য গ্রহণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যা গবেষণা অনুসারে গহনাশিল্প ২০২৫ সালের মধ্যে ৳৪৮০.৫ বিলিয়নে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করছে। স্থানীয় ব্যবহারের জন্য এবং ফিনিশ সোনা ও গহনা রপ্তানির জন্য ফিনিশ সোনার স্থানীয় চাহিদা পূরণ করবে। এ শিল্প বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে এবং আর একটি 'মেড ইন বাংলাদেশ' পণ্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবে।

জুয়েলারি শিল্প কোন পথে

মো. এনামুল হক সোহেল
সভাপতি, বাজুস, রংপুর জেলা শাখা

বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প হলো স্বর্ণালংকার বা গহনাশিল্প। হাজার বছর ধরে বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হচ্ছে স্বর্ণের গহনা। এজন্য বাংলাদেশের শহরে-বন্দরে, হাটে-বাজারে এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও স্বর্ণের গহনা তৈরির ব্যবসায় বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের বিস্তীর্ণ জনপদের মানুষ মূলত বিয়ে উপলক্ষে স্বর্ণালংকার উপহার দেয়। যেমন বিয়ের কথা পাকাপাকি হলে আংটি পরানো হয়। এর মানে হলো সম্বন্ধ চূড়ান্ত, বাকি শুধু আনুষ্ঠানিকতা। আমাদের গ্রামে বা শহরে বিয়ে অনুষ্ঠানে নানান ধরনের স্বর্ণের গহনা ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। যেমন টিকলি, নাকফুল, নোলক, কানের দুল, ঝুমকা, টপ, গলার হার, চেন, হাতের চুরি, বালা, কোমরের বিচা, পায়ের নূপুর ইত্যাদি। তবে এলাকাভেদে আরও নানান পদের গহনার প্রচলন আছে। এগুলো সোনা ও রুপা উভয় ধাতু দিয়েই তৈরি হয়।

আমরা রাজা-বাদশাহদের সোনার মুকুট, সোনার ব্রেসলেট, সোনার তরবারি ব্যবহার করার কথা জানি। মূলত স্বর্ণের ব্যবহারকারীকে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। রাজা-জমিদার ছাড়াও ধনাঢ্য পরিবারগুলোর গর্ববোধের মাপকাঠি নির্ণীত হয় তাদের স্বর্ণালংকার মজুদের পরিমাণ দিয়ে। একসময় চোর-ডাকাতের নিশানা ছিল স্বর্ণালংকার লুটতরাজ করা। এমনকি ব্রিটিশ বেনিয়ারাও এ অঞ্চল থেকে লুট করে নিয়ে গেছে স্বর্ণখচিত মহামূল্যবান মণি, মুক্তা, পাথর।

আমাদের বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতিযোগিতা আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ গোল্ডকাপ, ক্রেস্ট, পদক ইত্যাদি। এটার ধারাবাহিকতা এখনো বহাল রয়েছে। তথাপি তৃণমূলের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে অলিম্পিকের আন্তর্জাতিক আয়োজন পর্যন্ত এখনো স্বর্ণপদক, রৌপ্যপদক ও ব্রোঞ্জপদকের প্রচলন বহাল আছে।

কালক্রমে স্বর্ণের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় হারিয়ে যেতে বসেছে ঐতিহ্যবাহী শিল্প স্বর্ণালংকার। হারিয়ে যাচ্ছেন বা পেশা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন স্বর্ণ কারিগররা। দেশি স্বর্ণের বাজারে মন্দার প্রধান কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্বর্ণের বাজারে অস্থিরতা ও দেশের বাজারে বিদেশি স্বর্ণালংকারের দৌরাত্ম্য। আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে সংগতি রাখতে গিয়ে এ ব্যবসায় ধস নেমেছে। টানা মন্দার কারণে অনেকেই স্বর্ণের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছেন। জরুরি ছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্বর্ণালংকার কিনছে না। এ কারণে এখন বাজার দখল করে নিয়েছে বিদেশি রেডিমেড অলংকার।

তবে আশার কথা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বর্ণশিল্পের দুর্দশা এবং এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী ঘোষণা প্রদান করেছেন যেমন স্বর্ণ নীতিমালা ও গেজেট পাস করা। বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের সুযোগ্য সভাপতি জনাব সায়েম সোবহান আনভীর স্বর্ণ আমদানি নিয়ে তেলেসমাতি নীতিমালার বেড়াজাল ভেঙে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় স্বর্ণশিল্পকে

উন্নয়নের নতুন মাত্রায় পৌঁছানোর পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন। শুরু হতে যাচ্ছে স্বর্ণশিল্পের নতুন দিগন্ত।

আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত গার্মেন্টস শিল্প, ওষুধ শিল্প, চামড়া শিল্প, পাটজাত শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প এবং কিছু কিছু অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির কথা জানি। এর পাশাপাশি অচিরেই যুক্ত হতে যাচ্ছে স্বর্ণালংকার ও স্বর্ণের বার রপ্তানি শিল্প। বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে এ শিল্পকে নতুনরূপে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছেন বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তথা জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীর। যিনি ইতোমধ্যে স্বর্ণ রিফাইনিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।

অচিরে স্বর্ণ কারিগরদের নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। আমরা জানি বাঙালি স্বর্ণ কারিগর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বর্ণশিল্পীর মর্যাদার দাবিদার। তাঁরা এখন ছড়িয়ে রয়েছেন বিশ্বের অনেক দেশে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এই বাঙালি স্বর্ণশিল্পীদের সুনিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তৈরি স্বর্ণালংকার রপ্তানির বাণিজ্য পোশাক শিল্পের সুখ্যাতিকেও ছাড়িয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন স্বর্ণশিল্পের স্বর্ণযুগ আবার ফিরে আসবে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে স্বর্ণালংকার রপ্তানি হবে বিশ্বের দেশে দেশে। আয়ও হবে বহুল কাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা। প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসবে স্বর্ণশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লাখ লাখ মালিক, শ্রমিক ও ভোক্তার মধ্যে।

নব উদ্যমে
নব জাগরণে

বাজুস

বাজুস নির্বাচন ২০২১-২৩

সায়েম সোবহান আনভীর

বাজুস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৮ নভেম্বর, ২০২১ ॥ দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বেসরকারি খাতে গোল্ড রিফাইনারি স্থাপনকারী এবং সর্ববৃহৎ শিল্পোদ্যোক্তা পরিবার বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারি লিমিটেড ও আরিশা জুয়েলার্স লিমিটেডের এই ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বপ্ন দেখছেন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় উৎপাদিত সোনার গহনা এবং বার অচিরেই বিশ্ববাজারে রপ্তানি হবে। দেশের খ্যাতনামা উদ্যমী শিল্পোদ্যোক্তা সায়েম সোবহান আনভীর তাঁর নেতৃত্বাধীন পুরো প্যানেলকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করায় সারা দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

২৮ নভেম্বর বিকালে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মার্কেটে বাজুসের ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২৩ মেয়াদের নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করেন নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রিহ্যাব সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিন কাজল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাজুস নির্বাচন বোর্ডের সদস্য এফবিসিসিআইর পরিচালক মো. ইকবাল হোসেন চৌধুরী জুয়েল এবং ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হোসেন এ শিকদার। তাঁদের স্বাক্ষরিত নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল বাজুসের নোটিস বোর্ডে প্রকাশ করা হয়। বাজুস নির্বাচনে আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এফবিসিসিআইর সহসভাপতি আমিন হেলালী। আপিল বোর্ডে দুই সদস্য ছিলেন এফবিসিসিআইর দুই পরিচালক ড. কাজী এরতেজা হাসান ও এম জি আর নাসির মজুমদার।

নির্বাচনের ফল ঘোষণাকালে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান আলমগীর শামসুল আলামিন কাজল বলেন, 'বাজুস অফিসের সবার সহযোগিতায় আমরা ২০২১-২৩ মেয়াদের নির্বাচন সম্পন্ন করতে পেরেছি। আশা করি নতুন কমিটি দেশের জুয়েলারি খাতে যেসব সমস্যা আছে তা সমাধান করতে পারবে এবং সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচিত এ কমিটি একটি জুয়েলারি নীতি প্রণয়ন করবে, যা হবে ব্যবসাবান্ধব; যা ব্যবসাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

তিনি আরও বলেন, 'যারা জুয়েলারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের এ কমিটি আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে পরিচিত করাতে পারবে এবং বাংলাদেশের পণ্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। এ প্রত্যাশায় আমাদের নতুন কমিটি হয়েছে। আমরা আনন্দিত আপনারা যাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করেছেন তিনি বাংলাদেশের প্রখ্যাত বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি। দেশের জুয়েলারি সেক্টরকে নতুনভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য তাঁরই দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়াস। জুয়েলারি খাতে যেসব সমস্যা আছে আপনাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সেসব সমস্যার সমাধান করবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি।'

বাজুসের বিদায়ি সভাপতি এনামুল হক খান দোলন বলেন, 'আজকে আমাদের অত্যন্ত আনন্দের দিন। আমরা জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি পেয়েছি, যার নেতৃত্বে আছেন দেশের শীর্ষ শিল্পোদ্যোক্তা পরিবার বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সায়েম সোবহান আনভীর। এ নতুন কমিটি আমাদের জুয়েলারি খাতকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।'

বাজুস নির্বাচন বোর্ড ঘোষিত চূড়ান্ত ফলের তথ্যানুযায়ী, সংগঠনটির ২০২১-২৩ মেয়াদে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীরের সঙ্গে নির্বাচিত সাতজন সহসভাপতি হলেন+ মেসার্স দি আপন জুয়েলার্সের কর্ণধার গুলজার আহমেদ, নিউ জেনারেল জুয়েলার্সের আনোয়ার হোসেন, অলংকার নিকেতন (প্রা.) লিমিটেডের এম এ হান্নান আজাদ, জড়োয়া হাউজ (প্রা.) লিমিটেডের বাদল চন্দ্র রায়, সিরাজ জুয়েলার্সের ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন, এল রহমান জুয়েলার্সের মো. আনিসুর রহমান দুলাল এবং দি আমিন জুয়েলার্সের কাজী নাজনীন ইসলাম নিপা।

বাজুসের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিতে টানা চতুর্থবারের মতো সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। এ কমিটিতে নির্বাচিত নয়জন সহসম্পাদক হলেন– গোল্ড ওয়ার্ল্ডের কর্ণধার মাসুদুর রহমান, ফেন্সী ডায়মন্ডের সমিত ঘোষ অপু, ভেনাস ডায়মন্ড কালেকশনের বিধান মালাকার, মেসার্স রিজভী জুয়েলার্সের মো. জয়নাল আবেদীন খোকন, নিউ সোনারতরী জুয়েলার্সের মো. লিটন হাওলাদার, মেসার্স বৈশাখী জুয়েলার্সের নারায়ণ চন্দ্র দে, মণিমালা জুয়েলার্সের মো. তাজুল ইসলাম লাভলু, গোল্ড কিং জুয়েলার্সের এনামুল হক ভুঞা লিটন ও পূরবী জুয়েলার্স (প্রা.) লিমিটেডের মুক্তা ঘোষ।

কমিটিতে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন মেসার্স কুন্দন জুয়েলারি হাউজ ও জায়া গোল্ডের কর্ণধার উত্তম বণিক। নবনির্বাচিত কমিটিতে ১৬ জন সদস্য হলেন– গ্রামীণ ডায়মন্ড হাউজের কর্ণধার ও বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়, শারমিন জুয়েলার্স ও ডায়মন্ড অ্যান্ড ডিভাসের কর্ণধার এবং বাজুসের বিদায়ি সভাপতি এনামুল হক খান দোলন, সুলতানা জুয়েলার্স (প্রা.) লিমিটেডের মোহাম্মদ বাবুল মিয়া, দি ডায়মন্ড সীর মো. ইমরান চৌধুরী, পি সি চন্দ্র জুয়েলার্সের পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, জুয়েলারি হাউজের মো. রিপনুল হাসান, রহমান জুয়েলার্সের আলহাজ মো. মজিবুর রহমান খান, মেসার্স লিলি জুয়েলার্সের বাবলু দত্ত, রজনীগন্ধা জুয়েলার্স লিমিটেডের মো. শহিদুল ইসলাম (এমডি), দি পার্ল ওয়েসিস জুয়েলার্সের জয়দেব সাহা, মেসার্স সাজনী জুয়েলার্সের ইকবাল উদ্দিন, শতরূপা জুয়েলার্সের কার্তিক কর্মকার, আফতাব জুয়েলার্সের উত্তম ঘোষ, শৈলী জুয়েলার্সের মো. ফেরদৌস আলম শাহীন, জারা গোল্ডের কাজী নাজনীন হোসেন জারা ও রয়েল মালাবার জুয়েলার্স (বিডি) লিমিটেডের মো. আসলাম খান।

বাজুস সভাপতির দায়িত্বে সায়েম সোবহান আনভীর

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ ॥ দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বেসরকারি খাতে গোল্ড রিফাইনারি স্থাপনকারী এবং সর্ববৃহৎ শিল্পোদ্যোক্তা পরিবার বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জুয়েলারি খাতের নেতারা। বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারি লিমিটেড ও আরিশা জুয়েলার্স লিমিটেডের এই ব্যবস্থাপনা

পরিচালক স্বপ্ন দেখছেন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় উৎপাদিত সোনার গহনা অচিরেই বিশ্ববাজারে রপ্তানি হবে। দেশের খ্যাতনামা উদ্যমী শিল্পোদ্যোক্তা সায়েম সোবহান আনভীর তাঁর নেতৃত্বাধীন পুরো প্যানেলকে চূড়ান্তভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করায় সারা দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

১৫ ডিসেম্বর বুধবার দুপুরে রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে বাজুস আয়োজিত দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সংগঠনটির নতুন ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২৩ মেয়াদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন-এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন। বাজুসের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বাধীন নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনটির বিদায়ি প্রেসিডেন্ট এনামুল হক খান দোলনের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাজুসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাজুস নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রিহ্যাব সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিন কাজল, নির্বাচন বোর্ডের সদস্য ও এফবিসিসিআই পরিচালক মো. ইকবাল হোসেন চৌধুরী জুয়েল এবং নির্বাচন বোর্ডের আরেক সদস্য ও ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হোসেন এ শিকদার।

জুয়েলারি শিল্পের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন ঐক্য

সায়েম সোবহান আনভীর
প্রেসিডেন্ট, বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২০ ডিসেম্বর, ২০২১ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেছেন, 'জুয়েলারি শিল্পের সমস্যা সমাধানে দেশের সব মালিকের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। দেশের সব জুয়েলারি ব্যবসায়ী বাজুসের সদস্য হলে এ খাতে শৃঙ্খলা আসবে।' পাশাপাশি বাজুসের তথ্যবহুল একটি পরিসংখ্যান ভান্ডার গড়ে তোলার ওপর তাগিদ দিয়েছেন এই ব্যবসায়ী নেতা।

২০ ডিসেম্বর সোমবার রাতে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বিতীয় সভায় এ অভিমত ব্যক্ত করেন সংগঠনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। এ সভায় বাজুসের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বসুন্ধরা সিটি দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ও বাজুসের সহসভাপতি এম এ হান্নান আজাদ।

ওই সভায় বাজুস প্রেসিডেন্ট বলেন, 'বাজুসকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের এ পথচলা। বাজুসের সেবার পরিধি ও কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১২টি স্থায়ী কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সব জেলায় বাজুসের আধুনিক ব্যবস্থাপনার অফিস স্থাপন প্রয়োজন।' এ ছাড়া সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে বাজুস সচিবালয় ঢেলে সাজানোর কথা জানিয়েছেন বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারি লিমিটেড ও আরিশা জুয়েলার্স লিমিটেডের এই ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

সভায় আরও বক্তব্য দেন বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সংগঠনটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডা. দিলীপ কুমার রায় ও এনামুল হক খান দোলন; বাজুস সহসভাপতি গুলজার আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, এম এ হান্নান আজাদ, বাদল চন্দ্র রায় ও ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন; সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান ও কোষাধ্যক্ষ উত্তম বণিক। এ ছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন বাজুস সহসম্পাদক সমিত ঘোষ অপু, বিধান মালাকার, মো. জয়নাল আবেদীন খোকন, মো. লিটন হাওলাদার, নারায়ণ চন্দ্র দে, মো. তাজুল ইসলাম লাভলু ও এনামুল হক ভুঞা লিটন।

নতুন আঙ্গিকে

বাজুস কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

জুয়েলারি খাতে গোল্ড ব্যাংক একটি আইকনিক চিন্তা

টিপু মুনশি, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রনালয়।

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৫ জানুয়ারি, ২০২২ ॥ বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, 'আমাদের দেশে একটা গোল্ড ব্যাংক দরকার। দারুণ একটা আইকনিক চিন্তা থেকে এটা এসেছে। এটা ঠিক যে, বাংলাদেশের যাঁরা স্বর্ণকার বা স্বর্ণশিল্পী তাঁদের হাতের কাজ অনেক সুন্দর। একসময় মসলিন যেমন বিখ্যাত ছিল। সেদিন সংসদে এটাও আলোচনা হয়েছে যে, বাংলাদেশে যাঁরা স্বর্ণের কাজ করেন তাঁদের হাত অনেক সুন্দও; যা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও খ্যাতি লাভ করা সম্ভব। এই একটা শিল্পে সত্যিকারের ভ্যালু অ্যাডেড অনেক বেশি। অল্প একটু স্বর্ণ গেলেই তো লাখ লাখ টাকা। ভ্যালু অ্যাডেড জিনিস আছে এটাতে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। অসংখ্য হাতের কাজ করা মানুষ রয়েছেন। যাঁরা শত শত বছর ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। আমাদের ভালো একটা স্কোপ রয়েছে।'

২৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার বেলা ৩টায় রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের লেভেল ১৯-এ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন দেশবরেণ্য শিল্পোদ্যোক্তা ও দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান। সভাপতিত্ব করেন বাজুস প্রেসিডেন্ট ও বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সায়েম সোবহান আনভীর। সঞ্চালনা করেন বাজুস সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি আরও বলেন, 'দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের হাতের কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সুনাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পৌঁছে যাবে। আমি বিশ্বাস করি আপনাদের যোগ্যতাপরম্পরা দিয়ে আমরা সফল হব। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। কাজের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আপনাদের মুখ উজ্জ্বল হোক। বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর একটা কথা বলেছেন– প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসতে। কিন্তু এ মুহূর্তে আমরা বসতে পারছি না। তবে কাগজপত্র আমরা যে-কোনোভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌছাতে পারি। তারপর যখন সময় হবে, সুদিন ফিরবে সবাই সবার সামনে বসতে পারব তখন আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসব। বললেই তিনি রাজি হয়ে যাবেন।'

জুয়েলারি শিল্প গার্মেন্টসকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে

আহমেদ আকবর সোবহান
চেয়ারম্যান, বসুন্ধরা গ্রুপ।

ওই অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান বলেন, 'বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির আমলে প্রথম গোল্ড রিফাইনারি অনুমোদন পেয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী সৃষ্টি। টিপু মুনশির মতো একজন ব্যবসায়ী বাণিজ্যমন্ত্রী না হলে কারও মাথায় আসত না যে দেশে একটি গোল্ড রিফাইনারি দরকার। আমি মনে করি দেশের ঘরে ঘরে রিফাইনারি হবে। বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পীরা পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। পুরো ভারতবর্ষে বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পীরা কাজ করেন। আমাদের জুয়েলারি শিল্প দিয়ে গার্মেন্টস শিল্পকে ছাড়িয়ে যেতে পারব।'

তিনি বলেন, 'আমরা যদি শুধু চীন ও ইউরোপেই এক্সপোর্ট করি আমাদের টাকা রাখার জায়গা থাকবে না। গার্মেন্টসের দাম কম, স্বর্ণের প্রচুর দাম। এর ভ্যালু অ্যাডিশন প্রচুর। কিছু কিছু স্বর্ণের ভ্যালু অ্যাডিশন ৩০, ৪০ ও ৫০ শতাংশ। যেখানে আমাদের গার্মেন্টসের ভ্যালু অ্যাডিশন ৫, ৭ ও ৮ শতাংশ।'

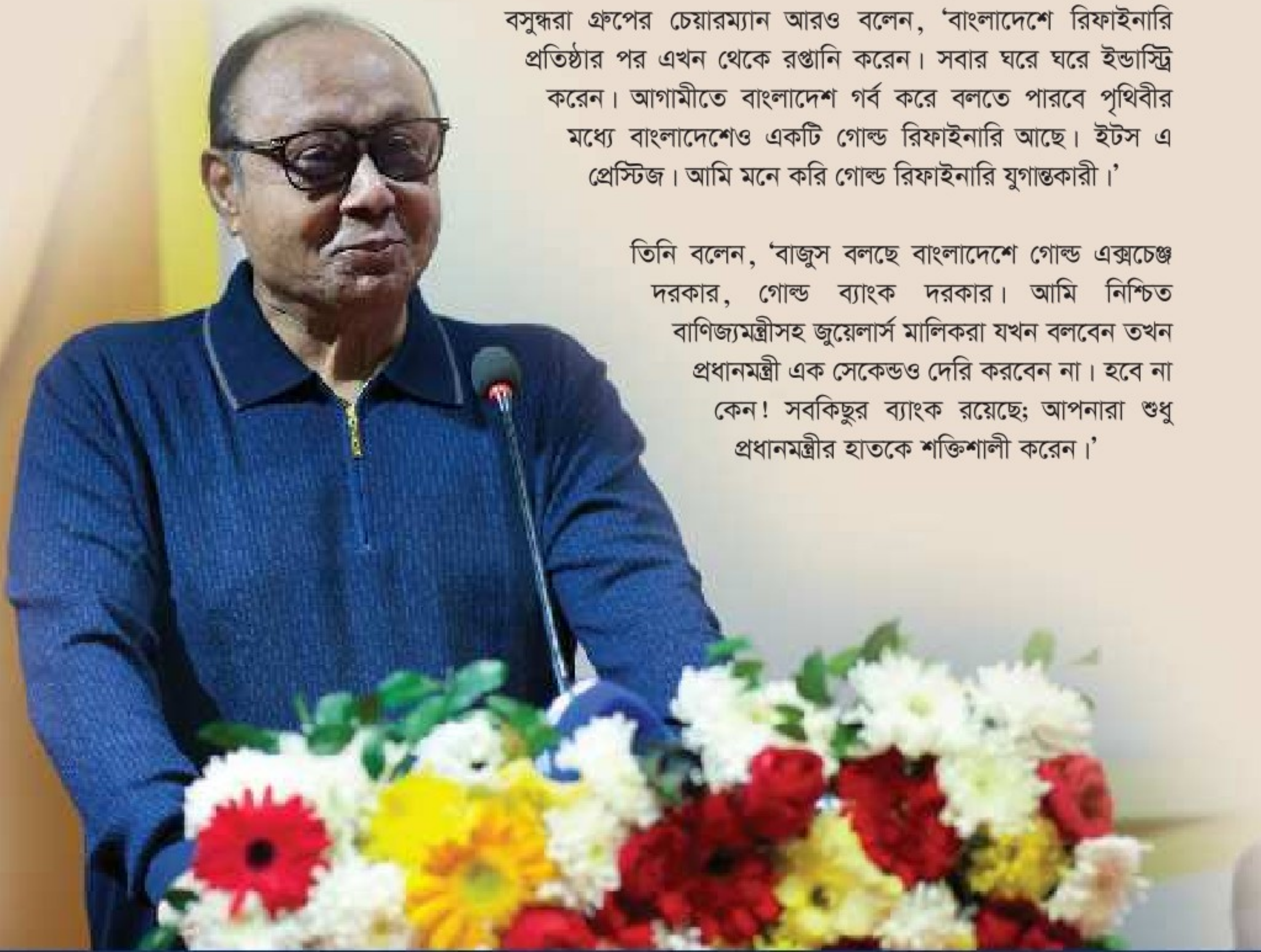

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আরও বলেন, 'বাংলাদেশে রিফাইনারি প্রতিষ্ঠার পর এখন থেকে রপ্তানি করেন। সবার ঘরে ঘরে ইন্ডাস্ট্রি করেন। আগামীতে বাংলাদেশ গর্ব করে বলতে পারবে পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশেও একটি গোল্ড রিফাইনারি আছে। ইটস এ প্রেস্টিজ। আমি মনে করি গোল্ড রিফাইনারি যুগান্তকারী।'

তিনি বলেন, 'বাজুস বলছে বাংলাদেশে গোল্ড এক্সচেঞ্জ দরকার, গোল্ড ব্যাংক দরকার। আমি নিশ্চিত বাণিজ্যমন্ত্রীসহ জুয়েলার্স মালিকরা যখন বলবেন তখন প্রধানমন্ত্রী এক সেকেন্ডও দেরি করবেন না। হবে না কেন! সবকিছুর ব্যাংক রয়েছে; আপনারা শুধু প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করেন।'

বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, 'আমরা জুয়েলারি সেক্টরে আরও উন্নতি করতে চাই। আমি বাণিজ্যমন্ত্রী এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জুয়েলারি শিল্পে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের একটি যৌথ মিটিং দেওয়ার অনুরোধ করছি। প্রধানমন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রী থাকলে জুয়েলারি ভাইদের যত সমস্যা আছে বসে সমাধান করতে পারব। সমস্যা শুধু একটা নয়, সমস্যা অনেক। একটা সময় মানুষ স্বর্ণ বন্ধক রেখে ঋণ নিতে পারত। ১৯৮০ সালে এ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি মনে করি এটার জন্য ভালো একটা পলিসি দরকার।'

তিনি বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব– বাজুসের মাধ্যমে একটি গোল্ড ব্যাংক বা গোল্ড এক্সচেঞ্জ পলিসি করা হোক। আজকে পত্রিকা খুললেই দেখা যায় স্বর্ণ চোরাচালান ও পাচার হচ্ছে। এগুলো আসলে কতটুকু সত্য। সত্যটা হয়তো আমরা আসলেই লুকিয়ে গেছি। লুকিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে পরিকল্পিত কোনো নির্দেশনা নেই আমাদের। তো নির্দেশনার জন্য একটি ইনস্টিটিউট দরকার। যেখানে ডেইলি দাম নির্ধারণ হবে। গোল্ড ব্যাংক দরকার, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা দরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ না করলে এ সেক্টরের উন্নতি করা সম্ভব নয়।'

সায়েম সোবহান আনভীর আরও বলেন, 'এ সেক্টরের উন্নতির জন্য আমাদের জুয়েলারি ভাইদের কাছে আমি অনুরোধ করব। আপনারা সবাই আস্তে আস্তে জুয়েলারি ফ্যাক্টরির দিকে নজর দেন। সবাই ট্রেডিং করেছেন, এখন ইন্ডাস্ট্রি করার সময় এসেছে। আমরা শুধু আমদানি করব কেন, রপ্তানির দিকে যেতে হবে। আমি যখন ভারতে গেলাম সেখানে প্রচুর বাঙালি ওয়ার্কার দেখলাম। তাঁরা আমাকে

বলল– স্যার বাংলাদেশে একটা ফ্যাক্টরি করেন। যেখানে আমরা এসে কাজ করতে পারি। কারণ কেউ বিদেশে গিয়ে কাজ করতে চায় না, যদি বাংলাদেশে কাজ থাকে। আমরা আশা করব আপনারা সবাই একটা একটা করে ইন্ডাস্ট্রি করার পরিকল্পনা করেন। আমদানির চিন্তা না করে রপ্তানি করে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে শক্তিশালী করেন।'

বাজুস সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, 'বাজুসের প্রধান কার্যালয়টি ছিল ৫০০ বর্গফুটের। আজ তার আয়তন ১০ হাজার বর্গফুট। এটা সম্ভব হয়েছে বর্তমান বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের কল্যাণে। আমাদের বিশ্বাস তাঁর নেতৃত্বেই বাজুস অনেক দূর এগিয়ে যাবে।'

জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে পাশে আছেন প্রধানমন্ত্রী

-সায়েম সোবহান আনভীর

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ॥ সারা দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেছেন, 'জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের পাশে আছেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, জুয়েলারি পণ্য রপ্তানিতে প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ নীতিসহায়তা প্রদান করবেন। জুয়েলারি পণ্য রপ্তানি হলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সমাজ, দেশ ও জাতি সারা বিশ্বে আরও সম্মানিত হয়ে উঠবে।'

৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বাজুস জেলা পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী মতবিনিময় সভার সমাপনী বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর

বাজুস প্রেসিডেন্ট বলেন, 'দেশের একজন জুয়েলারি ব্যবসায়ীর সমস্যা মানে আমাদের সবার সমস্যা। জুয়েলারি খাতে ভ্যাটের সমস্যা সমাধান করতে হবে। হয়রানি বন্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে জুয়েলারি খাতের সমস্যা সমাধানে বাজুসকে শক্তিশালী করতে হবে। সারা দেশের সব জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের আহ্বান– দেশের যে যেখানে আছেন, বাজুসের সদস্য হোন।'

জুয়েলারি খাতের ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, 'আপনারা দেশে জুয়েলারি কারখানা স্থাপন করুন। রপ্তানিতে মনোযোগ দিন। জুয়েলারি পণ্য রপ্তানির মধ্য দিয়ে দেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাশিত সোনার বাংলা গড়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বাংলাদেশ।' অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বাজুস সহসভাপতি গুলজার আহমেদ ও আনোয়ার হোসেন, বাজুসের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জেলা মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়, বাজুস সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান ও জয়নাল আবেদীন খোকন, কোষাধ্যক্ষ উত্তম বণিক, কার্যনিবাহী কমিটির সদস্য রিপনুল হাসান, মিডিয়া কমিউনিকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্যসচিব মিজানুর রহমান মানিক, বাজুস জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য মৃণালকান্তি ধর, রকিবুল ইসলাম চৌধুরী, এনামুল হক সোহেল প্রমুখ।

জেলা নেতাদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী মতবিনিময় সভা

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে গোল্ড ফেয়ারের ঘোষনা

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ॥ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশে প্রথমবারের মতো গোল্ড ফেয়ারের আয়োজন হতে যাচ্ছে। বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর ৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার এ ঘোষণা দেন।

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বাজুস জেলা পর্যায়ের নেতাদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সমাপনী বক্তব্যে সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনের শুভক্ষণে বাজুস ফেয়ার-২০২২ উদ্বোধন করা হবে।

রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় অনুষ্ঠেয় বাজুস ফেয়ারে দেশ-বিদেশের অনেক ক্রেতা-বিক্রেতা অংশ নেবেন বলে আমরা আশা করি।'

বাজুস জানায়, বাজুস জেলা পর্যায়ের নেতাদের নিয়ে দুই দিনের বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরের ১৭ মার্চ থেকে তিন দিনের বাজুস ফেয়ার-২০২২ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বাজুস প্রেসিডেন্ট।

বৈঠকে সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, 'জুয়েলারি খাতে ভ্যাটের সমস্যাসহ নানা সংকট বিদ্যমান। এসব সংকটের সমাধানে সারা দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই। বাজুস ফেয়ার এই ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আরেকটি শক্তিশালী প্ল্যাটফরম হবে।' সারা দেশের সব জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাজুসের সদস্য হয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বাজুসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ শুরু করেছেন সায়েম সোবহান আনভীর। পাশাপাশি তিনি দেশেই স্বর্ণ পরিশোধন কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। দেশে স্বর্ণ পরিশোধন কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের সূচনা ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এর ফলে বিদেশে জুয়েলারি রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনীতিতে জোরালো ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

এজন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, 'জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের পাশে আছেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, জুয়েলারি পণ্য রপ্তানিতে প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ নীতিসহায়তা প্রদান করবেন। জুয়েলারি পণ্য রপ্তানি হলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সমাজ, দেশ ও জাতি সারা বিশ্বে আরও সম্মানিত হয়ে উঠবে।' জুয়েলারি খাতের ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, 'আপনারা দেশে জুয়েলারি কারখানা স্থাপন করুন। রপ্তানিতে মনোযোগ দিন। জুয়েলারি পণ্য রপ্তানির মধ্য দিয়ে দেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাশিত সোনার বাংলা গড়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।
বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বাংলাদেশ।'

সিলেটে বাজুসের প্রতিনিধি সম্মেলন

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে প্রতিনিধি সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন ও সদস্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে বাজুস।

১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি সিলেট বিভাগে বাজুসের দুই দিনব্যাপী প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাজুসের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়, সহসভাপতি গুলজার আহমেদ ও আনোয়ার হোসেন।

ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেন, 'জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে স্বর্ণ নীতিমালা ঘোষণা করেছেন, তার আলোকেই জুয়েলারি শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরে আসবে। বাজুসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে আমরা প্রতিটি বিভাগে প্রতিনিধি সম্মেলন করার উদ্যোগ নিয়েছি। সিলেট বিভাগের মাধ্যমে আমরা বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু করেছি। ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি বিভাগে এ প্রতিনিধি সম্মেলন করা হবে।' জুয়েলারি ব্যবসায়ী সবাইকে বাজুসের সদস্য হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, 'বাজুসের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে জুয়েলারি শিল্পে নতুন দিগন্তের সূচনা হচ্ছে। দেশেই গোল্ড রিফাইনারি হচ্ছে, এখন আর বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হবে না। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। তাই আমাদের প্রেসিডেন্ট জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে ব্যবসায়ীদের জুয়েলারি কারখানা গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছেন।'

স্বর্ণের ভ্যাট কমিয়ে ২ শতাংশ করার প্রস্তাব বাজুসের

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ॥ স্বর্ণ একটি মূল্যবান ও স্পর্শকাতর ধাতু হওয়ায় এর মোট বিক্রির ওপর ২ শতাংশ হারে ভ্যাট নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি-বাজুস।

বৃহস্পতিবার বিকালে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুল্ক, ভ্যাট ও কর সংক্রান্ত জাতীয় বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে খাতভিত্তিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রাক-বাজেট আলোচনায় এ প্রস্তাব দেন বাজুসের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন।

এনবিআরের কনফারেন্স রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমরা জুয়েলারি সেক্টরের গুণগত পরিবর্তন এনেছি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্প পরিবারের (বসুন্ধরা গ্রুপ) এমডি সায়েম সোবহান আনভীর আমাদের জুয়েলারি এসোসিয়েশনের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বিশ্বমানের জুয়েলারি পণ্য উৎপাদনে গোল্ড রিফাইনারি প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন। ওয়ার্ল্ডের গুড কোয়ালিটি যেটা বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করবে এটা বাস্তবায়ন হলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়েও এক্সপোর্ট করতে পারবে। এ এক্সপোর্টের জন্য আমরা সেকেন্ড গার্মেন্টসের মতো আশাবাদী অনেক আগে থেকেই। এজন্য আমাদের বিক্রির ওপর ৫ শতাংশ যে ভ্যাট রয়েছে তা কমানোর প্রস্তাব করছি।'

বাজেট প্রস্তাবে বাজুসের পক্ষ থেকে বলা হয়– প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজার, স্বর্ণের উচ্চমূল্য ও নানাবিধ কারণে জুয়েলারি শিল্পে ৫ শতাংশ ভ্যাট নির্ধারণ করায় জুয়েলারি ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তা ছাড়া আমাদের পাশের দেশ ভারতে জুয়েলারি শিল্পে ৩ শতাংশ ভ্যাট বিদ্যমান থাকায় এবং ভারতের ভিসা প্রাপ্তি সহজলভ্য হওয়ায় এ দেশের ক্রেতাসাধারণ ভারত থেকে স্বর্ণালংকার কেনায় উৎসাহী হচ্ছেন।

আরও বলা হয়– আমাদের দেশে বর্তমানে আরোপিত ভ্যাট অনুযায়ী একজন ক্রেতা ১০ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার কিনলে তাকে ৫০ হাজার টাকা ভ্যাট দিতে হয়। অন্যদিকে ভারতে ১০ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার কিনলে মাত্র ৩০ হাজার টাকা ভ্যাট দিতে হয়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে জুয়েলারি শিল্পের ওপর। তাই জুয়েলারি খাতে ভ্যাট সহনশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে অর্থাৎ ২

শতাংশ হারে নামিয়ে আনা হলে জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা ভ্যাট দিতে উৎসাহিত হবেন এবং ক্রেতাসাধারণও ভ্যাটদানে আগ্রহী হবেন। ফলে ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম সভাপতির বক্তব্যে বলেন, 'আপনাদের লিখিত প্রস্তাব পেয়েছি। আশা করি এগুলো নিয়ে আমরা বসব। যে প্রস্তাবগুলো গ্রহণযোগ্য হবে তা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে এবং অফিশিয়ালি প্রসেস করব।'

প্রাক-বাজেট আলোচনায় বাজুসের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র সহসভাপতি গুলজার আহমেদ, সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায় অংশ নেন।

রংপুর বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা

বাজুস দেশের গর্বিত ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেন, 'বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন একটি গর্বিত ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন হবে। বাঙালির চিরাচরিত ইতিহাস ও কৃষ্টি-কালচারে এ শিল্পের সংযুক্তি আছে।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে আগামীতে জুয়েলারি শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে। হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস আবারও ফিরে আসবে।'

২৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রংপুরের একটি হোটেলে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস আয়োজিত রংপুর বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাজুস রংপুর জেলা সভাপতি এনামুল হক সোহেলের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাজুসের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন, মেম্বার সেক্রেটারি মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স মিজানুর রহমান

মানিক, মেম্বার সেক্রেটারি জয়নাল আবেদীন খোকন, মেম্বার সেক্রেটারি রিপনুল হাসান, এস কে আবু সোহেল পিএস টু প্রেসিডেন্ট, রংপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রাজু, বাজুস দিনাজপুর জেলা সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোকলেছার রহমান, বাজুস লালমনিরহাট জেলা সভাপতি হিমাংশু সরকার, সাধারণ সম্পাদক দুলাল চন্দ্র কর্মকার, বাজুস নীলফামারী জেলা সভাপতি সামছুল আলম, সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম, বাজুস ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি খোকন কুমার রায়, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, বাজুস পঞ্চগড় জেলা সভাপতি নবীন চন্দ্র বণিক, সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন বণিক, বাজুস গাইবান্ধা জেলা সভাপতি মনিদ, সাধারণ সম্পাদক আজহারুল ইসলাম সঞ্জু, বাজুস কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি দুলাল চন্দ্র রায়, সাধারণ সম্পাদক বাদল সাহা প্রমুখ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাজুসের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, 'রাজনীতিতে বা অন্য সেক্টরে যতটা না জটিল তার চেয়ে বেশি জটিল একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া। বাজুসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জুয়েলারি ব্যবসা দেশের পাশাপাশি বিশ্বের কাতারে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। আমাদের সংগঠিত হয়ে তাঁর হাত শক্তিশালী করতে হবে। যে-কোনো অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের এ সংগঠনের সদস্য হতে হবে। আমরা দেশব্যাপী একত্র হলে আমাদের এ শিল্প আরও বেশি সমৃদ্ধ হবে। আমরা ভবিষ্যতে দেশ থেকে গোল্ড বিস্কুট রপ্তানি করব।'

অনুষ্ঠানে রংপুর বিভাগের আট জেলার ৪৯ উপজেলা বাজুসের সদস্য এবং বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়।

খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা

নতুন নেতৃত্বে দেশের স্বর্ণ ব্যবসা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাবে

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২ মার্চ, ২০২২ ॥ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা।

২ মার্চ বুধবার যশোর শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, বাজুসের নতুন প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাবে।

বাজুস যশোর জেলা শাখার আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি ও খুলনা বিভাগীয় প্রধান রকিবুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাজুস সহসভাপতি গুলজার আহমেদ, আনোয়ার হোসেন ও ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন।

সভায় ব্যবসায়ীরা বলেন, 'তিনি (সায়েম সোবহান আনভীর) আমাদের স্বর্ণ ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার যে চেষ্টা করছেন, আমরা তাঁর হাতকে আরও শক্তিশালী করে এগিয়ে যেতে চাই। তাঁর সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পকে আমরা ব্র্যান্ড হিসেবে তুলে ধরতে চাই।' বক্তারা আরও বলেন, 'সায়েম সোবহান আনভীর যে গোল্ড ব্যাংক করতে চান তার সুফল যেন তৃণমূলের বাজুস সদস্যরা পান এবং যে গোল্ড বার তৈরি হবে তাতে যেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকে।' স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা যেন প্রশাসনিক হয়রানি থেকে মুক্তি পান সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে বাজুসের নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তাঁরা।

সভায় আরও বক্তব্য দেন বাজুসের যশোর জেলা সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার চন্দ্র, নড়াইল জেলা সভাপতির পক্ষে সহসভাপতি মো. সাইফুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল কুমার রায়, খুলনার সভাপতি সমরেশ সাহা ও সাধারণ সম্পাদক শংকর কর্মকার, বাগেরহাটের সভাপতি শ্যামল সরকার ও সাধারণ সম্পাদক নিলয় কুমার ভদ্র, মাগুরার আহ্বায়ক বিমল কুমার বিশ্বাস, ঝিনাইদহের সভাপতি পঞ্চরেশ চন্দ্র পোদ্দার ও সাধারণ সম্পাদক সাধন সরকার, কুষ্টিয়ার সভাপতি বিজন কর্মকার ও সাধারণ সম্পাদক মো. কামাল আহমেদ, চুয়াডাঙ্গার সভাপতি সাইদুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক শেখ সাদী, মেহেরপুরের সভাপতি কিশোর পাত্র ও সাধারণ সম্পাদক শেখ মমিন, সাতক্ষীরার সভাপতি গৌরচন্দ্র দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সরকার। সভায় বিভাগীয় প্রতিনিধিদের পাশাপাশি যশোরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও বাজুসের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কাজী নাজনীন ইসলাম

কৃষ্ণা কর্মকার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপন

বাজুস উইমেনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন তিন নারী উদ্যোক্তা

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ৬ মার্চ, ২০২২ ॥ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস জুয়েলারি শিল্পে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিন নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা দিয়েছে। সংগঠনটি প্রথমবারের মতো বাজুস উইমেনস অ্যাওয়ার্ড, ২০২২ প্রদান করেছে। অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দি আমিন জুয়েলার্সের কর্ণধার কাজী নাজনীন ইসলাম নিপা, বাংলাদেশ পার্ল হাউসের কর্ণধার কৃষ্ণা কর্মকার ও পালস প্যারাডাইসের কর্ণধার তাহমিনা এনায়েত।

৬ মার্চ সন্ধ্যায় রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সে বাজুস কার্যালয়ে আয়োজিত বর্ণিল অনুষ্ঠানে এ উইমেনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস প্রেসিডেন্ট ও বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক সাবরিনা সোবহান। সভাপতিত্ব করেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান ফরিদা হোসেন। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন অ্যাফেয়ার্সের সদস্য সুলতানা রাজিয়া ও তাসনিম নাজ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার এই মাসে জুয়েলারি শিল্পে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে চাই। এ খাতে নারী উদ্যোক্তা এবং নারী কারিগরের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। আমরা চাই জুয়েলারি শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ুক। উদ্যোক্তা, কারিগরি শিল্পী এবং ওয়ার্কফোর্স তৈরি হোক। এ খাতে উদ্যোক্তা বাড়াতে নারীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এজন্য আমাদের পলিসি তৈরি করতে হবে।

তারা আরও বলেন, এ খাতে সমতা নেই। পর্যায়ক্রমে এ সমতা বাস্তবায়ন করতে হবে। নারীদের এ খাতে আগ্রহী করে তুলতে হবে। নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে নারী দিবস উপলক্ষে সাবরিনা সোবহান আনন্দঘন পরিবেশে নারী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিয়ে কেক কাটেন। দিবস উপলক্ষে সাবরিনা সোবহান আনন্দঘন পরিবেশে নারী উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়ে কেক কাটেন।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা

নীতিমালা করার ফলে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মর্যাদা বেড়েছে

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৩ মার্চ, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের কেন্দ্রীয় সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেছেন, 'স্বর্ণশিল্পে নীতিমালা না থাকায় দেশে হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করলেও আমাদের কালোবাজারি বলা হতো, ব্যাংকগুলো ঋণ দিত না। সেদিন এখন আর নেই। নীতিমালা করায় সারা দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মর্যাদা বেড়েছে। এখন দেশে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন এশিয়ার বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর। দেশের প্রথম স্বর্ণ নীতিমালা করতে তিনিই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।'

১৩ মার্চ রবিবার দুপুরে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামসংলগ্ন অফিসার্স ক্লাবে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেন, 'দেশের স্বর্ণশিল্পের উন্নয়নের ভিশন নিয়ে কাজ করছেন সায়েম সোবহান আনভীর। ফলে স্বর্ণ ব্যবসা আগের মতো কুটিরশিল্প নেই, এটি বিশাল ইন্ডাস্ট্রিতে রূপ দিতে কাজ করছেন আমাদের পরিবারের অভিভাবক সায়েম সোবহান আনভীর।'

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাজুস চট্টগ্রামের সভাপতি মৃণালকান্তি ধর। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুসের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি গুলজার আহমেদ ও মো. আনোয়ার হোসেন। বক্তব্য দেন বাজুস চট্টগ্রামের সহসভাপতি সুধীর রঞ্জন বণিক। স্বাগত বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রণব সাহা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে দেশের প্রথম জুয়েলারি এক্সপো

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো জুয়েলারি এক্সপো শুরু হয়েছে

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৭ মার্চ, ২০২২ ॥ ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার-আইসিসিবির ১, ২ ও ৩ নম্বর হলে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ এক্সপো শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের পরিচালক কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। তিনি বলেন, 'জাতির পিতার জন্মবার্ষিকীর এই মহান দিনে জুয়েলারি শিল্পের নতুন একটি যাত্রা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে জুয়েলারি এক্সপোর আয়োজন হবে সেটি আগে চিন্তাও করতে পারতেন না জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা। সেটি সম্ভব করে দিয়েছেন বাজুসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর।' তিনি বলেন, 'গার্মেন্টসের মতোই দেশের স্বর্ণশিল্পও বিশ্ববাজারে জায়গা দখল করে নেওয়ার লক্ষ্যেই কাজ করছে বাজুস।'

বাজুস সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায় ও এনামুল হক খান দোলন, সহসভাপতি গুলজার আহমেদ ও আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেন, 'দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হলো জুয়েলারি মেলা। বাজুসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে জুয়েলারি শিল্পে নতুন দিগন্তের সূচনা হচ্ছে। দেশেই গোল্ড রিফাইনারি হচ্ছে, এখন আর বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হবে না। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।'

তিনি বলেন 'জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে স্বর্ণ নীতিমালা ঘোষণা করেছেন, তার আলোকেই জুয়েলারি শিল্প হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।'

গুলজার আহমেদ বলেন, 'অবহেলিত জুয়েলারি শিল্পকে মডার্ন করতে কাজ করছেন আমাদের বর্তমান বাজুস সভাপতি। ইতোমধ্যে বাজুসের ২৫ হাজার সদস্য থেকে ৫০ হাজার সদস্য হয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে বাজুসে ৭৫ হাজার সদস্য হয়ে যাবে।'

এনামুল হক খান দোলন বলেন, 'এ এক্সপোর আয়োজক আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। এ উদ্যোগটি দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে। এটি যেহেতু শুরু হয়েছে, এর আর শেষ নেই। আমাদের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হচ্ছে এ এক্সপোর মাধ্যমে। তাই আজ আমাদের আনন্দের দিন।'

৬৫টি স্টল এবং দেশ-বিদেশের ক্রেতা-বিক্রেতারা এতে অংশ নিচ্ছেন। এর মাধ্যমে দেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতে গড়া নিত্যনতুন ডিজাইনের অলংকারের পরিচিতি ঘটবে বলে আশা করেন আয়োজকরা।

আয়োজকরা জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে জুয়েলারি মেলার আয়োজন করেছে বাজুস। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে এ মেলার আয়োজন।

জমকালো আয়োজনে শেষ হলো

জুয়েলারি এক্সপো, ২০২২

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৯ মার্চ, ২০২২ ॥ ব্যাপক জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো তিন দিনের বাংলাদেশ জুয়েলারি এক্সপো, ২০২২। অনুষ্ঠানে ফ্যাশন শো ও র‍্যাফল ড্র হয়। র‍্যাফল ড্রতে প্রথম পুরস্কার ১০ লাখ টাকা বিজয়ী নম্বর হলো ০৩৭৯২। ৫ লাখ টাকা বিজয়ী নম্বর ০২৪৭১। ১ লাখ টাকা বিজয়ী ১০ জন হলেন– ০৩৫৫১, ০০৪৭৮, ০৪০৪৩, ০৩০৯৯, ০৪৭৮৪, ০১১০৭, ০৪২৮৭, ০৩৫০৭, ০২০৭১, ০০৯২৫।

১৯ মার্চ রাতে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা-আইসিসিবির ২ নম্বর হলে ফ্যাশন [illegible] অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভী[illegible] উত্তম বণিক প্রমুখ। বিভিন্ন শিল্পীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় কনসার্ট। মেলায় আগত দর্শনার্থীর ম[illegible] র‍্যাফল ড্রর প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ীকে মঞ্চ থেকে সরাসরি ফোন করা হয়। দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তি অনুষ্ঠানস্থলেই ছিলেন। তাঁর হাতে ৫ লাখ টাকার চেক তুলে দেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সায়েম সোবহান আনভীর। এরপর প্রথম পুরস্কার পাওয়া বিজয়ী ব্যক্তিকে মিরপুর-১৪ নম্বর থেকে ডেকে আনা হয় মেলাপ্রাঙ্গণে। এরপর তাঁর হাতে ১০ লাখ টাকার চেক তুলে দেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট গুলজার আহমেদ। এ মেলায় আগত সাংবাদিকদের জন্য আলাদা র‍্যাফল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

আইসিসিবিতে তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ জুয়েলারি এক্সপো, ২০২২-এর সমাপনীতে গত রাতে ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়। ফ্যাশন শোয় অংশ নেয় অলংকার নিকেতন, আপন জুয়েলার্স, ফেন্সি জুয়েলার্স, জায়া গোল্ড ও জড়োয়া হাউজ। সেরা স্টলের পুরস্কার পেয়েছে আমিন জুয়েলার্স, জড়োয়া হাউজ, পার্ল ওয়েসিস, ড্রিমস ইনস্ট্রুমেন্ট টেক ও গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে দেশের ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস তিন দিনব্যাপী প্রথম 'বাংলাদেশ জুয়েলারি এক্সপো, ২০২২' আয়োজন করে। ১৭ মার্চ শুরু হয়ে চলে ১৯ মার্চ পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে মেলা। জুয়েলারি এক্সপোয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মূল্যছাড়সহ আকর্ষণীয় অফারে গহনা ও ডায়মন্ড বিক্রি করেছে। এক্সপোর উদ্বোধন করেন দেশের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। তিন দিনের এ এক্সপোয় ২ লাখের বেশি দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। এক্সপোয় মোট ৬৫টি স্টল ছিল। দেশ-বিদেশের ক্রেতা-বিক্রেতারা এতে অংশ নেন। এক্সপোর মাধ্যমে দেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতে গড়া নিত্যনতুন ডিজাইনের অলংকারের পরিচিতি ঘটেছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

জুয়েলারি এক্সপো র‍্যাফল ড্র

বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৩ মার্চ, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলারি এক্সপো, ২০২২-এ আগত ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের মধ্যে র‍্যাফল ড্র বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। ২৩ মার্চ বুধবার রাজধানীর বসুন্ধরা সিটিতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার বিতরণ করা হয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ থেকে ১৯ মার্চ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা-আইসিসিবিতে আয়োজন করা হয় তিন দিনের 'বাংলাদেশ জুয়েলারি এক্সপো, ২০২২'।

দেশের ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস আয়োজিত মেলায় আগত ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় র‍্যাফল ড্রর ব্যবস্থা করা হয়। এতে ১০ লাখ টাকার প্রথম এবং ৫ লাখ টাকার দ্বিতীয়সহ মোট ১২টি পুরস্কারের মূল্যমান ছিল ২৫ লাখ টাকা টাকা। শেষ দিনে আইসিসিবির ২ নম্বর হলে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর ও কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে ফ্যাশন শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফল ড্রর আয়োজন করা হয়। র‍্যাফল ড্রতে প্রথম পুরস্কার ১০ লাখ টাকা বিজয়ী হন বাংলাদেশ পুলিশের সিপাহি আবদুল কুদ্দুস। ৫ লাখ টাকা জিতেছেন জুয়েলারি এক্সপো দেখতে আসা ভারতীয় ব্যবসায়ী তরুণ পোদ্দার। বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসে ট্রেজারার ও এক্সিবিশন ট্রেড অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান উত্তম বণিক ও সদস্যসচিব উত্তম ঘোষ র‍্যাফল ড্র বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের চেক তুলে দেন।

১০ লাখ টাকা পুরস্কার পেয়ে আনন্দিত আবদুল কুদ্দুস অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, '১০ লাখ টাকা পুরস্কার পেয়েছি ফোনে এমন খবর পেয়ে প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে যখন আমাকে পুরস্কারের টাকা নিতে যেতে বলা হয় তখন বিশ্বাস হলো যে সত্যিই আমি ১০ লাখ টাকা বিজয়ী হয়েছি।'

চেক গ্রহণের সময় ১ লাখ টাকা বিজয়ী তানিয়া বলেন, 'প্রত্যাশার চেয়েও প্রাপ্তি অনেক বেশি।' আরেক বিজয়ী চঞ্চল বলেন, 'বলে বোঝাতে পারব না। প্রথমবারের মতো এ ধরনের মেলার আয়োজন শুনে দেখতে গিয়েছিলাম।' পুরস্কার বিজয়ী আবজাল হোসেন বলেন, 'খুব সুন্দর আয়োজন হয়েছিল মেলায়। আমি ছেলেদের নিয়ে গিয়েছিলাম।'

১ লাখ টাকার পুরস্কার বিজয়ী শফিকুর রহমান বলেন, 'মেলার আয়োজন করায় অনেক কিছু দেখার সুযোগ হয়েছে।' আরেক পুরস্কার বিজয়ী হালিম শিকদার বলেন, 'জীবনে প্রথম লটারিতে পুরস্কার পেয়েছি। একটা ফিঙ্গার রিং কিনেছি।' এ ছাড়া পুরস্কারের চেক গ্রহণ করেন দীপু, তাহমিদ, জান্নাত, আনিসুর রহমান ও তৌকির।

এক্সপোয় মোট ৬৫টি স্টল অংশ নিয়েছিল। দেশ-বিদেশের ক্রেতা-বিক্রেতারা এতে অংশ নেন। এক্সপোর মাধ্যমে দেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতে গড়া নিত্যনতুন ডিজাইনের অলংকারের পরিচিতি ঘটেছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

জুয়েলারি এক্সপো কভার করে পুরস্কার পেয়েছেন ২৭ সাংবাদিক : তিন দিনের বাংলাদেশ জুয়েলারি এক্সপো, ২০২২ কভার করা সাংবাদিকদের জন্য র‍্যাফল ড্রর আয়োজন করেন আয়োজকরা। এতে ১ লাখ টাকার পুরস্কার পেয়েছেন দৈনিক কালের কণ্ঠের অনুসন্ধান সেলের প্রধান ও বিশেষ প্রতিনিধি হায়দার আলী, দৈনিক আজকালের খবরের মো. সায়েদ হাসান খান ও আনন্দ টিভির আলি আহমেদ।

৫০ হাজার টাকার পুরস্কার পেয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের মাসুম খান। তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ৩০ হাজার টাকা পেয়েছেন ন্যাশনাল টাইমস পত্রিকার হাসান চৌধুরী খালেদ। ২৫ হাজার টাকার পুরস্কার পেয়েছেন মির্জা মো. আবদুর রাজ্জাক, আরটিভির মো. আশিকুল আলম, আমাদের সময়ের জাহিদুল ইসলাম ও বাংলানিউজ২৪.কম-এর শাহেদ আলী ইরশাদ।

২০ হাজার টাকার পুরস্কার পেয়েছেন নিউজ২৪ টিভির হাবিবুল্লাহ, স্বাধীন বাংলার জাফরান আকন্দ, কালের কণ্ঠের মাসুদ আলম, বাংলাদেশ প্রতিদিনের চিফ রিপোর্টার মনজুরুল ইসলাম, জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক শফিকুল ইসলাম সোহাগ, নিউজ২৪ টিভির আসাদুজ্জামান কানন ও রতন দাস।

১৫ হাজার টাকার পুরস্কার পেয়েছেন বৈশাখী টিভির তারেক হোসেন শিকদার। ১০ হাজার টাকার পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশ সমাচারের আফরোজা সুলতানা, নিউজ২৪ টিভির কামাল হোসেন, চ্যানেল আইয়ের জাকিয়া হিমু, ইনডিপেনডেন্ট টিভির শাহিদ আহমেদ সোহাগ, সময় টিভির কামরুল ইসলাম সবুজ, নিউ নেশনের আনিসুর রহমান খান, ঢাকা পোস্টের শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ অবজারভারের মোহসিনুল করিম লেবু, এটিএন নিউজের গোলাম কাদের রবু ও বাংলা ট্রিবিউনের মেহেদী হাসান। মোট ২৭ জন গণমাধ্যমকর্মীকে ৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

নতুন সদস্যদের বরণ

বৈধ জুয়েলারি থেকে গহনা কেনার আহ্বান বাজুসের

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৬ মার্চ, ২০২২ ॥ প্রতারণা থেকে সুরক্ষা পেতে প্রকৃত ও বৈধ জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান থেকে গহনা কিনতে ক্রেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস। সংগঠনটি বলেছে, বাজুস সদস্য ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অলংকার না কেনার অনুরোধ করা যাচ্ছে। ফলে অবৈধ প্রতিষ্ঠান থেকে অলংকার কিনে প্রতারিত হলে তার দায়ভার নেবে না বাজুস।

২৬ মার্চ মঙ্গলবার রাজধানীর পান্থপথে বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সে 'বাজুস নতুন সদস্য বরণ' অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের চেয়ারম্যান ও সংগঠনের সাবেক প্রেসিডেন্ট এম এ ওয়াদুদ খান। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের ভাইস চেয়ারম্যান ও সংগঠনের সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব ও সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মো. রিপনুল হাসান। বক্তব্য দেন বাজুসের সহসভাপতি গুলজার আহমেদ ও সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়।

উপস্থিত ছিলেন বাজুসের সহসম্পাদক বিধান মালাকার, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্য কাজী এমদাদুল হক, শিবুপ্রসাদ মজুমদার, শাওন সাহা, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য রকিবুল ইসলাম চৌধুরী, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের সদস্য হাজি মো. হারুন উর রশিদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নতুন প্রায় ২০০ সদস্যকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এ সময় তাদের প্রাথমিক সদস্যপদের পত্র হস্তান্তর করেন বাজুস নেতারা।

ওই অনুষ্ঠানে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের চেয়ারম্যান এম এ ওয়াদুদ খান নতুন সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, 'সকল প্রকার কেনাবেচার মেমো অথবা ইনভয়েসে বাজুস আইডি নম্বর থাকতে হবে। সব জুয়েলারি শোরুমে বাজুস আইডি নম্বর, লোগোসহ স্টিকার থাকতে হবে। পাশাপাশি সব জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে অতিসত্বর বাজুসের সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।'

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান বলেন, 'বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের দূরদর্শী চিন্তাভাবনা আমাদের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের দিয়েছে এক নতুন পথের দিশা। যার মাধ্যমে আমরা পৌঁছে যেতে পারব প্রত্যাশিত লক্ষ্যে।'

বরিশালে মতবিনিময় সভায় বক্তারা

‘সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে জুয়েলারি ব্যবসায় হারানো ঐতিহ্য ফিরে আসবে’

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৪ মে, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে আগামীতে জুয়েলারি শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে। স্বর্ণশিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরে আসবে। আগামীতে ডিলারদের কাছ থেকে স্বর্ণের বার কিনে ব্যবসা করতে হবে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের। মেড ইন বাংলাদেশ লেখা স্বর্ণালংকার বিদেশে রপ্তানি করে রাজস্ব আয়ে গার্মেন্ট শিল্পকেও ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ।

১৪ মে শনিবার দুপুরে বরিশাল নগরীর সদর রোডে বিডিএস মিলনায়তনে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের বরিশাল জেলা কমিটি আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা।

বক্তারা বলেন, দেশের সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে এক কাতারে আনতে হবে। সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বাজুসের সদস্য হলে সেসব স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সব দায়দায়িত্ব নেবে বাজুস।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেন, বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসা একেবারে তলানিতে চলে গিয়েছিল। স্বর্ণ ব্যবসায় সুদিন ফিরিয়ে আনতে ব্যবসায়ীদের অনুরোধে দেশের শীর্ষ শিল্প পরিবার বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর বাজুসের দায়িত্ব নিয়েছেন। ঠিকানাবিহীন বাজুসকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের অতিথি বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান বলেন, স্বর্ণ ব্যবসা বিশ্ব

অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে স্বর্ণ ব্যবসা আলোর মুখ দেখেছে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এক কাতারে শামিল হচ্ছেন। ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে ঐক্যবদ্ধতার বিকল্প নেই বলে বক্তব্যে বলেন তিনি।

অতিথির বক্তব্যে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন খোকন বলেন, সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে বাজুসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বর্ণ কেনাবেচার সময় গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি এবং মুঠোফোন নম্বর মেমোয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বর্ণশিল্পের উন্নয়নে আগামীতে গোল্ড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবি জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বাজুস বরিশালের সহসভাপতি শেখ মোহাম্মদ মুসা সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সুরক্ষায় বাজুস কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে অতিথির বক্তব্য দেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব মো. রিপনুল হাসান ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ।

বাজুস জেলা কমিটির সহসভাপতি নুরুল আমীন ও সাধারণ সম্পাদক মো. আলী খান জসিমের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী মো. শাহজাহান, মো. মিরাজুল হক, মো. আনোয়ার হোসেন, অরুণ কুমার কর্মকার, তরুণ কুমার কর্মকার প্রমুখ বক্তব্য দেন।

পিরোজপুরে মতবিনিময় সভায় বক্তারা

বাজুসের সদস্য ছাড়া কোনো দোকান থেকে সোনার গহনা না কেনার আহ্বান

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৫ মে, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের সদস্য ছাড়া কোনো দোকান বা প্রতিষ্ঠান থেকে সোনার গহনা না কেনার আহ্বান জানিয়েছেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট

মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে আগামীতে জুয়েলারি শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে। স্বর্ণশিল্পের হারানো ঐতিহ্য আবার ফিরে আসবে।

তিনি বলেন, ডিলারদের কাছ থেকে স্বর্ণের বার কিনে ব্যবসা করতে হবে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের। মেড ইন বাংলাদেশ লেখা স্বর্ণালংকার বিদেশে রপ্তানি করে রাজস্ব আয়ে গার্মেন্ট শিল্পকেও ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ।

১৫ মে রবিবার দুপুরে পিরোজপুর পৌরসভার এস বি কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন পিরোজপুর জেলা কমিটি আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন ডা. দিলীপ কুমার রায়। তিনি বলেন, দেশের সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে এক কাতারে এনে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বাজুসের সদস্য হলে সেসব স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সব দায়দায়িত্ব নেবে বাজুস কেন্দ্রীয় কমিটি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাজুস পিরোজপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের পক্ষে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন বাজুস উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটর রুহুল আমিন রাসেল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেন, বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসা একেবারে তলানিতে চলে গিয়েছিল। স্বর্ণ ব্যবসায় সুদিন ফিরিয়ে আনতে ব্যবসায়ীদের অনুরোধে দেশের শীর্ষ শিল্প পরিবার বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর বাজুসের দায়িত্ব নিয়েছেন। ঠিকানাবিহীন বাজুসকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিন ধরে একটি স্বর্ণ নীতিমালার দাবি ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সময়োপযোগী স্বর্ণ নীতিমালা করেছেন। স্বর্ণশিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এ নীতিমালা সময়োপযোগী। আমাদের দেশের স্বর্ণকাররা বিদেশে গিয়ে স্বর্ণ তৈরি করে সুনাম কুড়িয়েছেন। আগামীতে মেড ইন বাংলাদেশ লেখা স্বর্ণালংকার বিদেশে রপ্তানি হবে। গার্মেন্ট শিল্পের অনেকেই এখন স্বর্ণশিল্পে বিনিয়োগ করছেন। আগামীতে ডিলারদের কাছ থেকে স্বর্ণের বার কিনে অলংকার বানাবেন ব্যবসায়ীরা। এতে সারা দেশে এক দরে স্বর্ণ বিক্রি হবে।

অনুষ্ঠানের অতিথি বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান বলেন, স্বর্ণ ব্যবসা বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে স্বর্ণ ব্যবসা আলোর মুখ দেখেছে। তাঁর আহ্বানে সারা দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এক কাতারে শামিল হচ্ছেন। ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে ঐক্যবদ্ধতার বিকল্প নেই।

অতিথির বক্তব্যে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন খোকন বলেন, সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে বাজুসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বর্ণ কেনাবেচার সময় গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি ও মুঠোফোন নম্বর মেমোয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বর্ণশিল্পের উন্নয়নে আগামীতে গোল্ড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবি জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বাজুস পিরোজপুর জেলার উপদেষ্টা দেলোয়ার হোসেন সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সুরক্ষায় বাজুস কেন্দ্রীয় নেকৃবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করেন।

বাজুস জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিপন দত্তের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য দেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব মো. রিপনুল হাসান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।

ঝালকাঠিতে মতবিনিময় সভা

বৈধ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের হয়রানি করা যাবে না : বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৫ মে, ২০২২ ॥ বৈধ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ভ্যাট, ট্যাক্স ও পরিবহনের নামে ভ্যাট ও পুলিশি হয়রানির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন বাজুসের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়।

১৫ মে রবিবার ঝালকাঠির স্থানীয় একটি কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের ঝালকাঠি জেলা শাখার মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ডা. দিলীপ কুমার রায় আরও বলেন, আমাদের দাবি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্প নীতিমালা ঘোষণা করেছেন। এজন্য বাজুসের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের আগে অনেক সমস্যা ছিল। স্বর্ণ নীতিমালার কারণে ব্যবসায়ীরা হয়রানিমুক্ত হয়েছেন। আগে বহু সমস্যা থাকলেও বাজুসের দায়িত্ব নিয়ে প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বাজুসের কেন্দ্রীয় কার্যালয় দিয়েছেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে আমরা আজ নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে সাহস পাচ্ছি। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের পাশে থাকবে কেন্দ্রীয় বাজুস। কোনো প্রকার ফি ছাড়াই বাজুসের সদস্য হতে পারবেন।

বাজুস জেলা সভাপতি পরান কুমার কর্মকারের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডা. দিলীপ কুমার রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহসম্পাদক ও ভাইস চেয়ারম্যান বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপ মাসুদুর রহমান, সহসম্পাদক ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন খোকন, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব মো. রিপনুল হাসান প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাজুস ঝালকাঠি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বাঁধন কর্মকার। অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্রেস্ট ও ঐতিহ্যবাহী ঝালকাঠির গামছা উপহার দেওয়া হয়। বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের পক্ষে তাঁর ক্রেস্ট গ্রহণ করেন বাজুস উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটর রুহুল আমিন রাসেল।

বরগুনায় মতবিনিময় সভা

‘সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে জুয়েলারি শিল্পে বিপ্লব ঘটাবে বাজুস’

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৬ মে, ২০২২ ॥ ‘আমাদের নতুন প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বর্ণ নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে বাজুস। যার মধ্য দিয়ে আমাদের শত বছরের কাঙ্ক্ষিত জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নের যে দাবি ছিল তা পরিপূর্ণ হবে। সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে বাজুস বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পে বিপ্লব ঘটাবে। ফিরে পাবে জুয়েলারি শিল্পের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য।’

এমনটাই মন্তব্য করেন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের সাবেক সভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়। ১৬ মে সোমবার দুপুরে বরগুনা পৌর শহরের বন্দর ক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন বরগুনা জেলা শাখার আয়োজনে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মতবিনিময় সভার শুরুতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জেলা নেতৃবৃন্দ। এরপর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়।

মতবিনিময় সভায় দিলীপ কুমার রায় আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ নীতিমালা বাস্তবায়নে কাজ করছে বাজুস। এ স্বর্ণ নীতিমালার শতভাগ বাস্তবায়ন করতে আগামী দিনে আমাদের এ দেশে শিল্পায়ন গড়ে তুলতে হবে, আমাদের জুয়েলারি ফ্যাক্টরি করতে হবে, অর্নামেন্টস ফ্যাক্টরি করতে হবে। আমাদের নতুন প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে এসব কাজ বাস্তবায়ন করে আমরা এ দেশে জুয়েলারি শিল্পে বিপ্লব ঘটাব। এ সময় তিনি জুয়েলারি শিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগরদের উন্নয়নে কাজ করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন।

বাজুস বরগুনা জেলা শাখার আহ্বায়ক রণজিৎ কর্মকারের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সহসম্পাদক ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান, সহসম্পাদক ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্যসচিব মো. জয়নাল আবেদীন খোকন, কার্যনির্বাহী সদস্য ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব মো. রিপনুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, বাজুস বরগুনা জেলা সভাপতি উত্তম কর্মকার, সাবেক সভাপতি সন্তোষ কর্মকার, দিলিপ কর্মকার, গোপাল কর্মকার, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমরেশ কর্মকার প্রমুখ। জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ জুয়েলার্স ব্যবসায়ীদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন, ইন্স্যুরেন্স চালু এবং গোল্ড ব্যাংক করার দাবি জানান।

পটুয়াখালীতে মতবিনিময় সভা

'দেশের সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে এক ছাতার নিচে আনতে হবে'

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৬ মে, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসায় স্বর্ণযুগ ফিরবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করছেন। স্বর্ণ নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাজুস সভাপতি ও দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ বসুন্ধরার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর দিনরাত পরিশ্রম করছেন। তাঁর হাত ধরেই স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের স্বর্ণযুগ ফিরবে।

সোমবার বিকালে পটুয়াখালী প্রেস ক্লাবের ড. আতাহার উদ্দিন মিলনায়তনে বাজুস পটুয়াখালী জেলা শাখা আয়োজিত মতবিনিময়সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

বাজুস পটুয়াখালী জেলা শাখার সভাপতি বিপুলকান্তি দাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সুবলকান্তির সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্যসচিব মো. জয়নাল আবেদীন খোকন, কার্যনির্বাহী সদস্য ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব মো. রিপনুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষসহ জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

নারায়ণগঞ্জে নতুন সদস্য বরণ

‘স্বর্ণশিল্পে ২৬ বছরে যা হয়নি, তা মাত্র ছয় মাসে সম্ভব হয়েছে’

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৩ মে, ২০২২ ॥ নারায়ণগঞ্জে গত ২৬ বছরে যা হয়নি, তা মাত্র ছয় মাসে সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন- বাজুস প্রেসিডেন্ট ও বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সায়েম সোবহান আনভীরের জন্য। ব্যবসা পরিচালনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি আমাদের আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর গোল্ড ব্যবসা নীতি অনুসরণ করে বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে অচিরেই বিশ্ববাজারে স্বর্ণ ব্যবসায় প্রবেশ করবে বাংলাদেশ। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্প বিশ্ববাজারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

২৩ মে সোমবার নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের নতুন সদস্যদের বরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাজুসের সাবেক সভাপকি ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের চেয়ারম্যান এম এ ওয়াদুদ খান বলেন, আমরা এসেছি আমাদের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের পক্ষ থেকে আপনাদের বরণ করতে। আমার বাড়ি বরিশাল, আগে নারায়ণগঞ্জ হয়েই যেতে হতো। সেই আগের নারায়ণগঞ্জের স্মৃতি এবং আপনাদের ঐক্যে আমি অভিভূত হয়েছি। নারায়ণগঞ্জে ভালো জুয়েলারি অলংকার বিক্রি হয়। এখানে যারা খারাপ মাল বিক্রি করে তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জুয়েলারির মান উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। আমরা এমন এক ব্যবসায় আছি, যা এ দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আপনারা স্বর্ণ মেমোর মাধ্যমে নেবেন এবং এনআইডি রাখবেন। তার পরও পুলিশ হয়রানি করতে এলে আমরা দেখব। আপনারা সদ্ভাবে ব্যবসা করেন। বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর আপনাদের পাশে আছেন।

বিশেষ অতিথি সাবেক সভাপতি ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে যারা বাজুসের চেয়ে কম দামে বিক্রি করে। কম দামে খারাপ মানের পণ্য পাওয়া যায়। আমরা মান ধরে রাখতে চাই। সায়েম সোবহান আনভীর ঐক্যের প্রতীক। তিনি কোনো বিভাজন চান না। আমি বলতে চাই, এখানে নির্বাচিত কমিটি হতে হবে। আমরা নির্বাচন কমিশন করে যাব, তারা নির্বাচনের সময় দেবেন। আপনারা সবাই মিলে একটা প্যানেল দিন। আপনারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাবেন আর দ্বিমত থাকলে নির্বাচন করুন। আমি বাজুসের

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আসার সময় আলোচনা করে নিয়েছি। আমরা নিরপেক্ষ ও সুন্দরভাবে একটি নির্বাচন পরিচালনা করতে চাই। নারায়ণগঞ্জ জেলা বাজুসের সহসভাপতি শহিদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি এনামুল হক খান, ভাইস প্রেসিডেন্ট গুলজার আহমেদ, সহসম্পাদক ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব মো. রিপনুল হাসান।

অনুষ্ঠান শেষে বাজুস প্রেসিডেন্টের পক্ষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন বাজুস উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটির রুহুল আমিন রাসেল।

আরও উপস্থিত ছিলেন বাজুস নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক হানিফ উদ্দিন সেলিম, স্বর্ণ ব্যবসায়ী মনির হাসান খান, ফারুক আহমেদ, আমীর হোসেন খান, অভিজিৎ রায়, গোলাম মোহাম্মদ খোকা, লিটন খন্দকার, নজরুল ইসলাম রোমান, আসাদুজ্জামান প্রমুখ।

ময়মনসিংহে নতুন সদস্য বরণ

জুয়েলারি ব্যবসায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে : বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৭ মে, ২০২২ ॥ 'বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস প্রেসিডেন্ট ও বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে বাংলাদেশে জুয়েলারি ব্যবসায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। প্রেসিডেন্টের প্রত্যাশা সব জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাজুসের ছাতার নিচে নিয়ে আসা। সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তা হলেই সবাই মিলে আমাদের ব্যবসা সম্মানের স্থানে নিয়ে যেতে পারব।'

২৭ মে শুক্রবার বিকালে ময়মনসিংহ নগরীর হোটেল হেরায় বাজুসের নতুন সদস্যদের বরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে ময়মনসিংহ জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলার জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা থেকে উপস্থিত ছিলেন বাজুসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাজুস ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি আলহাজ মালিক মো. হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের চেয়ারম্যান এম এ ওয়াদুদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাজুসের সহসম্পাদক ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব রিপনুল হাসান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাজুস ময়মনসিংহের সাধারণ সম্পাদক চন্দন কুমার ঘোষ। এ ছাড়া বক্তব্য দেন বাজুস ময়মনসিংহের সহসভাপতি এম এ কবীর। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঢাকার অতিথিদের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এ সময় সায়েম সোবহান আনভীরের পক্ষে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করেন বাজুস উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটর রুহুল আমিন রাসেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এ ওয়াদুদ খান বলেন, জুয়েলারি ব্যবসার সমস্যা/সংকটগুলো ধীরে ধীরে দূর হবে। আমাদের ব্যবসার সমন্বয়হীনতা কেটে যাবে। তিনি বলেন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর একজন আলোকিত মানুষ। তিনি কাজ পছন্দ করেন। জুয়েলারি ব্যবসার নেতিবাচক ধারণা তিনি ইতিবাচকতায় রূপ দিতে চান। এ সময় তিনি আরও বলেন, স্বর্ণ বাংলাদেশের সম্পদ। এ ব্যবসায় জড়িত থেকে আমরা গর্বিত। আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সবাইকে দ্রুত বাজুসের সদস্য হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ ভবিষ্যতে সদস্য হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। বাজুস সবসময় তার সদস্যদের পাশে থাকবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাসুদুর রহমান বলেন, আজ একটি আনন্দের দিন। নতুন সদস্যদের বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। জুয়েলারি ব্যবসায়ী ভাইয়েরা আজ এক হচ্ছেন। এ ব্যবসা একটা সম্মানের ব্যবসায় রূপ নিচ্ছে। তিনি বলেন, এ সবই সম্ভব হচ্ছে বর্তমান সম্মানিত প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের যোগ্য নেতৃত্বের কারণে। সামনের দিনগুলোয় আপনারা অনেক সুখবর পাবেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মো. রিপনুল হাসান বলেন, প্রেসিডেন্টের প্রত্যাশা সব জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসা। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রেসিডেন্টের হাত শক্তিশালী করতে হবে। তা হলেই আবার আমরা শক্তিশালী হব। বাজুস ময়মনসিংহের সহসভাপতি এম এ কবীর বলেন, বর্তমান প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে বাজুস ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে। প্রেসিডেন্টের নির্দেশনায় বাজুস আরও এগিয়ে যাবে।

স্বাগত বক্তব্যে বাজুস ময়মনসিংহের সাধারণ সম্পাদক চন্দুন কুমার ঘোষ বলেন, সম্মানিত ও সুযোগ্য বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের সার্বিক দিকনির্দেশনায় আজ আমরা একত্র হতে পেরেছি। নতুন সদস্য সংগ্রহে এ জেলা প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

'স্বর্ণের মানোন্নয়ন' শীর্ষক মতবিনিময় সভা

হলমার্ক দেখে সোনার গহনা কিনুন : বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১ জুন, ২০২২ ॥ হলমার্ক দেখে মানসম্মত সোনার গহনা কিনতে ক্রেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস। সংগঠনটি বলেছে, সঠিক মানের সোনার গহনা কেনাবেচা নিশ্চিত করতে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের এগিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে মান যাচাই করে ক্রেতাদের সোনার গহনা কেনার অনুরোধ করেছেন বাজুস নেতারা।

আজ বুধবার রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের লেভেল ১৯-এ বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্ট আয়োজিত 'স্বর্ণের মানোন্নয়ন' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্টের চেয়ারম্যান ও সংগঠনের সাবেক সভাপতি এনামুল হক খান দোলন।

মতবিনিময় সভায় বাজুসের সাবেক সভাপতি এম এ ওয়াদুদ খান বলেন, সোনার মান নিয়ন্ত্রণে দেশে যেসব ল্যাব রয়েছে, তা আরও উন্নত করা জরুরি। এসব ল্যাব আধুনিকায়ন করতে হবে। হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা বিক্রি করা যাবে না।

বাজুসের সাবেক সভাপতি কাজী সিরাজুল ইসলাম বলেন, যারা নিম্নমানের সোনার গহনা বিক্রি করছেন, তাদের ওপর নজরদারি করতে হবে। বাজুসের একটি মনিটরিং টিম গঠন করে সোনার মান উন্নয়ন করতে হবে।

বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেন, যে-কোনো মূল্যে সোনার মান ঠিক করতে হবে। সোনার গহনার ক্রেতাদের ঠকানো যাবে না। দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ মানের গহনা বিক্রি করতে হবে।

বাজুসের সাবেক সভাপতি ও সংগঠনের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্টের চেয়ারম্যান এনামুল হক খান দোলন বলেন, এখন থেকে কোনো জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা বিক্রি করবে না, আবার ক্রেতাও কিনবেন না। সঠিক মানের সোনার গহনা কেনাবেচা নিশ্চিত করতে হবে। ক্রেতাদেরও মান যাচাই করে সোনার গহনা কেনার অনুরোধ করছি। এ খাতে প্রতারকদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবে বাজুস।

বাজুসের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, নিম্নমানের সোনার গহনা তৈরির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। কোনো চোরাকারবারির দায়িত্ব বাজুস নেবে না।

বাজুসের সহসভাপতি এম এ হান্নান আজাদ বলেন, যেসব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের সোনার গহনা বিক্রি করে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে। শাস্তির আওতায় আনতে হবে। দেশের বাজারে সোনার গহনার আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে হবে।

বাজুসের সহসভাপতি বাদল চন্দ্র রায় বলেন, কিছু কিছু জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের যেসব সোনার গহনা বিক্রি হয়, এটা বন্ধ করতে হবে।

বাজুসের সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন বলেন, হলমার্ক ছাড়া যেসব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান সোনার গহনা বিক্রি করছে, তাদের শোরুম পরিদর্শন করে হলমার্কযুক্ত গহনা বিক্রিতে উৎসাহিত করতে হবে।

এ মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন বাজুস সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, বাজুসের সহসম্পাদক সমিত ঘোষ, সহসম্পাদক ও সংগঠনের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্টের ভাইস চেয়ারম্যান বিধান মালাকার, বাজুসের সহসম্পাদক জয়নাল আবেদীন খোকন ও লিটন হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ উত্তম বণিক, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বাবুল মিয়া, পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, রিপনুল হাসান ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্টের সদস্যসচিব ইকবাল উদ্দিন।

ভারতীয় জুয়েলারি প্রতিনিধি দলের সভা

সোনার গহনা রপ্তানি করবে বাংলাদেশ

–সায়েম সোবহান আনভীর
প্রেসিডেন্ট, বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২ জুন, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেছেন, 'আমদানি নয়, এখন থেকে বাংলাদেশের জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্ববাজারে সোনার গহনা বা অলংকার রপ্তানি করবে। আগামীতে রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বাজুস।' এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে জুয়েলারি পণ্য তৈরির কারখানা স্থাপনে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি এবং কারিগরি সহায়তা চেয়েছেন এই শীর্ষ শিল্পোদ্যোক্তা।

গত ২ জুন রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে ঢাকায় সফররত ভারতীয় জুয়েলারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। দেশের ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য সংগঠন বাজুসের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বন্ধু ভারত ও বাংলাদেশ একই বৃন্তে দুটি ফুল। দুই দেশের মানুষের মাঝে রয়েছে আন্তরিকতা ও গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে ৫০ বছরের জুয়েলারি ব্যবসার ফারাক দূর করতে হবে। ভারতের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা এগিয়ে যেতে চান।'

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের উদ্দেশে বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, 'আপনারা বাংলাদেশে জুয়েলারি কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগ করুন। বাংলাদেশি জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা এখন বিশ্ববাজারে সোনার গহনা রপ্তানি করতে চান। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের জুয়েলারি শিল্প মালিকরা যৌথভাবে কাজ করতে চাই। বাংলাদেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা এখন শুধু ট্রেডিং নয়, শিল্পায়নে জোর দিচ্ছি।'

জুয়েলারি শিল্পে নতুন নতুন কারখানা স্থাপনে জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসারও আহ্বান জানিয়েছেন বাজুসের এই শীর্ষ নেতা।

এ সময় বাজুস সদস্যদের সম্মানে ২৮ ও ২৯ জুন ভারতের গোয়ায় অনুষ্ঠেয় 'সোনার বাংলা' শীর্ষক বিটুবি সামিটের একটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। সভায় আরও বক্তব্য দেন ঢাকায় সফররত ভারতীয় জুয়েলারি প্রতিনিধি দলের সদস্য ও কেএনসি সার্ভিসেসের প্রতিষ্ঠাতা কান্তি নাগভেকার, 'সোনার বাংলা' শীর্ষক বিটুবি সামিটের আহ্বায়ক ও এইচপিজে পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠাতা হাসমুখ পারেখ, বাজুস সহসভাপতি গুলজার আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, বাদল চন্দ্র রায় ও কোষাধ্যক্ষ উত্তম বণিক।

ভোলায় মতবিনিময় সভা

অচিরেই স্বর্ণশিল্পীদের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবেঃ বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ৩ জুন, ২০২২ ॥ 'বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে আগামী দিনে স্বর্ণশিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে। অচিরেই স্বর্ণশিল্পীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং অলংকার প্রস্তুতের জন্য অন্য একটি ডিজাইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে। সায়েম সোবহান আনভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশে

স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মাঝে সাড়া জেগেছে। আশার সঞ্চার হয়েছে। আগে সারা দেশে যেখানে বাজুসের সদস্যসংখ্যা ছিল ৮ থেকে ৯ হাজার, সেখানে মাত্র ছয় মাসে সদস্যসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪০ হাজার। বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসা এবং স্বর্ণশিল্প নতুন এক স্বর্ণযুগে পদার্পণ করেছে।'

গত ৩ জুন শুক্রবার বাজুস ভোলা জেলা শাখা আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাজুসের সাবেক সভাপতি ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায় এসব কথা বলেন।

বাজুস ভোলা জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস স্টান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন, বাজুস স্টান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন খোকন ও সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ। এ সময় বাজুস ভোলা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অবিনাশ নন্দীর উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য দেন বাজুস ভোলা জেলা শাখার সহসভাপতি গোপিনাথ পোদ্দার, দৌলতখান উপজেলা বাজুসের সাধারণ সম্পাদক সুমন প্রতাপ সিং প্রমুখ।

কিশোরগঞ্জে মতবিনিময় সভা

সকল জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে এক ছাতার নিচে আনতে চাই : বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৩ জুন, ২০২২ ॥ দেশের সব জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে এক ছাতার নিচে আনতে চাই। সকল প্রকার হয়রানি থেকে রেহাই পেতে হলে এক ছাতার নিচে আসতে হবে। জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের আইকন সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে এ ব্যবসার সুদিন ফিরে এসেছে।

গত ১৩ জুন সোমবার দুপুরে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

বক্তারা আরও বলেন, আশা করি বাজুসের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে এ দেশের গার্মেন্ট ব্যবসাসহ সব ব্যবসাকে ছড়িয়ে যাবে জুয়েলারি ব্যবসা। শুধু তাই নয়, আমাদের এ ব্যবসা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে। জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের নিজেদের স্বার্থেই সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। যাঁরা এখনো সদস্য হননি তাঁদের বুঝিয়ে সদস্য করতে হবে। বাজুসের প্রেসিডেন্ট চাচ্ছেন সবাইকে এক ছাতার নিচে আনতে।

কিশোরগঞ্জ জেলা বাজুসের সভাপতি গাজী জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাজুস কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য চন্দন কুমার ঘোষ।

বাজুস কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাসুদুজ্জামানের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ, জেলা কমিটির সদস্য বিজয় চন্দ্র সরকার, উজ্জ্বল রায়, কটিয়াদী উপজেলা প্রতিনিধি আলমগীর হোসেন, পাকুন্দিয়া উপজেলা প্রতিনিধি শাহানশাহ প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন উপজেলার জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পাবনায় মতবিনিময় সভা

দেশে জুয়েলার্স শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে বাজুসঃ বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৪ জুন, ২০২২ ॥ দেশে জুয়েলার্স শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস। বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের দক্ষ নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। এ নিয়ে

দেশের প্রতিটি জেলায় বাজুস কাজ করছে। এর সুফল আমরা আপনারা সবাই ভোগ করব।

গত ১৪ জুন মঙ্গলবার দুপুরে বাজুস পাবনা জেলা শাখার মতবিনিময় সভায় অতিথিরা এসব কথা বলেন। পাবনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ মিলনায়তনে দুপুরে এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুসের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটর রুহুল আমিন রাসেল, বাজুসের সহসম্পাদক জয়নাল আবেদীন খোকন, বাজুসের কার্যনির্বাহী সদস্য ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ।

মতবিনিময় সভায় কয়েক শ জুয়েলার্স ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন। সভায় দ্রুত পাবনা জেলা কমিটি গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় সাধারণ সভায় বক্তারা

‘বৈধ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছেন সায়েম সোবহান আনভীর’

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৭ জুন, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের সাবেক সভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেছেন, ‘বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সায়েম সোবহান আনভীর বাজুস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বৈধ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সব ধরনের হয়রানি বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছেন।’

তিনি বলেন, 'সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে সারা দেশে স্বর্ণশিল্প পরিবার আজ সংগঠিত। তাঁর দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাজুস পরিবার সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে আগামী দিনগুলোয় স্বর্ণশিল্পে এক নতুন অধ্যায় রচিত হবে, সে লক্ষ্য নিয়েই বাজুস কেন্দ্রীয় কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। যার সুফল আপনারা আগামীতে ভোগ করবেন। তাই আমাদের স্বার্থেই বাজুস প্রেসিডেন্টের হাত শক্তিশালী করতে হবে।'

বাজুসের কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সভা ও অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সবাইকে বাজুসের সদস্য হয়ে নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনার আহ্বান জানান তিনি। গত ১৭ জুন শুক্রবার বেলা ১১টায় বাজুস কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বাজুস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদ্যবিদায়ি সভাপতি মো. আবদুল গণির সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাজুস উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটর রুহুল আমিন রাসেল, কার্যনির্বাহী সদস্য ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব মো. রিপনুল হাসান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য রাকিবুল ইসলাম চৌধুরী।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. কামাল আহম্মেদ করিম। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, পবিত্র গীতা পাঠ ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদায়ি কমিটির নেতৃবৃন্দ নবনির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

পরে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের ক্রেস্ট উপহার দেওয়া হয়। বার্ষিক সাধারণ সভা ও অভিষেক অনুষ্ঠানে জেলার প্রায় কয়েক শ স্বর্ণ ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন। বাজুসের নতুন জেলা কমিটিতে সভাপতি হিসেবে বিজন কর্মকার ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কামাল আহম্মেদ করিম দায়িত্ব নেন।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে বাজুস প্রেসিডেন্ট

সায়েম সোবহান আনভীরের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৯ জুন, ২০২২ ॥ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

গত ১৯ জুন রবিবার বিকাল সোয়া ৪টার দিকে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে ফুল দিয়ে সংগঠনের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান।

পরে তাঁরা এক মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে সুরা ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন।

এ সময় বাজুসের সাবেক সভাপতি ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়, বাজুসের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটর রুহুল আমিন রাসেল, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব ও কার্যনির্বাহী সদস্য রিপনুল হাসান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য ও কার্যনির্বাহী সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য রকিবুল ইসলাম চৌধুরীসহ বাজুস গোপালগঞ্জ জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গোপালগঞ্জে মতবিনিময় সভায় বক্তারা

‘ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতারণা ঠেকাতে বাজুস কাজ করছে’

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৯ জুন, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের সাবেক সভাপতি ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেছেন, ‘ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতারণা ঠেকাতে বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে কাজ করে যাচ্ছে বাজুস। সারা দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

করা হচ্ছে। যাতে কোথাও কোনো স্বর্ণ ব্যবসায়ীর হাতে ক্রেতা ঠকানোর ঘটনা না ঘটে। সারা দেশে ৪০ হাজার মানুষ এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। গুটিকয় লোকের জন্য আমরা এ ব্যবসা ধ্বংস হতে দিতে পারি না। তাই সারা দেশের আনাচকানাচে যেসব স্বর্ণ ব্যবসায়ী আছেন তাঁদের তালিকা তৈরি করে বাজুসের আওতায় আনা হচ্ছে।'

গত ১৯ জুন রবিবার সন্ধ্যায় গোপালগঞ্জ শহরের স্বর্ণপট্টির একটি রেস্টুরেন্টে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে বাজুসের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটর রুহুল আমিন রাসেল, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব ও কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য ও কার্যনির্বাহী সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য রকিবুল ইসলাম চৌধুরী, বাজুস গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সাবেক সভাপতি ধ্রুবলাল বসু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. নুরুল আমীন হুসাইন, খুলনা বাজুসের সভাপতি সমরেশ চন্দ্র সাহা, সাধারণ সম্পাদক শংকর কুমার কর্মকার, কোটালীপাড়া সমিতির সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার কর্মকার বক্তব্য দেন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন গোপালগঞ্জ বাজুস আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মেহেদী হাসান। মতবিনিময় সভা শেষে তিন সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিটি ও তিন সদস্যবিশিষ্ট আপিল কমিটি গঠন করা হয়।

ভারতের গোয়ায় হলো দুই দিনব্যাপী জুয়েলারি এক্সপো 'সোনার বাংলা'

জুয়েলারি শিল্পে যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহী ভারতের ব্যবসায়ীরা

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৮ জুন, ২০২২ ॥ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের জুয়েলারি শিল্পে নতুন নতুন কারখানা স্থাপনে যৌথভাবে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এ খাতে ভারতের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা।

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেছেন, 'বাংলাদেশের আছে দক্ষ স্বর্ণশিল্পী আর ভারতের আছে দক্ষ ডিজাইনার। দুই দেশের এ দুই ধরনের সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে যৌথভাবে মার্কেটিং করতে পারব। প্রতিবেশী দুই দেশ সম্মিলিতভাবে কাজ করলে বিশ্বে জুয়েলারি শিল্পে সবার ওপরে থাকব। আমাদের কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।'

গত ২৮ জুন ভারতের গোয়ায় হোটেল দ্য লীলায় ভারতীয় প্রতিষ্ঠান কেএনসি সার্ভিসেস আয়োজিত দুই দিনব্যাপী 'সোনার বাংলা' শীর্ষক জুয়েলারি এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর।

সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে বাজুস বলেছে, ওই অনুষ্ঠানে ভিডিওবার্তায় বক্তব্য দেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত।

এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক সাবরিনা সোবহান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাজুস সহসভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফরেন ট্রেড অ্যান্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্টসের চেয়ারম্যান বাদল চন্দ্র রায়, 'সোনার বাংলা' শীর্ষক মেলার আহ্বায়ক হাসমুখ পারেখ ও আয়োজক প্রতিষ্ঠান কেএনসি সার্ভিসেসের প্রতিষ্ঠাতা কান্তি নাগভেকার।

এর আগে বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর উপস্থিত অতিথিদের নিয়ে মেলার প্রবেশমুখে ফিতা কাটেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে জুয়েলারি শিল্পে ভারতের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একাধিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হয়েছেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। এ বৈঠকগুলোয় বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে জুয়েলারি শিল্পে গহনা তৈরির নতুন কারখানা স্থাপনে যৌথভাবে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ভারতের ব্যবসায়ীরা।

তাঁরা বাংলাদেশি কারিগরদের প্রশংসা করে বলেন, হাতে তৈরি গহনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুনাম রয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতের ব্যবসায়ীরা কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে চান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, 'জুয়েলারি খাতে বাংলাদেশ থেকে ভারত অনেক এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ এখন মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আমার অনুরোধ– ভারত আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুক। ভারতের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ-ভারত একসঙ্গে কাজ করলে উভয় দেশের ব্যবসায় উন্নতি ঘটবে। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা আমাদের ব্যবসা আরও প্রসারিত করতে পারব।'

বাজুস প্রেসিডেন্ট ভারতের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, 'বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের সদস্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনারা যৌথভাবে কারখানা স্থাপন করুন। বাজুস সদস্য নয়, এমন কোনো জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে আপনাদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করবেন না। বাংলাদেশের অনেক জুয়েলারি ব্যবসায়ী আছেন, যারা বাজুসের সদস্য না হয়ে এ ব্যবসার সুনাম ক্ষুণ্ন করছেন। তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা পরিচালনা করবেন না।'

সায়েম সোবহান আনভীর আরও বলেন, 'সোনার বাংলার মতো মেলার আয়োজন আপনারা যখনই করবেন, আমরা তখনই আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করব। অনুরূপভাবে আমরা যখন এ ধরনের মেলার আয়োজন করব,

তখন আপনারাও অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। কেএনসির আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। কেএনসির আতিথেয়তায় এক ধরনের আবেগ-অনুভূতি ছিল যা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।' তিনি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। ওই অনুষ্ঠানে ভিডিওবার্তায় গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেন, 'রাষ্ট্রীয় জরুরি কাজ থাকায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করছি। গোয়ায় আসার জন্য বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আমরা বাংলাদেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের কারিগরি সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। ভারত-বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক আরও উন্নত হোক।'

বাজুস সহসভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফরেন ট্রেড অ্যান্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্টসের চেয়ারম্যান বাদল চন্দ্র রায় বলেন, 'ভারত ও বাংলাদেশ ভাই ভাই। আমরা একে অন্যের কাজে সহযোগিতা করব। বর্তমানে বাংলাদেশের ভিশন ম্যানুফ্যাকচারিং। আর এ লক্ষ্য অর্জনে ভারতকে বাংলাদেশের পাশে চাই। বাংলাদেশের জুয়েলারি ব্যবসা দিন দিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের জিডিপিতে জুয়েলারি খাত অবদান রাখছে। বাংলাদেশের জিডিপি যেটুকু উন্নতি করছে তার পেছনে জুয়েলারি ব্যবসা সহায়ক ভূমিকা রাখছে।'

কেএনসি সার্ভিসেসের প্রতিষ্ঠাতা কান্তি নাগভেকার বলেন, 'আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর সোনার বাংলা জুয়েলারি মেলায় অংশগ্রহণ করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের ভিশন এখন জুয়েলারি ম্যানুফ্যাকচারিং। এজন্য দরকার কারিগরি সহযোগিতা। কেএনসি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের কাজে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে। দুই দেশের উদ্দেশ্য যাতে অর্জিত হয় কেএনসি সার্ভিসেস সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।'

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া জুয়েলারি এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বালন ও দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে ২৯ জুন মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আগত জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। দুই দিনের এ মেলায় মোট ৩৫টি স্টলে গোল্ড ও ডায়মন্ড জুয়েলারি প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশের প্রায় ৫০টি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দর্শনার্থী হিসেবে মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। এ মেলার মাধ্যমে নিত্যনতুন ডিজাইনের

অলংকারের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে এবং অনেক জুয়েলারি ব্যবসায়ী ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য কারখানা স্থাপনে উৎসাহিত হয়েছেন। এর ফলে দেশি জুয়েলারি শিল্পকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে স্বর্ণালংকার রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি হবে এবং আমাদের জিডিপি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

একই দিন বিকালে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। এ সময় বাজুস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের সহযোগিতা কামনা করেন। দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জুয়েলারি শিল্পে নতুন দিক উন্মোচনে আমরা বদ্ধপরিকর

–প্রমোদ সাওয়ান্ত

মুখ্যমন্ত্রী, গোয়া, ভারত

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৮ জুন, ২০২২ : ভারতের অঙ্গরাজ্য গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেছেন, 'জুয়েলারি শিল্পে নতুন দিক উন্মোচনের জন্য আমাদের পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে। ভবিষ্যতে দুই দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে উন্নতির জোয়ার আসবে।' গত ২৮ জুন গোয়ার পাঁচতারা হোটেল দ্য লীলায় আয়োজিত হয় 'সোনার বাংলা' শিরোনামে বর্ণাঢ্য জুয়েলারি এক্সপো। ভারতীয় সংস্থা কেএনসি সার্ভিসেস আয়োজিত জুয়েলারি এক্সপোয় অংশ নেয় বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস।

ফিতা কেটে প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। দুই দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের মধ্যকার এ সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন প্রমোদ সাওয়ান্ত। এ সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেন, 'এটি এক অনন্য সম্মানের বিষয় যে সোনার বাংলা সম্মেলনের প্রথম আসরে আপনারা আমার রাজ্য গোয়াকে বেছে নিয়েছেন।' বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের সঙ্গে অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায়িক সম্ভাবনা এবং নতুন উদ্যোগ নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার জন্য আলোচনা চালিয়ে যেতে চান বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেন, 'গোয়া প্রধানত পর্যটনশিল্পে উন্নতি লাভ করলেও জুয়েলারি শিল্পে নতুন দিক উন্মোচনে আমরা বদ্ধপরিকর এবং আমাদের পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে।' স্বর্ণ ব্যবসায় দুই দেশের এ মিলনমেলাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, 'সোনার বাংলা, কেএনসি সার্ভিসেস এবং বাজুসের পাশে আছি। ভারত ও বাংলাদেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক দীর্ঘজীবী হোক।' 'সোনার বাংলা' শীর্ষক সম্মেলন ফলপ্রসূ করতে আয়োজকদের প্রতি শুভকামনা জানান তিনি।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের পক্ষ থেকে ভারতের গোয়ায় এ ধরনের অনুষ্ঠান এবারই প্রথম। প্রদর্শনীতে ভারতের মোট ৩৫টি স্বনামধন্য জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। ফলে ভারত ও বাংলাদেশ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নিরিখে এ অনুষ্ঠানের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে, যার ফলে ভবিষ্যতে দুই দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে উন্নতির জোয়ার আসবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি এ ধরনের একটি ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এমন একটি আয়োজনে ভারতের অঙ্গরাজ্য গোয়ায় আপনাদের অতিথি হিসেবে পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সোনার বাংলা সম্মেলন ফলপ্রসূ করতে আপনাদের প্রতি রইল আমার শুভকামনা।' দুই দেশের স্বর্ণশিল্পকে একযোগে এগিয়ে নিতে উদ্যোগ গ্রহণ করায় বাজুস সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীরকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ঢাকা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা

সারা দেশে জুয়েলারি শিল্প কারখানা গড়ে তোলার আহ্বান সায়েম সোবহান আনভীরের

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ২৬ জুলাই, ২০২২ ॥ দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সারা দেশে জুয়েলারি শিল্প কারখানা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। তিনি বলেন, 'আপনারা যে যেখানে পারেন একক বা যৌথভাবে ছোট ছোট শিল্প তৈরি করেন। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে স্বর্ণালংকার রপ্তানি করেন।'

আজ মঙ্গলবার দুপুরে বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের বাজুস কার্যালয়ে ঢাকা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা, ২০২২-এ প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এ কথা বলেন। বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়ের সভাপতিত্বে প্রতিনিধি সভায় বাজুসের সাবেক সভাপতি এম এ ওয়াদুদ খান, উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেলসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, 'আজ যাঁরা ঢাকা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভায় এসেছেন তাঁদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সব ব্যবসায়ীকে এক হতে হবে। কারণ মাথা যদি ঠিক না থাকে তাহলে সারা দেশ ঠিক থাকবে না। এজন্য আপনারা একজন আরেকজনকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। আমি আমার পুরো কমিটিসহ বাংলাদেশ আপনাদের সঙ্গে আছে। একজন আরেকজনকে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে সহযোগিতা করেন। সবাই এক না হলে জাতীয় যে মূল্যের সমস্যার কথা বলছেন তা সমাধান করা যাবে না। এজন্য একজন আরেকজনকে উৎসাহী করেন। আমরা সবাই এক পরিবার আর পরিবারের দায়িত্ব হলো একজন আরেকজনকে দেখে রাখা।'

আমাদের অনেক দূর যেতে হবে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'আপনারা যে যেখানে পারেন একক বা যৌথভাবে ছোট ছোট শিল্প তৈরি করেন। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে স্বর্ণালংকার রপ্তানি করেন। আমি চাই আপনারা দেশে জুয়েলারি শিল্প তৈরি

করেন। দেশ-বিদেশে ঘোরেন। বিদেশে রপ্তানির চিন্তা করেন। শুধু জেলাভিত্তিক থাকলে চলবে না, দেশব্যাপী করতে হবে। এজন্য বড় চিন্তা করতে হবে। আর বড় চিন্তা করতে মেধার প্রয়োজন হয়। মেধার জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরতে হবে। সেখান থেকে দেখে এসে দেশে শিল্প করেন। তিল তিল করে তাল হবে। এ ক্ষেত্রে সব ধরনের সহায়তার জন্য আপনাদের পাশে আছি।'

ভ্যাট-ট্যাক্স নিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা যে ভ্যাট-ট্যাক্সের সুবিধা চাচ্চেন সেটা গার্মেন্ট শিল্প পেয়ে থাকলে তার থেকে বেশি আপনারা পাবেন।' বাজুস প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আপনাদের কাছে আমার একটাই আশা– আপনারা সবাই আগে বাজুসের সদস্য হোন। সদস্য না হলে আগামীতে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে যাবে। বর্তমানে মেম্বারশিপ নিতে যে সহজ প্রক্রিয়া রয়েছে আগামীতে তা না-ও থাকতে পারে। তাই যত দ্রুত পারেন মেম্বারশিপ নেন।'

বাজুসের সাবেক সভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেন, 'সরকার স্বর্ণ নীতিমালা ঘোষণা দিয়েছে। তবে এ নীতিমালা পরিপূর্ণ নয়। স্বর্ণ নীতিমালায় শুধু আমদানির ব্যবস্থা আছে কিন্তু রপ্তানি করা, শিল্প গঠন করাসহ আরও বেশকিছু বিষয় আমরা নীতিমালায় পাইনি। ফলে যাঁরা স্বর্ণের ডিলার রয়েছেন তাঁরা আনতে পারছেন না। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি স্বনির্ভর দেশে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বাজুসের দায়িত্ব নেওয়ার পর ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা আর বিদেশনির্ভর থাকবেন না। এ দেশেই শিল্প কারখানা স্থাপন করে স্বর্ণালংকার তৈরি করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি করা হবে।'

তিনি বলেন, 'একক বা যৌথভাবে এ কারখানা হবে। এতে যদি আইনি বা আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। ক্ষুদ্র, বড় ও মাঝারি আকারে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সে প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের স্বর্ণশিল্পীদের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণ নীতিমালা ঘোষণা দিয়েছে সরকার। এ নীতিমালা শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হলে দেশের সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে বাজুসের সদস্য হতে হবে এবং একসঙ্গে কাজ করতে হবে। শুধু ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে সদস্য হতে পারবেন। এতে কোনো ফি লাগবে না। ইতোমধ্যে ২০-২২ হাজার সদস্য হয়েছেন। আশা করি সবাইকেই সদস্য করতে পারব। কারণ সদস্য ছাড়া কেউ এ ব্যবসা করতে পারবে না। এ বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজ করছি। যদি কোনো ব্যবসায়ীকে প্রশাসন অযথা হয়রানি করে তাহলে বাজুস সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে।'

বাজুসের সাবেক সভাপতি এম এ ওয়াদুদ খান বলেন, 'স্বর্ণ ব্যবসা করতে হলে সবাইকে বাজুসের সদস্য হতে হবে। আর সদস্য হতে শুধু ট্রেড লাইসেন্স লাগে। আগামীতে কেউ ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করতে পারবে না। এজন্য আমরা জেলা প্রশাসককে চিঠি দেব। অনেকে অভিযোগ করেন প্রশাসন হয়রানি করে। এ থেকে মুক্তি পেতে ব্যবসায়ীদের স্বর্ণ কেনার সময় অবশ্যই বিক্রেতার জাতীয় পরিচয়পত্র নিতে হবে। তাহলে পুলিশের হয়রানি কমে যাবে। এর ফলে নির্দ্বিধায় ব্যবসা করতে পারবেন। এ ছাড়া সনাতনি পদ্ধতিতে স্বর্ণালংকার তৈরি করা অপরাধ। এটা নিষিদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে আইন করে বন্ধ করতে হবে।' এটা বাস্তবায়ন করলে সারা দেশে স্বর্ণের দামে এক রেট চালু করা সম্ভব হবে বলে জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলন

অবৈধ স্বর্ণে বছরে পাচার ৭৩ হাজার কোটি টাকা : বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৩ আগস্ট, ২০২২ ॥ সারা দেশের জল, স্থল ও আকাশ পথে প্রতি বছর সোনা চোরাচালানের মাধ্যমে প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা পাচার হয় বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস। বাজুস বলেছে, পোদ্দার সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি সোনার পাইকারি বাজার। ফলে জুয়েলারি শিল্পে শৃঙ্খলা আনতে কঠোর অভিযানের বিকল্প নেই। প্রয়োজন কড়া গোয়েন্দা নজরদারি। চোরাচালানে জব্দ সোনার ২৫ শতাংশ কাস্টমসসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদের পুরস্কার হিসেবে প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি সারা দেশে নিম্নমানের সোনা ও ডায়মন্ডের অলংকার তৈরি এবং বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সরকারের সহায়তা নিয়ে অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে বাজুস।

গত ১৩ আগস্ট শনিবার রাজধানীর বসুন্ধরা সিটিতে সংগঠনটির কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া লিখিত বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্টের চেয়ারম্যান এনামুল হক খান দোলন। এতে উপস্থিত ছিলেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্টের ভাইস চেয়ারম্যান বিধান মালাকার, সদস্যসচিব ইকবাল উদ্দিন, সদস্য স্বপন চন্দ্র কর্মকার, বিকাশ ঘোষ ও বাবুল রহমান। সারা দেশে জুয়েলারি শিল্পের চলমান সংকট ও সমস্যা, দেশি-বিদেশি চোরাকারবারি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য, অর্থ পাচার ও চোরাচালান বন্ধে কাস্টমসসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জোরালো অভিযানের দাবিতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে দেশের ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য সংগঠন বাজুস।

সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া লিখিত বক্তব্যে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ তুলে ধরে এনামুল হক খান দোলন বলেন, বাজুসের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী প্রবাসী শ্রমিকদের রক্ত-ঘামে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার করে প্রতিদিন সারা দেশের জল, স্থল ও আকাশ পথে কমপক্ষে প্রায় ২০০ কোটি টাকার অবৈধ সোনার অলংকার ও বার চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসছে; যা ৩৬৫ দিন বা এক বছর শেষে দাঁড়ায় প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা। দেশে চলমান ডলার সংকটে এই ৭৩ হাজার কোটি টাকার অর্থ পাচার ও চোরাচালান বন্ধে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

সারা দেশে জুয়েলারি শিল্পের নিরাপত্তা দাবি বাজুসের

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ॥ সারা দেশে জুয়েলারি শিল্পের নিরাপত্তার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস। বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্ট আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সারা দেশে জুয়েলারি শিল্পের চলমান সংকট ও সমস্যা, দেশি-বিদেশি চোরাকারবারি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য, অর্থ পাচার ও চোরাচালান বন্ধে কাস্টমসসহ আইন প্রয়োগকারী সব সংস্থার জোরালো অভিযানের দাবি জানিয়ে গত ১৩ আগস্ট ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য সংগঠন বাজুস সংবাদ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল। এ সংবাদ সম্মেলনের পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে। বাজুসের আহ্বানে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআরের কাস্টমস বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ব্যাপক সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন স্থানে জুয়েলারি দোকানে চুরি ও প্রকাশ্যে ডাকাতির ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১ আগস্ট গভীর রাতে ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার কলাতিয়া বাজারের মন্দির মার্কেটের কাঁকন জুয়েলার্সে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল দোকান থেকে প্রায় ১৫০ ভরি স্বর্ণের ও ২ কেজি রুপার গহনা নিয়ে যায়। গত ২৯ জুলাই মিরপুরের রূপনগরে রজনীগন্ধা মার্কেটে দিনদুপুরে নিউ বিসমিল্লাহ জুয়েলার্সে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল দোকান থেকে প্রায় ৪০ ভরি স্বর্ণ ও ৫০ ভরি রুপা নিয়ে যায়।

গত ২০ জুলাই ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার প্রদীপ জুয়েলার্সে প্রকাশ্যে ককটেল ফাটিয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়। ডাকাত দল দোকান থেকে প্রায় ৫০ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। এ সময় ডাকাতের গুলিতে দোকান মালিক অধীর কর্মকার গুরুতর আহত হন।

গত ৬ জুন ময়মনসিংহের ট্রাংকপট্টিতে বর্ষা জুয়েলার্সে চুরির ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ২৪ এপ্রিল রাত সাড়ে ১০টা থেকে ২৫ এপ্রিল সকাল ৯টার মধ্যে যে-কোনো সময় রাজধানী ঢাকার রাজারবাগ কালী মন্দির মার্কেটে মা গোল্ড হাউজে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে সবুজবাগ থানায় মামলা দায়ের করা হয়। গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টা থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা ৪০ মিনিটের মধ্যে যে-কোনো সময় রাজধানী ঢাকার কচুক্ষেত রজনীগন্ধা টাওয়ারের রাঙাপরীতে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে ভাসানটেক থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এ ছাড়া গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জের কালীবাজারে কার্ত্তিক জুয়েলার্সে দুর্ধর্ষ চুরি সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ মডেল থানায় চুরির মামলা দায়ের করা হয়। গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ৯টা থেকে ১৮ ডিসেম্বর সকাল ৮টা ১০ মিনেটের মধ্যে যে-কোনো সময় রাজধানীর রমনা মডেল থানার কর্ণফুলী গার্ডেন সিটি শপিং কমপ্লেক্সের মোহনা জুয়েলার্স ও বেস্ট এন্ড বেস্ট গোল্ড ক্রিয়েশন জুয়েল এভিনিউ প্রতিষ্ঠানে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে রমনা মডেল মামলা দায়ের করা হয়। সর্বশেষ ৬ সেপ্টেম্বর বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বাজুস সদস্য ধীমান ধরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত ও শোক প্রকাশ করছি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আমরা ঘটনাগুলো দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনা এবং চুরি হওয়া স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সারা দেশের জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা জোরদার করার অনুরোধ জানাচ্ছি। বাজুস মনে করে, সারা দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও ব্যবসায়িক সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্টের চেয়ারম্যান এনামুল হক খান দোলন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়, বাজুসের সহসভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের চেয়ারম্যান গুলজার আহমেদ, সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান, বাজুসের কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, জয়দেব সাহা, ইকবাল উদ্দিন, কার্ত্তিক কর্মকার, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন অ্যান্টি স্মাগলিং অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্টের সদস্য বিপুল ঘোষ শংকর, স্বপন চন্দ্র কর্মকার, বিকাশ ঘোষ ও বাবুল রহমান।

সিলেটে বাজুস নেতৃবৃন্দ

বিদেশিরা স্বর্ণশিল্পে বিনিয়োগ করলেও শোরুম খুলতে পারবে না।

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ॥ বিদেশিরা বাংলাদেশে স্বর্ণশিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন জানিয়ে বাজুস নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বিদেশিরা বিনিয়োগ করলে স্বর্ণশিল্প উপকৃত হবে। তবে বিনিয়োগকারীরা যাতে দেশে শোরুম খুলতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের উৎপাদিত স্বর্ণালংকার দেশে বিক্রি করতে চাইলে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে করতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগের আড়ালে যাতে দেশের স্বর্ণশিল্প ধ্বংস না হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস সিলেট জেলা শাখা আয়োজিত মতবিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, একসময় স্বর্ণশিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু নীতিমালার অভাবে দিন দিন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যায় এ শিল্প। বাজুস সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীরের হাত ধরে স্বর্ণশিল্প হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে যাচ্ছে। এজন্য তিনি সারা দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের এক ছাতার নিচে আনার চেষ্টা করছেন। একটি নীতিমালার অভাবে দেশের স্বর্ণশিল্প হুমকির মুখে পড়েছিল। কলঙ্কের তিলক পরে ব্যবসায়ীদের স্বর্ণ ব্যবসা করতে হচ্ছিল। সায়েম সোবহান আনভীরের দক্ষ নেতৃত্বে নীতিমালা হয়েছে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা কলঙ্কমুক্ত হয়েছেন। এক বছর আগেও বাজুসের সদস্যাসংখ্যা ছিল মাত্র ৮-১০ হাজার।

সায়েম সোবহান আনভীর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর সারা দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন। দেশের সব স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে বাজুসের আওতায় আনতে প্রতিটি জেলায় মতবিনিময় ও সম্মেলন হচ্ছে। গতিশীল কমিটি গঠন

করা হচ্ছে। দেশের স্বর্ণশিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সায়েম সোবহান আনভীর। তিনি বাজুসের মাধ্যমে দেশে স্বর্ণশিল্পে বিপ্লব ঘটাতে চান।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী জুয়েলার্স শিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য বাজুস দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে স্বর্ণালংকার রপ্তানি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে স্বর্ণশিল্পীরা আবারও তাঁদের পুরনো পেশায় ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। স্বর্ণশিল্পের সুদিন ফিরবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। দেশে স্বর্ণশিল্প কারখানা তৈরি হবে।

তাঁরা বলেন, দেশে স্বর্ণ কারখানা স্থাপিত হলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও স্বর্ণ রপ্তানি সম্ভব হবে। গার্মেন্টসের পরই স্বর্ণশিল্প হবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যম।

বাজুস সিলেট জেলা শাখার সভাপতি মাহবুবুর রহমান সওদাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাজুসের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের চেয়ারম্যান গুলজার আহমেদ।

প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন বাজুসের সাবেক সভাপতি এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাজুসের সহসভাপতি এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, বাজুসের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটর রুহুল আমিন রাসেল, বাজুসের সহসম্পাদক এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন খোকন। স্বাগত বক্তব্য দেন বাজুস সিলেট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বাবুল আহমদ।

পরে সিলেট জেলার নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ডের সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়।

রাজবাড়ীতে মতবিনিময় সভা

ভ্যাট ছাড়া কেউ স্বর্ণ বিক্রি করবেন না : বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৪ অক্টোবর, ২০২২ ॥ রাজবাড়ীতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ অক্টোবর শুক্রবার বিকালে রাজবাড়ী শিল্পকলা একাডেমিতে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাজুস রাজবাড়ী জেলা সভাপতি জয়দেব কর্মকারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. দিলীপ কুমার রায় বলেন, ভ্যাট ছাড়া কেউ স্বর্ণ বিক্রি করবেন না। আমাদের বাজুস সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে নবজাগরণ তৈরি হয়েছে। এখন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা আশার আলো দেখছেন। তাঁর হাত ধরেই এ ব্যবসায় স্বর্ণযুগ ফিরেছে। এর আগে কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। বর্তমানে তিনি সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

প্রশাসনিক সমস্যা দূর করতে বাজুসের শীর্ষ নেতৃত্ব দেশের বিভিন্ন স্থানে ছুটে যাচ্ছেন। ভোগান্তি দূর করতে সবাইকে হলমার্কযুক্ত স্বর্ণ কেনাবেচার আহ্বান করা হয়। প্রতিদিন মিডিয়ায় স্বর্ণের দাম নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। তার থেকে কম দামে যারা স্বর্ণ কেনেন তারা নিশ্চিত প্রতারিত হচ্ছেন বলে জানান ডা. দিলীপ কুমার রায়।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব ও কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ।

সভায় বাজুসের রাজবাড়ী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. আবুল হাসেম, পাংশা উপজেলা জুয়েলারি মালিক সমিতির সভাপতি সুনীল বিশ্বাস, গোয়ালন্দ জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রণজিৎ পোদ্দার, অন্যান্য উপজেলা নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা বক্তব্য দেন।

মতবিনিময় সভা শেষে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে রাজবাড়ী জেলা শাখার পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ফরিদপুরে প্রতিনিধি সভা

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৪ অক্টোবর, ২০২২ ॥ বাজুস ফরিদপুর জেলা শাখা আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায়। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ ও রিপনুল হাসান। সভাপতিত্ব করেন বাজুস ফরিদপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক নন্দকুমার বড়াল।

নড়াইলে মতবিনিময় সভা

সবাইকে এক রেটে স্বর্ণ বিক্রি করতে হবে : বাজুস

বাজুস সংবাদ পরিক্রমা : ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ॥ ভ্যাট ও মজুরি ছাড়া কেউ স্বর্ণ বিক্রি করবেন না। সারা দেশে বাজুস কর্তৃক নির্ধারিত রেটে সবাইকে স্বর্ণ বিক্রি করতে হবে।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস নড়াইল জেলা শাখার আয়োজনে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বাজুসের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

গত ১৫ অক্টোবর নড়াইলের রূপগঞ্জ বাজারে বেস্ট কমিউনিটি সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নড়াইলের বাজুস সভাপতি স্বপন কুমার বিশ্বাস।

প্রধান অতিথি বলেন, 'স্বর্ণের গুণগত মান ঠিক রাখতে হবে এবং ভ্যাট ও মজুরি নিয়ে স্বর্ণ বেচাকেনা করতে হবে। কেনার সময় অবশ্যই বিক্রেতার মালিকানার প্রমাণ দিতে হবে। যদি দিতে না পারে তাহলে তার জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নম্বর রাখতে হবে। এ সময় কমপক্ষে দুজন সাক্ষী থাকতে হবে, প্রয়োজনে ছবি তুলে রাখুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাজুস উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটর রুহুল আমিন রাসেল, সহসম্পাদক ও ভাইস চেয়ারম্যান বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপ মাসুদুর রহমান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য রকিবুল ইসলাম চৌধুরী। বাজুস নড়াইলের সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল কুমার রায়ের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন কালিয়া উপজেলা জুয়েলার্স সমিতির সভাপতি গুরুদাস স্বর্ণকার, লোহাগড়া উপজেলা সভাপতি নির্মল কুমার পোদ্দার, নড়াইলের সহসভাপতি দিলীপ কুমার রায়, সাইফুল আলম, স্বর্ণ ব্যবসায়ী রীনা রাহা, গৌতম সাহা প্রমুখ।

ভারতের মুম্বাইয়ে জিজেইপিসির মেলায় অংশগ্রহণের চিত্র

গত ৪-৮ আগস্ট ভারতের জেম অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল- জিজেইপিসি আয়োজিত মেলায় সংস্থাটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাজুস প্রতিনিধি দল

ভারতের জিজেইপিসি আয়োজিত মেলায় ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের শীর্ষ কর্মকর্তার সঙ্গে বাজুস প্রতিনিধি দল

ছবিতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স মিট-২০২২

গত ১১ সেপ্টেম্বর বাজুসের সহযোগিতায় অল ইন্ডিয়া জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ডমেস্টিক কাউন্সিল আয়োজিত জুয়েলার্স মিট

ভারতের মুম্বাইয়ে জেম অ্যান্ড জুয়েলারি শোতে অংশগ্রহণের চিত্র

গত ২২-২৫ সেপ্টেম্বর মুম্বাইয়ে অল ইন্ডিয়া জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ডমেস্টিক কাউন্সিল আয়োজিত মেলায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বাজুস প্রতিনিধি দল। নিচের ছবিতে বাজুস প্রতিনিধি দলের সদস্যরা

বড় অর্জনের জন্য জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে
–বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস প্রেসিডেন্ট ও দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর বলেছেন, দেশে স্বর্ণ উৎপাদনে সরকার সব সুবিধা দিতে প্রস্তুত আছে। জুয়েলারি শিল্পের বড় কিছু অর্জনের জন্য দেশের সব জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

গত ২১ নভেম্বর চট্টগ্রামের পাঁচ তারকা হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু মিলনায়তনে বাজুস চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। তিনি বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারি লিমিটেডেরও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক আহমেদ ওয়ালিদ সোবহান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট আমিন হেলালী বলেন, বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণ রপ্তানি হবে শুনতেই ভালো লাগছে। আমি মনে করি এই জুয়েলারি শিল্প সফল হবে। আগামী পাঁচ-দশ বছরেই দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকে ছাড়িয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিম বলেন, দেশের প্রথম কমোডিটি এক্সচেঞ্জ লেনদেন প্রথম শুরু হবে স্বর্ণ দিয়ে। আর এ কারণেই বাজুসের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এজন্য বাজুসকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা পরিকল্পনা করেছি ঐতিহাসিক এ যাত্রা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দিয়ে উদ্বোধন করার।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম বলেন, বাইরে থেকে অপরিশোধিত স্বর্ণ এনে পরিশোধন হবে বাংলাদেশে। আর সেই পরিশোধন থেকে পাওয়া বাইপ্রোডাক্ট দিয়ে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠবে। এটা বসুন্ধরা গ্রুপের অসম্ভব সাহসী উদ্যোগ। ইতিহাস এক দিনে রচিত হয় না।

স্বর্ণ চোরাচালান ও অর্থ পাচার বন্ধে একসঙ্গে কাজ করবে বিএফআইইউ ও বাজুস

–সায়েম সোবহান আনভীর

স্বর্ণ চোরাচালান, অর্থ পাচার বন্ধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং বাজুস একসঙ্গে কাজ করবে। বাজুসের কোনো সদস্য যদি অর্থ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাজুস চায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে থাকা স্বর্ণ দ্রুত নিলামে দেওয়া হোক।

গত ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ও বাজুস প্রতিনিধি দলের বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর।

বিএফআইইউর প্রধান কর্মকর্তা মো. মাসুদ বিশ্বাস বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশ নেয়।

বাজুস সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ও সাবেক সভাপতি এনামুল হক দোলন সাংবাদিকদের বলেন, 'বাজুসের কোনো সদস্য স্বর্ণ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত নন।

বৈঠকে বিএফআইইউর প্রধান বলেন, 'মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের মতো আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় অবস্থান রয়েছে। দুর্নীতি, মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে।' তিনি বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউর ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

বৈঠকে বাজুস নেতারা বলেন, জুয়েলারি শিল্পে সোনা চোরাচালান বড় ধরনের সংকট ও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোরাচালান শুধু দুর্নীতিকে উৎসাহিত করছে না, বরং এর ফলে অর্থনৈতিক সংকট বাড়ছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রবাসী শ্রমিকদের রক্ত-ঘামে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার করে সারা দেশের জল, স্থল ও আকাশ পথে প্রতিদিন কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকার অবৈধ সোনার অলংকার ও বার চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসছে; যা বছর শেষে দাঁড়ায় প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা। এজন্য সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

বৈঠকে সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে বাজুসের পক্ষ থেকে সাত দফা প্রস্তাব পেশ করা হয়। সেগুলো হলো–

১. সোনা চোরাচালান ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং চোরাকারবারিদের চিহ্নিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাজুসের সমন্বয়ে যৌথ মনিটরিং সেল গঠন করা।

২. চোরাকারবারিরা যাতে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে আরও কঠোর আইন প্রণয়ন করা।

৩. সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেমন বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশের জোরালো অভিযান নিশ্চিত করা।

৪. চোরাচালান প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সদস্যদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উদ্ধার হওয়া সোনার মোট পরিমাণের ২৫ শতাংশ সংস্থাসমূহের সদস্যদের পুরস্কার হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. ব্যাগেজ রুলের আওতায় সোনার বার ও অলংকার আনার সুবিধা অপব্যবহারের কারণে ডলার সংকট, চোরাচালান ও মানি লন্ডারিংয়ে কী প্রভাব পড়ছে, তা নিরূপণে বাজুসকে যুক্ত করে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা করা।

৬. অবৈধ উপায়ে কোনো চোরাকারবারি যেন সোনার বার বা অলংকার দেশে আনতে এবং বিদেশে পাচার করতে না পারে, সেজন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

৭. জল, স্থল ও আকাশ পথ ব্যবহার করে অবৈধ উপায়ে কেউ যাতে সোনার বার বা অলংকার আনতে না পারে এজন্য কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের পুলিশি হয়রানি না করার আশ্বাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

সিলেটে জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের পুলিশি হয়রানি না করার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি। গত ২৮ নভেম্বর রাতে বাজুস প্রতিনিধি দল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসায় সাক্ষাৎকালে এ আশ্বাস দেন তিনি। ওই দিন সকালে সিলেটে জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে রাতে বাজুস নেতারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। বাজুস প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায় ও এনামুল হক খান দোলন, সহসভাপতি গুলজার আহমেদ ও ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন, উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য রিপনুল হাসান।

দেশের উন্নয়নে জুয়েলারি খাতের বিকল্প নেই

–সায়েম সোবহান আনভীর

দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেছেন, দেশের উন্নয়নে জুয়েলারি খাতের বিকল্প নেই। আমার কাজ ছিল জুয়েলারি খাত গুছিয়ে আনা। সেটা করেছি। এখন এ শিল্পকে ধরে রেখে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ সারা দেশের ৪০ হাজার জুয়েলারি ব্যবসায়ীর। বাংলাদেশে এই যে বড় বড় উন্নয়ন হচ্ছে, আরও উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে এগুলো একটা সময় আমার কাছে স্বপ্ন মনে হতো। কিন্তু আমার এখন অনেক সাহস হয়ে গেছে। আমি এখন বাংলাদেশে যে-কোনো মেগা শিল্পকারখানা করার জন্য প্রস্তুত। কারণ আমার এই শক্তির জোগান দিচ্ছে সরকার। এ সরকার গত ১৪ বছরে দেশের উন্নয়নে মিরাকেল ঘটিয়েছে, যা বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অবিশ্বাস্য রোল মডেল। আমি আজ বাংলাদেশি হিসেবে গর্ববোধ করি।

গত ১৫ ডিসেম্বর রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা-আইসিসিবিতে অনুষ্ঠিত 'বাজুস সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, ২০২২'-এ সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর।

তিনি জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে আরও বলেন, আমি সব সময় ইতিবাচক চিন্তা করি। আমার অনুপ্রেরণা ইতিবাচকত, উৎপাদনশীল এবং অগ্রগতি। আর ভালো কাজে বাধা আসবে, এটাই স্বাভাবিক। ভালো কাজ করতে কষ্ট হবেই। এটার সুফল অনেক বড় এবং স্থায়ী। যে-কোনো জিনিসই প্যারেন্ট থেকে শুরু, ফ্লাটলাইন থেকে শুরু। তো আমি মনে করি, বাজুস আমি ফ্লাটলাইন থেকে শুরু করেছি। আই উইল গো স্টেস বাই স্টেস নাউ। একটা একটা করে ফ্লোর বানিয়ে যাব। এটাই আমার অনুপ্রেরণা, এটাই আমার উৎসাহ, এটাই আমার চিন্তা, এটাই আমার ধারণা এবং আমি এটাই করব। এ কাজ করার জন্য যা যা দরকার, যে যে জায়গায় যাওয়া দরকার আমি তা-ই করব। এ শিল্পকে শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা দুনিয়াতেই নিয়ে যাব আমি। সবার কাছে বলব বাংলাদেশে আসুন।

বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, আমি বাংলাদেশ, আপনি বাংলাদেশ। বিশ্ববাজারে আমরা আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি, এজন্য নিজেদের গর্ববোধ করা উচিত। এখন সব জায়গায় কোনো কিছু কিনতে গেলে মেড ইন চায়না দেখা যায়। বর্তমানে কিছু জায়গায় মেড ইন বাংলাদেশও দেখা যায়। আর কিছু না হলেও বাংলাদেশি পোশাকপণ্য দেখা যায়। আমি চাই, আগামী দিনে বাংলাদেশি জুয়েলারি খাতের নামও বিশ্বের বুকে থাকুক। এটা আমাদের সোনার বাংলাদেশ, সোনা দিয়েই ভরতে হবে। তামা দিয়ে হবে না। আমরা তামা-সিলভার না। আমরা সোনার বাংলাদেশ। আমার যে জুয়েলারি কারখানা হচ্ছে, সেখানে প্রায় ১২ হাজার ভরি উৎপাদন করব। প্রাথমিকভাবে ৬ হাজার শ্রমিক কাজ করবেন। আমি পাঁচ বছরের যে রোডম্যাপ করেছি সেখানে প্রায় ৩০ হাজার ভরি পর্যন্ত গহনা তৈরি করব। প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার লোক আমার কারখানায় কাজ করবেন। আমার মতো যদি আরও ১০ জন উদ্যোক্তা আসেন, এ জুয়েলারি শিল্প বাংলাদেশকে উজ্জ্বল করবে। ধীরে ধীরে এ শিল্প অন্য শিল্পকে ছাড়িয়ে যাবে।

বাজুস সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় মনোমুগ্ধকর বর্ণিল আয়োজনে গান পরিবেশন করেন দেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ও বাজুস অ্যাম্বাসাডর মমতাজ বেগম এমপি। তিনি বাজুসের থিম সং 'নারী হয় অনন্যা রূপের অংহকারে/সেই রূপ অপরূপ সোনার অলংকারে' শীর্ষক সংগীতের মধ্য দিয়ে একে একে তাঁর জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন। বাজুসের থিম সংটি লিখেছেন খ্যাতনামা গীতিকার কবির বকুল। সুর করেছেন ক্লোজআপ ওয়ান তারকা কিশোর দাস।

অনুষ্ঠান রাজধানী ঢাকার সব বাজুস সদস্য, সারা দেশের জেলা শাখাগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা শাখাগুলোর সভাপতিসহ প্রায় দেড় হাজার জুয়েলারি ব্যবসায়ীর মিলনমেলায় পরিণত হয়। এর আগে দুপুরে সারা দেশের জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা বাজুস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সভায় সাংগঠনিক দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর।

এ ছাড়া আইসিসিবিতে বিকালে জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে জাতীয় প্রতিনিধি সভা-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সারা দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ী নেতাদের কাছে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও সাংগঠনিক কর্মপরিধি তুলে ধরেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীয় কুমার রায় ও এনামুল হক খান দোলন, সহসভাপতি গুলজার আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, এম এ হান্নান আজাদ, বাদল চন্দ্র রায়, ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন, সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা প্রমুখ।

পঞ্চগড়ে মতবিনিময় সভা

বাজুস পঞ্চগড় জেলা শাখার আয়োজনে গত ১৮ অক্টোবর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য এনামুল হক সোহেল। বক্তব্য দেন- জেলা বাজুস সভাপতি নবীনচন্দ্র বণিক, বাজুস সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন রায় বণিক রনি।

দিনাজপুরে মতবিনিময় সভা

বাজুস দিনাজপুর জেলা শাখার আয়োজনে গত ১৯ অক্টোবর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, বাজুসের কার্যনির্বাহী সদস্য সদস্য সচিব মো. রিপনুল হাসান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য এনামুল হক সোহেল। বক্তব্য দেন বাজুস দিনাজপুর জেলা সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোখলেছার রহমান।

নীলফামারীতে মতবিনিময় সভা

বাজুস নীলফামারী জেলা শাখার আয়োজনে গত ১৯ অক্টোবর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, বাজুসের কার্যনির্বাহী সদস্য সদস্য সচিব মো. রিপনুল হাসান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য এনামুল হক সোহেল। বক্তব্য দেন জেলা সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম প্রমুখ।

লালমনিরহাটে মতবিনিময় সভা

বাজুস লালমনিরহাট জেলা শাখার আয়োজনে গত ২০ অক্টোবর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, বাজুসের কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, রংপুরের সভাপতি এনামুল হক সোহেল। বক্তব্য দেন বাজুস লালমনিরহাট শাখার সভাপতি হিমাংশু সরকার, সাধারণ সম্পাদক দুলাল চন্দ্র কর্মকার।

কুড়িগ্রামে মতবিনিময় সভা

বাজুস কুড়িগ্রাম জেলা শাখার আয়োজনে গত ২০ অক্টোবর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়। বক্তব্য দেন বাজুসের উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য রিপনুল হাসান, রংপুরের সভাপতি সদস্য এনামুল হক সোহেল, জেলা সভাপতি দুলাল চন্দ্র রায় প্রমুখ।

জামালপুরে মতবিনিময় সভা

বাজুস জামালপুর জেলা শাখার আয়োজনে গত ২০ অক্টোবর স্থানীয় প্রেস ক্লাবে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান এবং ময়মনসিংহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক চন্দন কুমার ঘোষ, জামালপুর জেলা সভাপতি ফাররোখ আহমেদ।

গাইবান্ধায় মতবিনিময় সভা

বাজুস গাইবান্ধা জেলা শাখার আয়োজনে গত ২১ অক্টোবর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুসের উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, বাজুস রংপুরের সভাপতি এনামুল হক সোহেল, বাজুস গাইবান্ধা জেলা সভাপতি মণীন্দ্রনাথ মিত্র, সাধারণ সম্পাদক আজহারুল ইসলাম সঞ্জু প্রমুখ।

শেরপুরে মতবিনিময় সভা

বাজুস শেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে গত ২১ অক্টোবর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান। বক্তব্য দেন বাজুসের কার্যনির্বাহী সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, কাজী নাজনীন হোসেন, বাজুস নেতা চন্দন কুমার ঘোষ, শেরপুর বাজুসের সাধারণ সম্পাদক সুশীল মালাকার। সভাপতিত্ব করেন শাহজাহান মিয়া। পরিচালনা করেন রফিক মজিদ।

হবিগঞ্জে মতবিনিময় সভা

বাজুস হবিগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে গত ২২ অক্টোবর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসভাপতি গুলজার আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস কোষাধ্যক্ষ উত্তম বণিক, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, মো. আসলাম খান ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য নীহার কুমার রায়। বক্তব্য দেন হবিগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য সমীর চন্দ্র বণিক ও বিজয় বণিক দ্বিজু।

শরীয়তপুরে মতবিনিময় সভা

বাজুস শরীয়তপুর শাখার আয়োজনে গত ২৮ অক্টোবর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস সহসভাপতি এম এ হান্নান আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুসের কার্যনির্বাহী সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, মো. মজিবর রহমান খান, কাজী নাজনীন হোসেন। বক্তব্য দেন বাজুস শরীয়তপুর শাখার আহ্বায়ক মৃদুল রায়, যুগ্ম আহ্বায়ক সজল রায় প্রমুখ।

নেত্রকোনায় মতবিনিময় সভা

বাজুস নেত্রকোনা জেলা শাখার আয়োজনে গত ২৮ অক্টোবর মতবিনিময় সভা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, উত্তম ঘোষ ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য চন্দন কুমার ঘোষ। বক্তব্য দেন নেত্রকোনা জেলা সভাপতি চঞ্চল সরকার, সাধারণ সম্পাদক দীপক সরকার প্রমুখ।

কক্সবাজারে মতবিনিময় সভা

বাজুস কক্সবাজার জেলা শাখার আয়োজনে গত ৩০ অক্টোবর মতবিনিময় সভা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, বাজুস কার্যনির্বাহী সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, প্রণব সাহা। বক্তব্য দেন জেলা সভাপতি সুভাষ ধর, সাধারণ সম্পাদক হাজি ওসমান গণি প্রমুখ।

জয়পুরহাটে মতবিনিময় সভা

বাজুস জয়পুরহাট জেলা শাখার আয়োজনে গত ৭ নভেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসভাপতি আনিছুর রহমান দুলাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান, লিটন হাওলাদার, সদস্য রিপনুল হাসান। বক্তব্য দেন- রংপুরের সভাপতি এনামুল হক সোহেল, জয়পুরহাট সভাপতি এ এস নূরুন নবী দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত সাহা প্রমুখ।

বগুড়ায় মতবিনিময় সভা

বাজুস বগুড়া জেলা শাখার আয়োজনে গত ৮ নভেম্বর মতবিনিময় ও সাধারণ সভা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান, মো. লিটন হাওলাদার, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, রংপুরের সভাপতি এনামুল হক সোহেল বক্তব্য দেন বগুড়া জেলা সভাপতি মতলেবুর রহমান রাতুল, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহম্মেদ বাবু প্রমুখ।

খুলনায় মতবিনিময় সভা

বাজুস খুলনা জেলা শাখার আয়োজনে গত ৮ নভেম্বর খুলনা ইউনাইটেড ক্লাবে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাজুস জেলা সভাপতি সমরেশ চন্দ্র সাহা। প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, বাজুস সহসম্পাদক মো. জয়নাল আবেদিন খোকন, কার্যনির্বাহী সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ ও কাজী নাজনীন হোসেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মতবিনিময়

বাজুস চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে গত গত ১৮ নভেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস সহসম্পাদক সমিত ঘোষ অপু, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য রিপনুল হাসান ও ফেরদৌস আলম শাহীন। বাজুস স্ট্যাডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য এনামুল হক সোহেল। সভাপতিত্ব করেন বাজুস চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সভাপতি মো. মোস্তাকিম।

কুমিল্লায় মতবিনিময় সভা

বাজুস কুমিল্লা জেলা শাখার আয়োজনে গত ১৮ নভেম্বর কুমিল্লা ক্লাবে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসম্পাদক মো. জয়নাল আবেদীন খোকন, কার্যনির্বাহী সদস্য উত্তম ঘোষ, চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক প্রণব সাহা। বক্তব্য দেন জেলা সভাপতি শাহ মো. আলমগীর খান, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান প্রমুখ।

সুনামগঞ্জে মতবিনিময় সভা

বাজুস সুনামগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে গত ১৮ নভেম্বর শিল্পকলা একাডেমি হাছন রাজা মিলনায়তনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি মন্তোষ রায়। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাজুস সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, জয়দেব সাহা, সদস্য নীহার কুমার রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা সাধারণ সম্পাদক চন্দন কর্মকার।

মাগুরায় মতবিনিময় সভা

বাজুস মাগুরা জেলা শাখার আয়োজনে গত ২৩ নভেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাজুস সহসভাপতি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস সহসম্পাদক মোহাম্মদ লিটন হাওলাদার, কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ রিপনুল হাসান, খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়ক রকিবুল ইসলাম সঞ্জয় চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন মাগুরা জেলা শাখার আহ্বায়ক বিমল কুমার বিশ্বাস।

ঝিনাইদহে মতবিনিময় সভা

বাজুস ঝিনাইদহ জেলা শাখার আয়োজনে গত ২৩ নভেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন। বক্তব্য দেন বাজুসের সহসম্পাদক লিটন হাওলাদার, কার্যনির্বাহী সদস্য রিপনুল হাসান, খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়ক রকিবুল হাসান চৌধুরী, ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি পঞ্চরেশ চন্দ্র পোদ্দার, সাধারণ সম্পাদক সাধন সরকার প্রমুখ।

রাঙামাটিতে মতবিনিময় সভা

বাজুস রাঙামাটি জেলা শাখার আয়োজনে গত ২৫ নভেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন। বাজুস রাঙামাটি জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মৃদুল ধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বাজুসের কার্যনির্বাহী সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, রিপনুল হাসান, বাজুস চট্টগ্রাম বিভাগের সদস্য প্রণব সাহা প্রমুখ।

চাঁদপুরে মতবিনিময়

বাজুস চাঁদপুর জেলা শাখার আয়োজনে গত ২৫ নভেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাজুস সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান, বাজুস কার্যনির্বাহী সদস্য মো. ইমরান চৌধুরী। বক্তব্য দেন চাঁদপুর জেলা সভাপতি মো. মোস্তফার (ফুল মিয়া), সাধারণ সম্পাদক মানিক পোদ্দার প্রমুখ।

গাজীপুরে মতবিনিময়

বাজুস গাজীপুর জেলা শাখার আয়োজনে গত ২৬ নভেম্বর মতবিনিময় সভা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি এম এ ওয়াদুদ খান। বক্তব্য দেন বাজুস গাজীপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক সমিত ঘোষ অপু, বাজুস সহসম্পাদক মো. তাজুল ইসলাম লাভলু, কার্যনির্বাহী সদস্য বাবলু দত্ত ও মো. আসলাম খান।

খাগড়াছড়িতে মতবিনিময় সভা

বাজুস খাগড়াছড়ি জেলার আয়োজনে গত ২৬ নভেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুসের কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য প্রণব সাহা, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সিনিয়র সহসভাপতি সুধীন রঞ্জন বণিক ও দীলিপ কুমার ধর।

মাদারীপুরে মতবিনিময় সভা

বাজুস মাদারীপুর জেলা শাখার আয়োজনে গত ১ ডিসেম্বর স্থানীয় লেকভিউ পার্টি সেন্টারে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি ননী গোপাল কর্মকার নন্দর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের চেয়ারম্যান এম এ ওয়াদুদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান ও কার্যনির্বাহী সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ।

মৌলভীবাজারে মতবিনিময় সভা

বাজুস মৌলভীবাজার জেলার আয়োজনে গত ২ ডিসেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসভাপতি ডা. আমিনুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মো. রিপনুল হাসান, আরেক সদস্য উত্তম ঘোষ, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য নীহার কুমার রায়। বক্তব্য দেন জেলা সভাপতি পংকজ রায় মুন্না এবং সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমদ খান পলাশ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মতবিনিময় সভা

বাজুস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার আয়োজনে গত ১৭ ডিসেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিংয়ের সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ ও সদস্য প্রণব সাহা। বক্তব্য দেন জেলা সভাপতি শংকর বণিক।

লক্ষ্মীপুরে মতবিনিময় সভা

বাজুস লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার আয়োজনে গত ২৩ ডিসেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, বাজুস কার্যনির্বাহী সদস্য ও পবিত্র চন্দ্র ঘোষ। বক্তব্য দেন- বাজুস লক্ষ্মীপুর শাখা সভাপতি হরিহর পাল, প্রচার সম্পাদক কিশোর কুমার কুরী প্রমুখ।

নোয়াখালীতে মতবিনিময় সভা

বাজুস নোয়াখালী শাখার উদ্যোগে গত ২৩ ডিসেম্বর মাইজদীতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের সদস্যসচিব ও কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান, পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, চট্টগ্রাম জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রণব সাহা।

ফেনীতে মতবিনিময় সভা

বাজুস ফেনী জেলা শাখার আয়োজনে গত ২৬ ডিসেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাজুস উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, বাজুস সহসম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. রিপনুল হাসান। বক্তব্য দেন প্রণব সাহা, ফেনীর সভাপতি মো. ইসমাইল হোসেন খোকন, সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক বাচ্চু।

মুন্সীগঞ্জে মতবিনিময় সভা

বাজুস মুন্সীগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে গত ৩০ ডিসেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি অজয় কর্মকার পুটুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুসের সহসম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে, কার্যনির্বাহী সদস্য রিপনুল হাসান, সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও কার্যনিবাহী সদস্য পবিত্র চন্দ্র ঘোষ ও মুন্সীগঞ্জ জেলা সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণ মুখার্জি।